মহিলাদের মাসাইল

কুতুবুদ্দীন মাযাহিরী

MOHILADER MASAEL

BY

QUTUBUDDIN MAZAHIRI

প্রকাশক ঃ- মুফতী কুতুবুদ্দীন মাযাহিরী
প্রকাশকাল ঃ ১লা মে ২০১৫ খ্রীঃ (১১ই রজব, ১৪৩৬ হিঃ)
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ২০শে ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রীঃ (২রা রবিউস্‌সানী ১৪৩৮ হিঃ)

সর্বস্বত্ত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রণেতা
কুতুবুদ্দীন মাযাহিরী
গ্রাম ও পোষ্টঃ- পূর্ব রানাঘাটা , থানা ঃ- মথুরাপুর
জেলাঃ- দক্ষিণ ২৪পরগণা , পিন ঃ- ৭৪৩৩৩৮
মোবাইল ঃ- ৮০১৬২০৮২৮২

অক্ষর বিন্যাস ঃ- আহমদ কম্পিউটার
মগরাহাট, দঃ ২৪ পরগণা।
ফোন ঃ ৯৩৩২১৭৬০৯১

।। প্রকাশালয় ।।
আউলিয়া বুক হাউস
পূর্ব রানাঘাটা, মথুরাপুর,
দঃ ২৪ পরগণা (পঃ বঃ)
ফোন ঃ ৮০১৬২০৮২৮২

হাদিয়া ঃ ৮০/- (আশি) টাকা মাত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, যশস্বী তর্কবাগীশ, বহু গ্রন্থ প্রণেতা হযরত আল্লামা আজীজুল হক কাসিমী সাহেবের

অভিমত ও দুআ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ.

হামদ ও সালাতের পর লিখিযে মুফতী কুতুবুদ্দীন মাযাহিরী সাহেবের লেখা "মহিলাদের মাসাইল" কেতাবের কমপিউটার প্রিন্টিং আউট কপি দেখলাম। কোন বই বিষয়ে অভিমত দিতে গেলে তা সময় দিয়ে হাওয়ালা দেওয়া কেতাবগুলির সাথে মিলিয়ে দেখতে হয়। ততটা সময় দিতে পারিনি, কিন্তু কোন কোন কেতাব থেকে মাসাইল নিয়েছেন, তা দেখে বুঝলাম, যথেষ্ট অনুসন্ধান করে সহীহ কেতাবগুলির সারমর্ম নিয়ে কেতাবটি লিখেছেন। উপরন্ত মুফতী মুযাফ্ফর সাহেব ও মুফতী নাসীরুদ্দীন সাহেব ভালোভাবে পড়ে দেখে অভিমত দিয়েছেন ও সংশোধন করেছেন বুঝতে পারলাম। তাই আমিও সহীহ ও নির্ভরযোগ্য কেতাবগুলির হাওয়ালা দেখে এবং উক্ত দুই জন আস্থাভাজন মুফতী সাহেবদের উপর আস্থা রেখে এই কেতাবের মাসায়েলগুলিকে সমর্থন করলাম এবং কেতাবটি খুব ভাল কেতাব বলে অভিমত দিলাম। আল্লাহ পাক লেখকের হায়াত দারাজ করুণ এবং এই কেতাবটিকে কবুল করুন এবং এই রকম খেদমত আরো বেশী বেশী করবার তওফীক দান করুন, আমীন সুম্মা আমীন।

ইতি -

মুহাম্মাদ আজীজুল হক কাসিমী
খাদেমে হাদীস শরীফ কনকপুর মাদ্রাসা
পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর
তাং- ১২-৮-২০১৫ ইং
(সূর্যপুর মাদ্রাসায় বসে লেখা)

পশ্চিমবঙ্গের সুবিখ্যাত হাদীস বিশারদ, নির্ভীক
তর্কবাগীশ জনাব মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী সাহেবের

অভিমত ও দুআ

বিস্‌মিল্লাহির্ রহ্‌মানির্ রহীম

মুফতী কুতুবুদ্দীন মাযাহিরী সংকলিত **'মহিলাদের মাসাইল'** নামক কিতাবটি দেখলাম। মা-শা-আল্লাহ চমৎকার পদ্ধতিতে প্রতিটি মাসআালা উদ্ধৃতিসহ লিখিত। উপরন্তু, কিতাবটির পাণ্ডুলিপি সংশোধন করেছেন আমার বন্ধুবর মুফতী মুযাফফার হুসাইন ক্বাসিমী সাহেব।

আমি মনেকরি, মহিলাদের মাসআলার বিষয়ে এই ধরনের কিতাব দ্বারা মুসলিম সমাজ বিশেষ উপকৃত হবে, সন্দেহ নেই।

লেখক আমার ছাত্র। তার এরূপ কিতাব লেখায় আমি গর্বিত ও আনন্দিত। দুআ করি, আল্লাহ পাক কিতাবটি কবুল করুন এবং লেখকের উত্তরোত্তর সার্বিক উন্নতি দান করুন -- আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
জামিয়া জামপুর, উত্তর ২৪ পরগণা
তারিখ ঃ ৩০শে মার্চ ২০১৫ খ্রীঃ

শাইখুল হাদীস ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা হযরত মাওলানা আব্দুল হামিদ কাসিমী সাহেবের সুচিন্তিত

অভিমত ও দুআ

আল্‌হামদুলিল্লাহে ওয়া কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযী নাস্তফা।

সাধের তুলনায় সাধনা নগন্য। এই বৈষম্যের কারণে বিরোধের সৃষ্টি। চাহিদা প্রচুর কিন্তু যোগ্য মানুষের অভাব। বিশ্ব স্রষ্টা ও নিয়ন্তা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মনোনীত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বিশাল ও অতলান্তিক। যার সার ও মহাসমুদ্র হলো বিজ্ঞানময় কুরআন। উহার ব্যাখ্যা মহাসমুদ্র হাদীস শাস্ত্র উভয়েরই সংমিশ্রনের নির্যাস হলো ফিক্বাহ্ বা ইসলামী ধর্ম বিজ্ঞান।

প্রায় ১৭৬ পৃষ্ঠার বক্ষমামান "মহিলাদের মাসাইল" নামীয় বাংলা সংকলন যাহা মুফতী কুতুবুদ্দীন মাযাহরী নামীয় এক তরুন আলিম, মুফতী ফিকাহ শাস্ত্র এবং মডার্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত, সমাজ সচেতন কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের প্রায় ৯০টি বিশাল বিশাল গ্রন্থ মন্থন করত সমাজের সামনে উপস্থাপিত করেছেন তাহা আমার মতো নগন্য মানুষের গুণকীর্তনের মুখাপেক্ষী নয়। কথায় বলে ফলেন পরিচয়তে। যতটুকু দেখিছি প্রয়োজনীয় জরুরী বিষয়বস্তুর এক মহাসমাহার। দুআ করি বাংলা ভাষীদের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাক বিশেষতঃ বালিকা ও মহিলা মাদ্রাসায় সহায়িকা পাঠ্য সূচীতে স্থান পাক। মহিলাদের তালীমের মজলিসে বার বার পড়ে শোনানো হোক। সংকলকের প্রথম পদক্ষেপ অ পূর্ণতা তো থাকবেই। আগামী দিনের কান্ডারী রূপে পেতে অপেক্ষা করছি। হে মহামহিম করুনাময় গ্রন্থকার ও সকল সহযোগীকে তুমি ক্ষমা করো এবং কবুল করে নাও। আমীন।

ইতি --

আব্দুল হামিদ কাসিমী

মগরাহাট

তাং ১৫-৪-২০১৫ ইং

এই প্রথম বাংলা ভাষাতে ৯০টি নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে চয়ন করা **মহিলাদের মাসাইল**। এই কিতাবে পবিত্রতা অধ্যায়, মাসিক অধ্যায়, নেফাস অধ্যায়, ইস্তেহাযা অধ্যায়, নামায অধ্যায়, জানাযা অধ্যায়, রোযা অধ্যায়, যাকাত অধ্যায়, হজ্ব অধ্যায়, বিবাহ অধ্যায়, ফ্যাশান অধ্যায় ও বিবিধ অধ্যায় রয়েছে।

তাছাড়া প্রত্যেকটা মাসআলা উর্দূ এবং আরবী উদ্ধৃতি (Reference) সহ বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে।

সুচিপত্র

কী — কোথায়

ভূমিকা ২১

পবিত্রতা অধ্যায়

মেসওয়াক করা মহিলাদের জন্যও সুন্নত ২৩
লজ্জাস্থান থেকে পোকা অথবা পাথর বার হলে ২৩
স্তন অথবা নাভী থেকে কষ্টের সাথে পানি বার হলে ২৩
স্বামী অথবা স্ত্রীর উলঙ্গ শরীর দেখলে ওযু নষ্ট হবে না ২৪
মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে ভিজে জাতীয় জিনিস বার হওয়া ২৪
মাথা খোলা অবস্থায় মহিলাদের ওযু করা ২৪
লজ্জাস্থানে তুলো রাখা ২৫
মহিলাদের ইস্তেনজার জন্য ঢিল ব্যবহার করা উচিত ২৫
ওযু অবস্থায় বাচ্চাকে দুধ পান করানো ২৫
বাচ্চার পায়খানা পরিষ্কার করলে ওযু ভাঙবে না ২৬
নিজের লজ্জাস্থানের সাথে অপরের লজ্জাস্থান মেলানো ২৬
ফাউন্ডেশান (ক্রীম) অবস্থায় ওযু করার হুকুম ২৬
সিজদা অবস্থায় ঘুমানো ২৭
লজ্জাস্থানে আঙুল ঢুকিয়ে বার করে নিলে ওযুর হুকুম ২৭
মহিলাদের সামনের রাস্তা থেকে হাওয়া বার হওয়া ২৭
বড় বড় নখ অবস্থায় ওযু ২৮
ফরয গোসলের সময় খোপা খোলার হুকুম ২৮
চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো জরুরী ২৮
সহবাসের পর নাবালিগার জন্য গোসলের হুকুম ২৯
বাচ্চার কারণে মা তায়াম্মুম করতে পারবে কি না ২৯
চুলের গুছি পরা অবস্থায় ওযু এবং গোসলের হুকুম ২৯
গোসলের সময় লজ্জাস্থানের বাইরের অংশ ধোয়া ৩০
নখ পালিস এবং লিপিষ্টিক অবস্থায় ওযু, গোসল ও নামাযের বর্ণনা ৩০
সহবাসেব পর গোসলের হুকুম ৩০
জ্বিন কোন মহিলার সাথে সহবাস করলে ৩১
সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর গোসলের হুকুম ৩১
মহিলারা অপবিত্রতার সময় গোসল করতে পারে ৩১

কী কোথায়

পুরুষ লিঙ্গের সামান্য অংশ স্ত্রী লিঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করলে ৩১
যে মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে সর্বদা কিছু বার হয় ৩২
গোসলের পর মহিলার লজ্জাস্থান থেকে পুরুষের বীর্য বার হলে ৩২
গোসলের সময় মাথায় পানি দেওয়া ক্ষতিকর হলে ৩২
নাপাক অবস্থায় দুধ পান করানো ৩৩
মেহেন্দীর রং লেগে থাকা অবস্থায় গোসল ৩৩
কোন কারণে স্বামীকে সহবাসে বাঁধা দেওয়া ৩৩

মাসিক অধ্যায়

মাসিকের সংজ্ঞা ৩৪
মাসিকের সর্বনিম্ন সময় ৩৪
মাসিকের সর্বউর্ধ্ব সময় ৩৪
পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময় ৩৫
পবিত্রতার সর্বউর্ধ্ব সময় ৩৫
মাসিকের রক্তের রং ৩৫
মাসিকের সময় ব্যবহৃত কাপড়ের হুকুম ৩৬
অভ্যাসের বাইরে দশ দিনের মধ্যে রক্ত আসা ৩৬
অভ্যাসের বাইরে দশ দিনের থেকে বেশি রক্ত আসলে ৩৬
প্রথম বারেই দশদিনের থেকে বেশি রক্ত আসলে ৩৭
কিছু কিছু দিন ছাড়া রক্ত আসলে ৩৭
দশ দিনের পূর্বে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে ৩৭
দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর রক্ত বন্ধ হওয়া ৩৮
মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পুণরায় রক্ত আসলে ৩৮
লজ্জাস্থানে তুলো, কাপড় ইত্যাদি রাখার হুকুম ৩৮
তুলো, কাপড় ইত্যাদি কোথায় রাখবে ৩৯
নয় বছর বয়সের আগে আসা রক্তের হুকুম ৩৯
পঞ্চান্ন বছরের পর আসা রক্তের হুকুম ৩৯
রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল করতে দেরী করা ৪০
ঔষধ দ্বারা মাসিক বন্ধ করা ৪০
মাসিক শুরু হওয়ার পর ঔষধ দ্বারা বন্ধ করা ৪০
মাসিক ও নেফাস অবস্থায় নামায এবং রোযার বিধান ৪১

কী কোথায়
মাসিক অবস্থায় সিজদার আয়াত পড়লে ৪১
মাসিকার কাছ থেকে সিজদার আয়াত শুনলে ৪১
মাসিক ও নেফাস অবস্থায় কুরআন শরীফ পড়া ৪২
মাসিক ও নেফাস অবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ করা ৪২
মাসিক অবস্থায় মাসনুন দুআ ইত্যাদি পড়া ৪২
মাসিক ও নেফাস অবস্থায় কুরআন শরীফ দেখা ৪৩
কুরআন শরীফের আয়াত লেখা কাঠ স্পর্শ করা ৪৩
মাসিক অবস্থায় কুরআন শরীফ কম্পোজিং করা ৪৩
মাসিক অবস্থায় কুরআনের শিক্ষিকা কিভাবে পড়াবেন ৪৪
মাসিক অবস্থায় দ্বীনি কিতাব পড়া এবং পড়ানো ৪৪
মাসিক অবস্থায় মসজিদে যাওয়া ৪৪
মাসিক অবস্থায় দ্বীনি মজলিসে যাওয়া ৪৫
মাসিক অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে ঘুমানো ৪৫
মাসিক অবস্থায় আলাদা বিছানায় ঘুমানো ৪৫
মাসিক অবস্থায় রান্না করা ৪৫
মাসিক অবস্থায় মেহেন্দী লাগানো ৪৬
মাসিক বন্ধ হওয়ার পর স্ত্রী সঙ্গম করা ৪৬
দশ দিনের আগে রক্ত বন্ধ হওয়ার পর স্ত্রী সঙ্গম করা ৪৬
মাসিক অবস্থায় আযান এবং সালামের উত্তর দেওয়া ৪৭
বিনা তিলাওয়াতের নিয়্যাতে কুরআনের আয়াত পড়া ৪৭
মাসিক অবস্থায় তৌরাত, যবুর ও ইঞ্জিল পড়া ৪৮
মাসিক অবস্থায় কুরআন শরীফ পরীক্ষার উত্তর কিভাবে লিখবে ৪৮
মাসিকের সময় কুরআন শরীফ কিভাবে মুখস্থ করবে ৪৮
অভ্যাসের আগে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে নামায এবং সহবাসের হুকুম ৪৮
মাসিক এবং নেফাস অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম হারাম ৪৯
মাসিক অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করলে কাফ্ফারা ৪৯
নামায অবস্থায় মাসিক হলে ৫০
মাসিক অবস্থায় একটি মুস্তাহাব আমল ৫০

নেফাস অধ্যায়

নেফাসের সংজ্ঞা ৫১
নেফাসের সর্বনিম্ন সময় ৫১

কী কোথায়

নেফাসের সর্বউর্ধ্ব সময় ৫১
অপারেশান দ্বারা বাচ্চা হলে নেফাসের বর্ণনা ৫১
সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর ধারাবাহিক ভাবে রক্ত আসা ৫২
নেফাসের সময় যে রংয়ের রক্ত আসুক নেফাস হবে ৫২
কাটা কাটা অবস্থায় বাচ্চা হলে ৫৩
বাচ্চা নষ্ট করার পর আসা রক্তের হুকুম ৫৩
সন্তান ভূমিষ্টের পর একেবারেই রক্ত না আসলে ৫৪
অভ্যাসের আগে নেফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে ৫৪

ইস্তেহাযা অধ্যায়

রোগ জনীত ঋতু (ইস্তেহাযা) -এর সংজ্ঞা ৫৫
রোগ জনীত ঋতুর হুকুম ৫৫
ইস্তেহাযা মহিলা নিজের অভ্যাস ভুলে গেলে ৫৫
গর্ভবতী অবস্থায় আসা রক্তের হুকুম ৫৭
লিউকোরিয়ার হুকুম ৫৭
সন্তান ভূমিষ্টের কত দিন পর স্বামী সহবাস করতে পারবে ৫৭

নামায অধ্যায়

মহিলাদের জন্য আযান এবং ইকামাত মক্‌রুহ ৫৮
মহিলারাও আযানের উত্তর দেবে ৫৮
আযানের কত পরে মহিলারা নামায পড়বে ৫৮
স্ত্রীর ইকামাত দেওয়া ৫৮
মসজিদ সংলগ্ন ঘরে থেকে ইমামের ইকতেদা ৫৯
মহিলাদের জন্য আযানের অপেক্ষা জরুরী নয় ৫৯
কত বছর বয়স থেকে মহিলাদের উপর নামায ফরয হয় ৫৯
নামায পড়ার সময় মহিলাদের সতর ৬০
শাড়ি পরে নামায পড়া ৬০
নামায পড়ার সময় পাতলা ওড়না ব্যবহার করা ৬০
পাতলা কাপড় পরে নামায পড়া ৬০
মাথা কিংবা কোন অঙ্গ খুলে রেখে নামায পড়া ৬১
শাড়ী পরে বসে নামায পড়া ৬১
অন্তবাস ছাড়া শুধু শাড়ী পরে নামায পড়া ৬১

কী কোথায়

নাইটি পরে নামায পড়া ৬২
লজ্জাস্থানে ঔষধ রেখে নামায পড়া ৬২
সিনার উপর ওড়না রাখা এবং বাহু ঢাকা দরকার ৬২
ওড়নার উপর সিজদা করা ৬২
নামায অবস্থায় ওড়না থেকে চুল দেখা গেলে ৬৩
নামাযের সময় বাচ্চা মায়ের মাথার কাপড় খুলে দিলে ৬৩
খোপা বেঁধে নামায পড়া ৬৩
নামাযের সময় বাচ্চা যদি কোলে বসে যায় ৬৩
নামায অবস্থায় বাচ্চা মায়ের দুধ পান করে নিলে ৬৪
স্ত্রী স্বামীর ইকতিদা করে নামায পড়তে পারবে কিনা ৬৪
মহিলাদের হাত বাঁধার স্থান ৬৪
মেহেন্দী অবস্থায় নামায ৬৫
পুরুষ ও মহিলাদের রুকুর মধ্যে পার্থক্য ৬৫
মহিলারা কিভাবে সিজদা আদায় করবে ৬৬
মহিলাদের উচ্চস্বরে নামায পড়া ৬৬
মহিলাদের জামাত ৬৬
মহিলাদের ইমামতি করা ৬৭
মসজিদে মহিলাদের নামায পড়া ৬৭
লাইন অবস্থায় মহিলাদের একাকী নামায পড়া ৬৭
গর্ভবতী মহিলারা কিভাবে নামায আদায় করবে ৬৮
সন্তান ভূমিষ্টের সময় নামাযের ওয়াক্ত হলে ৬৮
খোলামেলা জায়গায় মহিলাদের নামায পড়া ৬৯
মুক্তাদিয়া একটি মহিলা হলে কোথায় দাঁড়াবে ৬৯
ঘরের ছাদে মহিলাদের নামায ৬৯
নামাযের সময় বাচ্চা মুসাল্লায় বসে গেলে ৬৯
বিয়ের পর বাপের বাড়ি আসলে কিভাবে নামায পড়বে ৭০
মহিলারা শুক্রবার কোন আযানের পর যোহরের নামায পড়বে ৭০
মহিলারা জুমার নামায কত রাকআত পড়বে ৭০
মহিলারা জুমা পড়লে যোহর আদায় হয়ে যাবে ৭০
মহিলারা কি ঘরে জুমার নামায পড়তে পারে ৭১

কী কোথায়

ঘরে মহিলাদের তারাবীর নামায জামাতের সঙ্গে পড়া ৭১
তারাবীতে মহিলাদের ইমামতি করা ৭১
মসজিদে মহিলাদের তারাবীহ ও কুরআন শ্রবণ ৭২
মহিলারাও তাকবীরে তাশরীক বলবে ৭৩
জুমা ও ঈদের নামাযে মহিলাদের যোগদান করা ৭৩
দুই ঈদে মহিলাদের বিধান ৭৪
মহিলারা নামাযে কুসুফ একাকী পড়বে ৭৪
সালাতুত তাসবীহ নামাযে মহিলাদের জামাত ৭৪
সফরে মাসিক বন্ধ হলে ৭৫
মহিলারাও ত্যাহইয়াতুল ওযুর নামায পড়তে পারে ৭৫
মহিলাদের নামাযের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা ৭৬
মহিলাদের নামাযের অন্যান্য মাসাইল ৭৯

জানাযা অধ্যায়

গোসল দেওয়ার পদ্ধতি ৮০
মহিলাদের কাফন ৮১
নাবালিগ ছেলে মেয়েদের কাফন ৮১
কাফন পড়ানোর পদ্ধতি ৮২
গোসল দাতার মাসিক অবস্থায় হওয়া ৮২
জানাযার সঙ্গে মহিলাদের যাওয়া ৮৩
পুরুষদের অনুপস্থিতে মহিলারা জানাযা পড়তে পারে ৮৩
স্বামী স্ত্রীকে গোসল ও কাফন দিতে পারবে না ৮৩
স্ত্রী স্বামীকে গোসল দিতে পারবে ৮৪
মহিলাদের কাফনে পাজামা দেওয়া ৮৪
মহিলাদের কাফনে রঙ্গিন কাপড় দেওয়া ৮৪
মৃত্যুর পর স্ত্রীর মুখ দেখা ৮৪
মহিলাদের কাফনের জিম্মাদার কে ৮৫
স্বামী, স্ত্রীর খাটিয়া ছুঁইতে পারবে কি না ৮৫
মাসিক অবস্থায় মাইয়েতের কাছে দাঁড়ানো ৮৫
মাইয়েতের নখ পালিশ পরিষ্কার করা দরকার ৮৫
গায়ের মাহরাম মাইয়েতকে দেখা ৮৬

কী কোথায়

স্বামী মারা গেলে চুড়ি ভেঙে ফেলা ৮৬
কবরস্থানের পাশ দিয়ে মহিলাদের যাওয়া ৮৬
স্ত্রীকে কবরে নামানো ৮৬
মহিলা মাইয়েত দাফন করার সময় পর্দা ৮৬
দাফনের সময় পরপুরুষদের যোগদান করা ৮৭
মৃত মায়ের পেটে বাচ্চা জীবিত থাকলে ৮৭
সন্তান ভূমিষ্টের সময় মায়ের ইন্তেকাল ৮৭
ইজ্জত বাঁচানোর জন্য আত্মহত্যা ৮৮
গর্ভবতী মহিলার জানাযা একবার পড়া হবে ৮৮
মহিলা মাইয়েতের মুখ দেখা ৮৮
বুযুর্গদের যিয়ারত করার জন্য যাওয়া ৮৯
মহিলারা কি করব যিয়ারত করতে পারবে ৮৯
মহিলারাও ইসালে সওয়াব করতে পারবে ৮৯

রোযা অধ্যায়

মাসিক থেকে সুবাহ সাদিকের আগে পাক হলে ৯০
সুবাহ সাদিকের পরে পাক হলে ৯০
যে মহিলা দুধ পান করায় তার রোযা ৯০
দুধ পান করালে রোযা ভাঙবে না ৯১
রোযা রাখার পর মাসিক হলে ৯১
রমযান মাসে ঔষধ দ্বারা মাসিক বন্ধ করা ৯১
রোযা ভাঙার পর অসুস্থ কিংবা মাসিক হলে ৯২
রোযা অবস্থায় লিপিষ্টিক ও মেহেন্দী ৯২
রোযা অবস্থায় লজ্জাস্থানে ঔষধ লাগানো ৯২
ডাক্তার যদি কোন মহিলার লজ্জাস্থানে আঙ্গুল দেয় ৯২
গর্ভবতী মহিলার রক্ত বার হলে ৯৩
প্রসব বেদনায় জন্য রোযা ভাঙলে ৯৩
গর্ভবতী মহিলাদের জন্য সুবিধা ৯৩
রোজা অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করলে ৯৪
স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফল রোযা রাখা ৯৪
নফল রোযা রাখার পর মাসিক হলে ৯৪

কী কোথায়

কাফফারার রোযা রাখার সময় মাসিক হলে ৯৫
রোযাদার স্ত্রীর সঙ্গে জোর পূর্বক সহবাস করলে ৯৫
লজ্জাস্থানে আঙ্গুল দেওয়ার পর রোযা ভেঙে গেছে মনে করে কিছু খেয়ে নিলে ৯৫
মাসিকের সময় কেউ রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে ৯৬
দূর্বলতার জন্য যদি রোযার ফিদিয়া দিতে চায় ৯৬
মহিলাদের এতেকাফ ৯৬
মসজিদের নির্ধারিত জায়গায় এতেকাফ করা ৯৭
এতেকাফের জায়গা পরিবর্তন করা ৯৭
মাসিক কিংবা নেফাস হলে এতেকাফ ভেঙে যাবে ৯৭
এতেকাফ ভেঙে গেলে কিভাবে আদায় করবে ৯৮
স্বামীর বিনা অনুমতিতে এতেকাফ করা ৯৮
এতেকাফকারী মহিলা স্বামীর থেকে আলাদা থাকবে ৯৮
এতেকাফ অবস্থায় ঘরের বারান্দায় আসা ৯৮
এতেকাফ অবস্থায় রান্না করা ৯৯
এতেকাফ অবস্থায় ঘরের কাজ করা ৯৯

যাকাত অধ্যায়

মহিলারা দেন্‌মহরের যাকাত দেবে ১০০
স্বামী - স্ত্রী একে অপরকে যাকাত দেওয়া ১০০
স্ত্রী নিজ গহনার যাকাত দেবে ১০০
যে গহনাগুলি সব সময় পরা হয়না তার উপর যাকাত ১০১
ভাই বোন একে অপরকে যাকাত দেওয়া ১০১
সইয়েদ বংশের গরীব স্ত্রীকে যাকাত দেওয়া ১০১
মহিলার ফিতরা কে দেবে ১০১
মহিলারাও জবাই করতে পারে ১০১

হজ্ব অধ্যায়

মহিলাদের উপর হজ্ব ফরজ হওয়ার শর্ত ১০২
কোন মহিলার কাছে হজ্বের খরচা সমতুল্য গহনা থাকলে ১০২
হজ্ব যাত্রায় শুধুমাত্র মহিলাদের কাফেলা ১০২
পরপুরুষের সাথে হজ্ব যাত্রা নিষেধ ১০৩
মাহ্‌রাম নিরাপত্তা হওয়া শর্ত ১০৩

কী	কোথায়
শাশুড়ী জামাইয়ের সাথে সফর করা	১০৩
স্বামী কিংবা কোন মাহ্‌রাম সঙ্গে যাবার জন্য না পেলে	১০৩
বৃদ্ধা মহিলা পরপুরুষের সাথে হজ্ব যাত্রা করলে	১০৪
কোন মহিলা স্বামী কিংবা মাহ্‌রাম ছাড়া হজ্ব করলে	১০৪
সফর শুরু করার আগে ইদ্দত পালন করতে হলে	১০৫
সফর শুরু করার পর ইদ্দত পালন করতে হলে	১০৫
স্ত্রীকে ফরয হজ্ব থেকে বাঁধা দেওয়া	১০৬
স্ত্রীকে নফল হজ্ব থেকে বাঁধা দেওয়া	১০৬
বদলী হজ্ব করানোর পর মাহ্‌রাম পেয়ে গেলে	১০৬
ছোট বাচ্চার কারণে হজ্ব করতে দেরী করা	১০৭
মাসিক অবস্থায় এহরাম বাঁধা	১০৭
এহরাম বাঁধার পর মাসিক হলে	১০৭
নাপাক অবস্থায় হজ্বের নিয়মাবলী পালন করা	১০৮
মাসিক অবস্থায় মক্কায় যাবার পর পবিত্র হওয়ার আগে মদিনা যেতে হলে	১০৮
উমরার এহ্‌রাম বেঁধেছে কিন্তু হজ্ব পর্যন্ত পবিত্র হয়নি	১০৯
ক্বিরান হজ্ব করার এহরাম বাঁধার পর উমরাহ না করতে পারলে	১১০
মহিলাদের জন্য আন্তরিক পরামর্শ	১১০
মাসিক বন্ধ করার জন্য ঔষধ ব্যবহার করা	১১০
মহিলাদের এহরাম	১১১
চেহারার উপর পর্দা রাখা	১১২
হজ্বের সময় পর পুরুষদের থেকে পর্দা	১১২
পুরুষদের ভীড়ে মহিলাদের প্রবেশ হারাম	১১২
এহরাম অবস্থায় হাত মোজা পরা	১১৩
মহিলাদের গহনা পরা	১১৩
এহরাম অবস্থায় মেহেন্দী লাগানো	১১৩
সেলাই করা কাপড় পরা	১১৪
এহরাম অবস্থায় নিজের উকুন মারা	১১৪
অপরের উকুন মারা	১১৫
অন্য মহিলাকে উকুন মারতে বললে	১১৫
মহিলারা তালবিয়া আস্তে আস্তে পড়বে	১১৫

কী কোথায়

মহিলারা কখন তোয়াফ করবে ১১৬
মহিলাদের রাত্রে পাথর মারা ১১৬
মহিলাদের জন্য 'রমল' ও 'ইজতিবার' হুকুম ১১৬
মাসিক অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ ও তোয়াফ ১১৬
মহিলারা সায়ী করার সময় ছুটবে না ১১৭
সায়ী করার সময় মাসিক হলে ১১৭
কোন কারণে উকুফে মুজদালাফা ছেড়ে দিলে ১১৭
মহিলারা মাথা মুন্ডন করবে না ১১৭
টাক পড়া মহিলারা কি করবে ১১৮
তোয়াফে যিয়ারত করতে দেরী করা ১১৮
এহ্‌রাম অবস্থায় স্বামীর সাথে আলীঙ্গন করা ১১৮
মাসিক অবস্থায় তোয়াফে যিয়ারতের হুকুম ১১৯
তোয়াফের সময় মাসিক হলে ১১৯
সারা জীবন তোয়াফে যিযারত না করতে পারলে ১১৯
নাপাক অবস্থায় বিদায়ী তোয়াফ করা ১২০
মাসিক শুরু হয়ে গেলে বিদায়ী তোয়াফ ১২০
পুরুষের বদলে হজ্ব করা ১২০
হারাম শরীফে জানাযার নামাযে মহিলাদের যোগদান ১২০
উকুফে আরাফার পর মাথা মুন্ডন এবং তোয়াফে যিয়ারতের আগে স্ত্রী সঙ্গম ..১২১
চুল কাটার পর তোয়াফে যিয়ারতের আগে স্ত্রী সঙ্গম ১২১
উকুফে আরাফা এবং তোয়াফে যিয়ারতের পর স্ত্রী সঙ্গম ১২১
মাথা মুন্ডন ও তোয়াফে যিয়ারতের পর সায়ী করার আগে স্ত্রী সঙ্গম ১২২
এহরাম অবস্থায় বাচ্চাকে দুধ পান করানো এবং সাবান ব্যবহার ১২২
মহিলারা নিজেদের ক্বিয়ামগাহে নামায পড়বে ১২২
এক নজরে হজ্বের নিয়মাবলী ১২৩

বিবাহ অধ্যায়

মহিলা নিজেই বিবাহের অধিকার রাখে ১২৪
স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করা ১২৪
ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ ১২৪
বিবাহের আগে হবু স্বামীর দেওয়া গহনা ১২৫

কী	কোথায়
হলুদ ও মেহেন্দী ব্যবহার	১২৫
স্বামীর উপর রাগ করে আলাদা থাকা	১২৫
মাসিক ও নেফাস অবস্থায় বিবাহ	১২৬
মহিলাদের সাক্ষীতে বিবাহ	১২৬
স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোথাও যাওয়া	১২৬
বিবাহের আগে হবু স্বামীকে দেখা	১২৬
স্বামীকে কুরআন শরীফ শেখানো	১২৭
বিবাহের আগের হবু স্বামীর সাথে সম্পর্ক হারাম	১২৭
স্বামী নিখোঁজ হলে স্ত্রী কী করবে	১২৭
কোন মহিলা তালাক দিতে চাইলে	১২৮
তালাকের পর মাহ্‌র মাফ করে দেওয়া	১২৮
মাহ্‌র মাফ করে দেওয়ার পর অস্বীকার করা	১২৮
ইদ্দত কাকে বলে	১২৮
তালাক দিলে কিভাবে ইদ্দত পালন করবে	১২৯
ইদ্দত পালনের সময় ঘরের বারান্দায় যাওয়া	১২৯
ইদ্দতের সময় নতুন কাপড় পরা	১২৯
ইদ্দতের সময় শরিষার তেল ব্যবহার	১৩০
মাসিক অবস্থায় তালাক দিলে ইদ্দত	১৩০
ইদ্দতের মাঝে মাসিক আসা শুরু হলে	১৩০
গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত	১৩১
কোন ধরনের মহিলারা ইদ্দত পালন করবে	১৩১
ভুলবশতঃ সহবাস করলে তার ইদ্দত	১৩২
স্বামী মারা গেলে ইদ্দত	১৩২
ব্যাভীচারীনি মহিলার ইদ্দত	১৩৩
ইদ্দতের সময় ভোট দিতে যাওয়া	১৩৩
ইদ্দতের সময় বিবাহ ইত্যাদিতে যাওয়া	১৩৩
মৃত স্বামীর ইদ্দত পালনের সময় সরকারি কাজ করা	১৩৩
বাচ্চাকে চুপ করানোর জন্য তার গালে স্তন দেওয়া	১৩৪
খুলা করার পদ্ধতি	১৩৪
সন্তানকে দুধ পান করানো	১৩৫

কী কোথায়

সন্তানকে কতদিন দুধ পান করলে ১৩৫
মৃত মহিলার দুধ পান করলে ১৩৫
স্বামীর বিনা অনুমতিতে দুধ পান করানো ১৩৬
স্বামী ছাড়া অপরের মৃত্যুতে শোক পালন করা ১৩৬

ফ্যাশান অধ্যায়

চোখ খোলা বোরকা ১৩৭
শাড়ী ও ব্লাউজ পরা ১৩৭
মহিলারা কোন রংয়ের কাপড় পরবে ১৩৭
পাতলা কাপড় পরিধান করা ১৩৮
জরীর শাড়ী পরা ১৩৮
মহিলারা কাপড় গোর গাঁটের নিচে পরবে ১৩৮
ওড়না কেমন ভাবে ব্যবহার করবে ১৩৯
টাইট ফিটিং পোশাক পরা ১৩৯
মহিলাদের আতর ব্যবহার করা ১৩৯
ফ্যাশান জাতীয় গহনা ব্যবহার করা ১৪০
মেহেন্দী ও নখ পালিশের হুকুম ১৪০
চুলের গুছি পরা হারাম ১৪১
মেয়েদের ভ্রু চাঁছা ১৪১
নাক কান ছিদ্র করা ১৪২
মহিলাদের চুল কাটা ১৪২
মহিলাদের চুল বাঁধার নিয়ম ১৪২
মাথা থেকে উঠে যাওয়া চুল খোপায় লাগানো ১৪৩
কালো কেশ তেল ইত্যাদি ব্যবহার করা ১৪৩
মহিলাদের শরীরের লোম ১৪৪
মহিলাদের সিতে কাটার পদ্ধতি ১৪৪
বড় বড় নখ রাখা ১৪৪
মুখমন্ডলে চিকচিকি (আফসুন) লাগানো ১৪৫

কী	কোথায়
লিপষ্টিক লাগানোর হুকুম	১৪৫
মহিলাদের গোঁফ দাড়ি বার হওয়া	১৪৫
অপ্রয়োজনীয় চুল তোলার জন্য ক্রীম ইত্যাদি ব্যবহার করা	১৪৬
মহিলাদের অত্যাধিক লম্বা চুল কাটা	১৪৬
পাঁজর পরা	১৪৭
বিধবা মহিলাদের গহনা পরা	১৪৭
পুরুষ মনোহারির কাছ থেকে চুড়ি পরা	১৪৭
মহিলাদের নিজেদের মধ্যে মুসাফাহ করা	১৪৮
কাঁচের চুড়ি পরা	১৪৮
মহিলাদের শুধুমাত্র লম্বা জামা পরা	১৪৮
চুড়িদার পাজামা পরা	১৪৯
ঘরের মধ্যে মাথা খুলে থাকা	১৪৯

বিবিধ অধ্যায়

অমুসলিম মহিলাদের থেকে পর্দা	১৫০
আত্মীয়দের কাছে নিজেদের মেয়ে রাখা	১৫০
ধোঁপার দ্বারা কাপড় ধোয়ানো	১৫০
বৃদ্ধা মহিলাদের জন্য পর্দা	১৫১
মহিলাদের একে অপরকে চুমো দেওয়া	১৫১
স্বামী- স্ত্রী একে অপরের গুপ্তাঙ্গ দেখা	১৫১
মহিলাদের গুপ্তরোগ পুরুষ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করানো	১৫১
পর পুরুষের সাথে ফোনে কথা বলা	১৫২
হিল তোলা জুতো পরা	১৫২
পুরুষদের সমতুল্য মহিলাদের কাজ করা	১৫২
পর পুরুষের কাছ থেকে কুরআন শরীফ শেখা	১৫৩
পুরুষ মহিলা একে অপরের এঁটো খাওয়া	১৫৩
কেবলমাত্র ড্রাইভারের সাথে গাড়ীতে বসা	১৫৩
স্বামীর নাম ধরে ডাকা	১৫৪

কী কোথায়

মহিলাদের স্কুটার চালানো ১৫৪
চিকিৎসার জন্য মহিলাদের মাথা মুন্ডন হওয়া ১৫৪
মহিলাদের খাতনা করা ১৫৫
পুরুষের লজ্জাস্থান মুখে নেওয়া ১৫৫
স্বামীর লজ্জাস্থান স্পর্শ করা ১৫৫
একাধিক বিবাহিতা মহিলা ১৫৬
স্বামীর পা ছোঁয়া ১৫৬
স্বামীকে ভাই বলা ১৫৬
ভাই-বোন একে অপরের হাত পা টেপা ১৫৭
স্বামীর বিনা অনুমতিতে বাপের বাড়ি যাওয়া ১৫৭
স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার মাল খরচা করা ১৫৮
স্বামীর কারবারে সহযোগীতা করে পয়সা চাওয়া ১৫৮
যে মহিলা স্বামীর হুকুম মানে না ১৫৮
শাশুড়ীর সেবা করা ১৫৮
টেস্ট টিউবের বিধান (Test Tube Baby) ১৫৯
ঔষধ খেয়ে বাচ্চা বন্ধ করা ১৬০
মাইকে মহিলাদের প্রোগ্রাম ১৬০
মহিলারাও কি মুফতী হতে পারে ১৬১
ভোটে মহিলাদের প্রার্থী হওয়া ১৬১
মহিলাদের মন্ত্রী হওয়া ১৬২
মহিলাদের বিচারপতি (জর্জ) হওয়া ১৬২
মহিলাদের ডাক্তার কিংবা শিক্ষিকা হওয়া ১৬৩
মহিলাদের ভ্রমনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া ১৬৩
দূরবর্তী জায়গায় মহিলাদের চাকরি করা ১৬৪
খেলাধুলাতে মহিলাদের অংশ গ্রহণ করা ১৬৪
গর্ভপাতের হুকুম ১৬৫
অপারেশান দ্বারা বাচ্চা হলে ১৬৫

কী	কোথায়
সন্তান বন্ধ করার বিধান	১৬৬
কাউকে ধরম বাপ ভাই ইত্যাদি বলা	১৬৭
ছেলে মেয়ে একসঙ্গে লেখাপড়া করা	১৬৭
ইংলিশ মেডিয়াম (Missionary) স্কুলে পঠন-পাঠন।	১৬৭
রেডিওতে মহিলাদের খবর পড়া	১৬৯
পত্র-পত্রিকাতে মহিলাদের নাম প্রকাশ করা	১৬৯
বাজারে মহিলাদের যাওয়া	১৬৯
ব্যাভীচারীনি অমুসলিম মুসলমান হলে তার মালের হুকুম	১৭০
দুগ্ধ পোষ্য শিশু ছেড়ে চলে যাওয়া	১৭০
পোষ্টারে মহিলা নেত্রীদের ছবি	১৭০
স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে খানা খাওয়া	১৭১
শ্বশুরকে আব্বা বলে ডাকা	১৭১
মহিলাদের জন্য পিতামাতার সেবা আগে না স্বামীর	১৭১
মহিলারা কি মসজিদ পরিষ্কার করতে পারে	১৭১
নবজাতক শিশুর কানে মহিলাদের আযান দেওয়া	১৭১
নিজের ছেলেকে বাপ অথবা মেয়েকে মা বলে ডাকা	১৭২
মহিলার হাতে মহিলার বায়াত হওয়া	১৭২
আমিলের কাছ থেকে মহিলাদের তাবিজ নেওয়া	১৭২
মহিলাদের দোকানে বসে ব্যবসা করা	১৭২
স্বামীকে আকৃষ্ট করার জন্য তাবিজ করা	১৭২
মজদুর মহিলাদের মাথা ও হাত কনুই পর্যন্ত খুলে রাখা	১৭৩
সন্তানের হারাম রোজগার ব্যবহার করা	১৭৩
হাফেজা মহিলার বিবাহ গায়ের হাফেজের সাথে	১৭৩
যে সমস্ত কিতাব থেকে মাসআলা সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের সংক্ষিপ্ত তালিকা	১৭৪-১৭৬

ভূমিকা

ইসলাম ধর্ম মহিলাদের যে সম্মান দিয়েছে অন্যান্য ধর্ম তা কল্পনাও করতে পারেনি। ইসলাম আসার পূর্বে বাচ্চা মেয়েদেরকে জীবন্ত পুঁতে ফেলার ভয়াবহ ঘটনা এখনও ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যায়নি, কিন্তু ইসলাম এসে সেটাকে একেবারেই উৎখাত করে দিয়েছে। কুরআন ও হাদীসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এবং অন্যান্য ধর্মের দিকে লক্ষ করলে একথা সূর্যালোকের ন্যায় উজ্বল, যে শিক্ষা ইসলাম ধর্ম মহিলাদেরকে দিয়েছে অন্যান্য ধর্ম তা থেকে একেবারেই ব্যর্থ।

বর্তমানে বেশ কিছু স্বার্থান্বেশী মানুষ মহিলাদেরকে বিভিন্ন চক্রান্তের জালে ফাঁসানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। আর মহিলাদের মধ্যে ইসলামি শিক্ষা না থাকার কারণে তারা বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। তাই তাদের উদ্দেশ্যে লেখা 'মহিলাদের মাসাইল' যাতে মহিলাদের সম্পর্কীত প্রায় যাবতীয় মাসাইল একত্রিত করা হয়েছে। এই কিতাবে যারা বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন, সবার নাম নেওয়া তো সম্ভব নয়। তবে আল্লাহ পাকের নিকট দুআ করি আল্লাহ পাক সবার এই সহযোগিতাকে কবুল করুন এবং উভয় জগতে উত্তম থেকে উত্তম বদলা দিন। (আমীন)।

আমি যতদূর সম্ভব প্রত্যেকটা মাসআলাতে কমবেশি উর্দূ -আরবী সর্ব প্রকারের হাওয়ালা দেবার চেষ্টা করেছি । পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আবেদন যদি কিতাবের মধ্যে কোন রকমের ভুল হয়ে থাকে তাহলে প্রকাশালয়ে জানালে আগামী সংস্করণে সংশোধন করে নেবার চেষ্টা করবো। মা বোনেদের কাছে আবেদন করবো যদি কোন মাসআলা বুঝতে অসুবিধা হয়, তাহলে কোন ভাল আলিমের কাছ থেকে নিজের কোন মাহ্রাম অথবা স্বামী মারফত জেনে নিতে পারেন।

সত্যিই আমি ধন্য। আমার মত নগন্য মানুষের দ্বারা আল্লাহ পাক এই রকম একটা অমূল্য কাজ করিয়ে নিয়েছেন। যদি কিতাবটি দ্বারা আপনারা উপকৃত হন তাহলে আমার মরহুম আব্বা জানের নামে দুআ করবেন এবং আমার প্রচেষ্টাও স্বার্থক হবে। আল্লাহ পাক কবুল করুন। (আমীন)

বিনীত

কুতুবুদ্দীন মাযাহিরী

মাদ্রাসা হাক্কানিয়া তবলীগুল উলুম মগরাহাট

পবিত্রতা অধ্যায়

মেসওয়াক করা মহিলাদের জন্যও সুন্নত

মেসওয়াক করা যেমন ভাবে পুরুষদের জন্য সুন্নত, তেমন ভাবে মহিলাদের জন্যও সুন্নত। যদি কোন মহিলা মেসওয়াক করতে অক্ষম হন এবং মেসওয়াকের নিয়্যাতে দাঁত পরিষ্কার করার জন্য মাজন ইত্যাদি ব্যবহার করেন, তাহলেও ইনশা-আল্লাহ মেসওয়াক করার সওয়াব পেয়ে যাবেন। (কিতাবুল মাসাইল ১/১৪৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/২৯, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৫/৪৯)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَاكُ فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لِأُغْسِلَهُ فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ ثُمَّ أَغْسِلَهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ.

উচ্চারণ ঃ- আন্ আ-য়িশাতা আন্নাহা ক্ব-লাত কানান নাবিয়্যু (সাঃ) ইয়াস তাকু ফাইউতিনীয়াস সিওয়াকা লি আগসিলাহু ফা আব্দাউ বিহী ফা আস্তাকু সুম্মা আগসিলা হু অ আদ ফাউহু ইলাইহী।

(আবু দাউদ শরীফ ১/৮, ফাতাওয়া শামী ১/২৩৬, আল বাহরুর রায়িক ১/৪৩)।

লজ্জাস্থান থেকে পোকা অথবা পাথর বার হলে

মলদ্বার অথবা মুত্রদ্বার থেকে পোকা অথবা পাথর বার হলে ওযু ভেঙে যাবে, যদিও বার হওয়া জিনিসের গায়ে কোন প্রকারের নাপাক লেগে না থাকে। (কিতাবুল মাসাইল ১/১৫২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৫২০, বেহেশতী জেওর ১/৪৯)।

لِأَنَّ خُرُوْجَ الدُّوْدَةِ وَالْحَصَاةِ مِنْهُمَا نَاقِضٌ إِجْمَاعًا.

উচ্চারণ ঃ- লি আন্না খুরু জাদ দূদাতি অল হাসা-তি মিন্ হুমা না-কিসুন ইজমা আন।

(ফাতাওয়া শামী ১/২৬৪, ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ১/২৩১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৯)।

স্তন অথবা নাভী থেকে কষ্টের সাথে পানি বার হলে

মহিলা অথবা পুরুষদের স্তন অথবা নাভি থেকে কোন আভ্যন্তরীন ক্ষতের কারণে পানি বার হলে ওযু ভেঙে যাবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/১৫১, দ্বীন কি বাতেঁ ১৫, বেহেশতী জেওর ১/৫১)।

اَلدَّمُ وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيْدُ مَاءُ الْجُرْحِ وَالنُّقْطَةِ وَمَاءُ الْبُثْرَةِ ....مَعَهُ وَجْعٌ.

উচ্চারণ ঃ- আদ্ দামু অল ক্বই হু অস্ স্বদীদু মাউল জুরূহি অন্ নুফত্বতি অ মাউল বিসরতি .... মা আহু অজউন।

(ফাতাওয়া শামী ১/২৮০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১০, আল বাহরুর রায়িক ১/৬৫)।

স্বামী অথবা স্ত্রীর উলঙ্গ শরীর দেখলে ওযু নষ্ট হবে না

ওযু অথবা গোসলের পর স্ত্রী যদি স্বামীর লজ্জাস্থান দেখে নেয়, কিংবা স্বামী যদি স্ত্রীর লজ্জাস্থান দেখে নেয় তাহলে ওযু ভাঙবে না। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৮/১৪৮, ফাতাওয়া দারুল উলুম ১/১৩৫, বেহেশতী জেওর ১/৫৩)।

মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে ভিজে জাতীয় জিনিস বার হওয়া

কাপড় লজ্জাস্থানের ভিতরে রাখার ফলে যদি নাপাক ভিতরে থেকে যায় তাহলে ওযু নষ্ট হবে না, কিন্তু ওযু অবস্থায় কাপড় যদি একেবারে লজ্জাস্থানের ভিতরে রেখে দেয় তাহলে ওযু ভেঙে যাবে। আর যদি কিছু কাপড় ভিতরে এবং কিছু কাপড় বাইরে থাকে তাহলে ওযু ভাঙবে না। যতক্ষন পর্যন্ত ভিজে জাতীয় কোন জিনিস বাইরে না আসে। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৫/৭২)।

وَإِنْ غَابَتِ الْقُطْنَةُ ثُمَّ اَخْرَجَهَا اَوْ خَرَجَتْ هِيَ بِنَفْسِهَا....لَا يَنْتَقِضُ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইন গ-বাতিল কুত্ব নাতু সুম্মা আখরজাহা- আউ খরাজাত হিয়া বিনাফ সিহা .... লাইয়ানতা ক্বিযু।

(হালাবী কবিরী ১২৭, আল বাহরুর রায়িক ১/৬০, ফাতাওয়া শামী ১/৩৭৮)।

মাথা খোলা অবস্থায় মহিলাদের ওযু করা

মহিলাদের যতদুর সম্ভব মাথা না খুলে রাখার চেষ্টা করা, কিন্তু এমতাবস্থায় ওযু হয়ে যাবে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৯৪, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ৬৯, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/২৪৩)।

يُرَخَّصُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ الرَّأْسِ فِي مَنْزِلِهَا وَحْدَهَا.

উচ্চারণ ঃ- ইউ রক্ষাসু লিল মার আতি কাশ ফুর, র'সি ফী মানবিলিহা অহদাহা। (ফাতাওয়া শামী ২/৭৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫৮)।

লজ্জাস্থানে তুলো রাখা

যদি কেউ লজ্জাস্থানে তুলো রাখে এবং প্রসারের ফোটা দ্বারা সেটা ভিজে যায়, যদি ভিজের প্রভাব ভিতরেই থাকে তাহলে ওযু ভাঙবে না। আর যদি ভিজের প্রভাব বাইরে এসে যায় অথবা ভিজে তুলো বাইরে বার করে নেয় তাহলে ওযু ভেঙে যাবে । (কিতাবুল মাসাইল ১/১৫২, খাইরুল ফাতাওয়া ২/৬০)।

كَمَا يَنْقُضُ لَوْ حَشَا إِحْلِيْلُهُ بِقُطْنَةٍ وَابْتَلَّ الطَّرَفُ.... اِنْتَقَضَ وَإِلَّا لَا.

উচ্চারণ ঃ- কামা ইয়ানকুযু লাও হাশা ইহ্লীলুহু বিকুত্বনাতিন অব তাল্লাত ত্বরফু .... ইনতাকাযা অ ইল্লা লা।

(ফাতাওয়া শামী ১/২৮০-২৮১, বাদায়ে উস সানায়ে ১/১২৭, কাযী খান ১/৩৭)।

মহিলাদের ইস্তেনযার জন্য ঢিল ব্যবহার করা উচিত

ঢিল দ্বারা ইস্তেনযা করায় মহিলা এবং পুরুষ উভয়ের হুকুম সমান। তবে মহিলাদের জন্য উত্তম হল ঢিল সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে। (ফাতাওয়া দারুল উলুম ১/৩৭৫, আযীযুল ফাতাওয়া ১/১৯২, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ৬৩)।

قُلْتُ : بَلْ صَرَّحَ فِي الْغَرْنَوِيَّةِ بِأَنَّهَا تَفْعَلُ.. لَا اِسْتِبْرَاءً عَلَيْهَا.

উচ্চারণ ঃ- কুলতু বাল সর্রাহা ফিল গয্নাবিয়্যাতি বি আন্নাহা, তাফআলু .... লা ইসতিব রা-আ আলাইহা।

(শামী ১/৫৪৮, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৪৭, মাজমাউল আনহুর ১/৯৮)।

ওযু অবস্থায় বাচ্চাকে দুধ পান করানো

যদি কোন মহিলা ওযু করার পর বাচ্চাকে দুধ পান করায় তাহলে ওযু ভাঙবে না। কেননা ইহা থেকে কোন প্রকারের নাপাক বার হয় না। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪১, কিতাবুল মাসাইল ১/১৫২, ইমদাদুল আহকাম ১/৩৭৫)।

وَيَنْقُضُهُ خُرُوْجُ كُلِّ خَارِجٍ نَجِسٍ.... مِنَ الْمُتَوَضِّئِ الْحَيِّ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইয়ানকুযুহু খুরুজু কুল্লি খ-রিজিন নাজিসিন.... মিনাল মুতা অজ্জিয়িল হায়্যি।

(ফাতাওয়া শামী ১/২৬০, ফাতাওয়া কাযী খান ১/৩৬, বাদায়ে উস সানায়ে ১/১১৮)

বাচ্চার পায়খানা পরিষ্কার করলে ওযু ভাঙবে না

বাচ্চার পায়খানা পরিষ্কার করলে ওযু ভাঙবে না। ঐ ওযু দ্বারা নামায ইত্যাদি পড়া জায়েয। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৫/৭৪)

নিজের লজ্জাস্থানের সাথে অপরের লজ্জাস্থান মেলানো

যদি কোন মহিলা নিজের লজ্জাস্থান অপর কোন মহিলার লজ্জাস্থানের সাথে মেলায় তাহলে ওযু ভেঙে যাবে, চাই কিছু বার হোক কিংবা নাই হোক। সাথে সাথে এমন আচরণ করা গুণাহে কবীরা। (বেহেশতী জেওর ১/৭৪)।

وَمُبَاشَرَةٌ فَاحِشَةٌ بِتَمَاسِّ الْفَرْجَيْنِ وَلَوْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ....عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

উচ্চারণ ঃ- অ মুবা- শারাতুন ফা-হিশাতুন বিতামাস্সিল ফারজাইনি অ লাউ বাইনাল মারআ তাইনি .... আলান মু' তামাদি।

(ফাতাওয়া শামী ১/২৭৭, আল বাহরুর রায়িক ১/৮১, বাদায়ে উস সানায়ে ১/১৩০)।

ফাউন্ডেশান (ক্রীম) অবস্থায় ওযু করার হুকুম

প্রচলিত ফাউন্ডেশান (ক্রীম) ইত্যাদি তেলের মত হয়। ইহা ব্যবহার করলে সাধারণত শরীরের উপর পর্দা পড়ে না। সুতরাং এমতাবস্থায় ওযু করা জাইয; কিন্তু ইহা প্রথমে ভিজিয়ে নরম করে নিয়ে তারপর ধুতে হবে। তবে ক্রীম ইত্যাদি যদি নখ পালিশের মত পর্দা পড়ে যায়, তাহলে ওযু কিংবা গোসল করা জাইয হবে না। (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৫১১, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৯৪, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ৬৯)।

وَعَنْ خَلَفِ بْنِ أَيُّوْبٍ أَنَّهُ قَالَ يَنْبَغِي لِلْمُتَوَضِّئِ.... فِي الشِّتَاءِ.

উচ্চারণ ঃ- অ আন খলফিবনি আইয়্যুবিন আন্নাহু কুলা ইয়ামবাগি লিল মুতা অয়্যিরি....ফিশ শিতা-য়ি। (হিন্দিয়া ১/৯, বাদায়ে উস সানায়ে ১/৬৬, শামী ১/২৮৮)

সিজদা অবস্থায় ঘুমানো

মহিলারা যদি উরু (রান) পেটের সঙ্গে মিলিয়ে সিজদা করে, (যেটা তাদের জন্য উত্তম) এমতাবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লে ওযু ভেঙে যাবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/১৫৫)।

وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ الْهَيْئَةَ الْمَسْنُوْنَةَ فِيْ حَقِّ الرَّجُلِ لَا الْمَرْأَةِ.

উচ্চারণ ঃ- অ যা-হি রুহু আন্নাল মুরাদাল হাইয়াতাল মাসনুনাতা ফী হাক্কির রজুলি লাল মারআতি। (ফাতাওয়া শামী ১/২৭১)।

লজ্জাস্থানে আঙুল ঢুকিয়ে বার করে নিলে ওযুর হুকুম

লজ্জাস্থানে আঙুল ঢুকিয়ে বার করে নিলে ওযু ভেঙে যাবে। কেননা আঙুল বার করার সময় তার গায়ে নাপাক লেগে থাকবে, আর নাপাক বার হওয়া ওযু ভাঙার কারণ। তবে যদি আঙুল লজ্জাস্থানের একেবারে ভিতরের অংশে না যায় তাহলে ওযু ভাঙবে না। (আহসানুল ফাতাওয়া ২/২০)।

اَلْمَرْأَةُ أَدْخَلَتْ إِصْبَعَهَا فِي فَرْجِهَا يَنْتَقِضُ وَضُوْؤُهَا .... عَنِ الْبَلَّةِ.

উচ্চারণ ঃ- আল মারআতু আদ খলাত ইসবা আহা ফী ফারজিহা ইয়ানতাক্বিয়ু অযূউহা .... আলিন বাল্লাতি।

(ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ১/২৪০, ফাতাওয়া শামী ১/২৮১)।

মহিলাদের সামনের রাস্তা থেকে হাওয়া বার হওয়া

মহিলা অথবা পুরুষদের মুত্রদ্বার থেকে হাওয়া বার হলে ওযু ভাঙবে না। (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৬২৩, খাইরুল ফাতাওয়া ২/৪৯)।

اَلرِّيْحُ الْخَارِجُ مِنَ الذَّكَرِ وَفَرْجِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُمَا لَا تَنْقُضُ .... لَهَا الْوَضُوْءُ.

উচ্চারণ ঃ- আর রী হুল খা-রিজু মিনায যাকারি অ ফারযিল মারআতি ফাইন্নাহুমা লা তানকুযু .... লাহাল অযুউ।

(আল জাওহারাতুন নাইয়ারহ ১/৭, ফাতাওয়া শামী ১/২৩৬, হেদায়া ১/২৮)।

বড় বড় নখ অবস্থায় ওযু

কারোর নখ যদি এতো বড় হয় যে আঙুলের মাথা নখের মধ্যে ঢেঁকে যায়, তাহলে যতক্ষন পর্যন্ত আঙুলের মাথায় পানি পৌঁছাবে না ওযু হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ১/১৩৬)।

إِنَّ الظُّفْرَ إِذَا كَانَ طَوِيْلاً بِحَيْثُ يَسْتُرُ رَأْسَ الْأُنْمُلَةِ .... لَايَجِبُ.

উচ্চারণ ঃ- ইন্নায যফ্‌রা ইযা কা-না ত্বীলান বিহাইসু ইয়াসতুরু র'সাল আনমুলাতি .... লা ইয়াজিবু।

(মুহিতুল বুরহানী ১/১৬৩, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৬৩)।

ফরয গোসলের সময় খোপা খোলার হুকুম

যদি কোন মহিলার খোপা প্রথম থেকেই বাঁধা থাকে, তাহলে ফরয গোসলের সময় খোপা খোলা জরুরী নয়। বরং চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছালে যথেষ্ট হয়ে যাবে, তবে যদি প্রথম থেকেই চুল খোলা থাকে তাহলে সমস্ত চুল ধোয়া অপরিহার্য। যদি কিছু অংশ শুকনো থাকে তাহলে গোসল শুদ্ধ হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ১/১৬৪, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৫২৪, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪৪)।

وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَنْقُضَ ضَفَائِرَهَا فِي الْغُسْلِ .... ذَوَائِبِهَا.

উচ্চারণ ঃ- অ লাইসা আলাল মারআতি আন্ তানক্বযা যফা-ইরা হা ফিল গসলি .... যাওয়া ইবিহা। (হেদায়া ১/৩০, ফাতাওয়া শামী ১/২৮৬, ফাতাওয়া আলমগিরী ১/১৩)।

চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো জরুরী

খোপা বাধাঁ অবস্থায় যদি পানি পৌঁছানো সম্ভব না হয় তাহলে খোপা খুলে সমস্ত চুল ধোঁয়া ফরয। (আহসানুল ফাতাওয়া ২/৩৫, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/১০৮, ফাতাওয়া দারুল উলুম ১/১৫৩)।

وَكَفَى بَلْ أَصْلَ ضَفِيْرَتِهَا أَيْ شَعْرَ الْمَرْأَةِ .... هُوَالصَّحِيْحُ.

উচ্চারণ ঃ- অ কাফা-বাল আসলু যফীরাতিহা আই শা' রল মার আতি .... হঅস সহীহু। (ফাতাওয়া শামী ১/২৮৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩)।

সহবাসের পর নাবালিগার জন্য গোসলের হুকুম

সহবাসের কারণে নাবালিগা মহিলার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না, তবে গোসল করে নেওয়া উত্তম। (ফাতাওয়া দারুল উলুম ১/১৬৭, বেহেশতী জেওর ১/৭৫, দ্বীন কি বাতেঁ ২৩)।

وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ بَالِغاً وَالْمَرْأَةُ صَغِيْرَةً يُجَامِعُ .... وَلَا غُسْلَ عَلَيْهَا.

উচ্চারণ ঃ- অ লাউ কানার রজুলু বা- লিগান অল মার আতু সগীরাতান ইউজা- মিউ .... অলা-গসলা আলাইহা।

(ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৫, ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ১/২৮০, কাযী খান ১/৪৩)।

বাচ্চার কারণে মা তায়াম্মুম করতে পারবে কি না ?

অপবিত্রা মহিলা বারংবার গোসল করার কারণে যদি নিজের কিংবা বাচ্চার অসুস্থতার ভয় হয় তাহলে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নেবে, তারপর রৌদ্রের সময় অথবা গরম পানি দিয়ে গোসল করে ঐ নামাযগুলিকে দ্বিতীযবার পড়ে নেবে, তায়াম্মুম করার পর কুরআন শরীফ পড়াও চলবে। (দারুল উলুম ১/২৬১, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ৭৬, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/২৯২)।

চুলের গুছি পরা অবস্থায় ওযু এবং গোসলের হুকুম

প্রথমত চুলের গুছি পরা একেবারেই হারাম। তাসত্ত্বেও যদি কেউ পরে নেয় তাহলে গোসলের সময় চুলের গুছি খোলার প্রয়োজন নাই। তবে শর্ত হল মাসাহ করার সময় আসল চুলের উপর এক চতুর্থাংশ মাসাহ করতে হবে, নকল চুলের উপর মাসাহ করলে ওযু শুদ্ধ হবে না। (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৫৩৬, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৩৮)।

وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَنْقُضَ ضَفَائِرَ هَافِي الْغُسْلِ.... أُصُوْلَ الشَّعْرِ.

উচ্চারণ ঃ- অ লাইসা আলাল মারআতি আন তানকযা যফা-ইরাহা ফিল গসলি .... উসূলাশ শা'রি।

(হেদায়া ১/৩০, গুনিয়াতুল মুসতামলি ৪৭, ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ১/২৭৪)।

গোসলের সময় লজ্জাস্থানের বাইরের অংশ ধোয়া

গোসলের সময় মহিলাদের লজ্জাস্থানের বাইরের অংশটুকু ধুয়ে নিলে যথেষ্ট হয়ে যাবে, ভিতরের অংশ ধোয়ার প্রয়োজন নেই। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪৪, মাসাইলে গোসল ৯১)।

وَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ غَسْلُ فَرْجِهَا الْخَارِجِ فِى الْجَنَابَةِ .... وَالنِّفَاسِ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইয়াজিবু আলাল মার আতি গসলা ফার জিহাল খা-রিজি ফিল জানা-বাতি .... অন নিফা-সি।

(ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৪, ফাতাওয়া শামী ১/২৮৫, ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ১/২৭৫)।

নখ পালিশ ও লিপিস্টিক অবস্থায় ওযু-গোসলের বর্ণনা

নখ পালিশ লাগালে নখ পর্যন্ত পানি পৌঁছায় না। সুতরাং ওযু করার সময় নখ পালিশ তুলে ফেলা দরকার, অন্যথায় ওযু হবে না। এমনিভাবে লিপিস্টিকের যদি পর্দা জমে যায় তাহলে ওযু এবং গোসলের সময় তুলে দেওয়া দরকার, তা নাহলে ওযু-গোসল কিছুই হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ১/১৩৫, জাদীদ ফিকহী মাসাইল ১/৮৭, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৯৪)।

وَقِيْلَ إِنَّ صَلْبًا مَنِعَ .... مَعَ عَدَمِ الضَّرُوْرَةِ وَالْحَرَجِ.

উচ্চারণ ঃ- অ ক্বীলা ইন্না স্বলবান মুনিয়া.... মা' আদামিয যরু রতি অল হারাজি।

(ফাতাওয়া শামী ১/২৮৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৪)।

সহবাসের পর গোসলের হুকুম

সহবাস করার পর স্বামী-স্ত্রী দুজনের উপর গোসল করা ওয়াজিব। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/১২২, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/২৫৩)

وَالْمَعَانِى الْمُوْجِبَةِ لِلْغُسْلِ اِنْزَالُ الْمَنِيِّ .... حَالَةَ النَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ.

উচ্চারণ ঃ- অল মাআ-নিল মুজিবাতি লিল গসলি ইনযালুল মানি .... হালাতান্ নাউমি অল ইয়াক যাতি।

(হেদায়া ১/৩১, ফাতাওয়া কাযী খান ১/৪২)।

জ্বিন কোন মহিলার সাথে সহবাস করলে

যদি কোন মহিলা বলে জ্বিন স্বপ্নে আমার সঙ্গে সহবাস করে এবং তার দ্বারা সে তৃপ্তি পায়। যেমন স্বামীর সঙ্গে সহবাস করলে তৃপ্তি হয়। যদি এমতাবস্থায় মহিলার বীর্য বার হয় তাহলে গোসল করা ওয়াজিব হবে, আর বীর্য বার না হলে গোসল ওয়াজিব হবে না। তবে যদি জ্বিন কোন মানুষের রূপ ধরে আসে এবং পুরুষের মত মহিলার সাথে সহবাস করে তাহলে ঐ জ্বিনের লজ্জাস্থানের কাটা অংশ মহিলার লজ্জাস্থানে প্রবেশ করলে মহিলার উপর গোসল ওয়াজিব হয়ে যাবে। বীর্য বার হোক কিংবা নাই হোক, সকলের একই হুকুম। (মাসাইলে গোসল ৮৭)।

সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর গোসলের হুকুম

সন্তান ভূমিষ্ট হলে সঙ্গে সঙ্গে গোসল করা ওয়াজিব নয়, রক্ত আসা বন্ধ হয়ে গেলে গোসল করা ওয়াজিব হবে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/১২৪, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/২৫৩)।

মহিলারা অপবিত্রতার সময় গোসল করতে পারে

মহিলারা অপবিত্রতার সময় গোসল করতে পারে, ইহা শরীরকে ঠান্ডা করার জন্য। পবিত্রতা অর্জন করার জন্য নয়। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/১৩৬, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৩০৪)।

পুরুষ লিঙ্গের সামান্য অংশ স্ত্রী লিঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করলে

পুরুষ লিঙ্গের কাটা অংশের অর্ধেক কিংবা এক তৃতীয়াংশ মহিলাদের লজ্জাস্থানে প্রবেশ করলে মহিলাদের উপর গোসল ওয়াজিব হবে না। (ফাতাওয়া দারুল উলুম ১/১৬২, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/২৪৯)।

وَعِنْدَ إِيْلَاجِ حَشَفَةٍ هِيَ مَا فَوْقَ الْخِتَانِ .... لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمٌ

উচ্চারণ ঃ- অ ইনদা ইলা- জি হাশফাতি হিয়া মা ফাউকাল খিতা- নি..... লাম ইয়াতা আল্লাক বিহী হুকমুন। (শামী ১/২৯৮, হাশিয়া ত্বহতাবি আলা মারাকিল ফালাহ ৯৭)।

যে মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে সর্বদা কিছু বার হয়

যে সমস্ত মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে সব সময় কিছু না কিছু বার হয়, তাদের জন্য গোসল করা ওয়াজিব নয়, কিন্তু এমন জিনিস কাপড়ে লাগলে কাপড় নাপাক হয়ে যাবে। নামায পড়ার সময় কাপড় পরিবর্তন করে নিতে হবে। নামাযের সময় হয়ে গেল ওযু করবে এবং ঐ ওযু দ্বারা সময়ের মধ্যে মধ্যে ফরয, সুন্নত, নফল ইত্যাদি সব কিছু পড়তে পারে। সময় শেষ হয়ে গিয়ে অন্য নামাযের সময় শুরু হলে আবার নতুন করে ওযু করতে হবে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/১২৪, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৫/২২৩, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/২৫৫)।

وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَالرُّعَافِ الدَّائِمِ .... وَالنَّوَافِلِ.

উচ্চারণঃ- অল মুসতাহা-যাতু অ মান বিহী সালিসুল বাউলি অব রু আফিদ দা-য়িমি .... অন নাওয়া ফিলি। (হেদায়া ১/৬৭, হিন্দিয়া ১/৪১, আল বাহ্‌রুর রায়িক ১/৩৭৩)।

গোসলের পর মহিলার লজ্জাস্থান থেকে পুরুষের বীর্য বার হলে

স্বামী -স্ত্রী সহবাস করার পর স্ত্রী গোসল করেছে, তারপর স্ত্রীর লজ্জাস্থান থেকে পুরুষের বীর্য বার হয়েছে, তাহলে স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার গোসল করতে হবে না। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৮/১৫৭, বেহেশতী জেওর ১/৭৬, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৫৩৪)।

اَلْمَرْأَةُ إِذَا اغْتَسَلَتْ بَعْدَ مَا جَا مَعَهَا زَوْجُهَا .... دُوْنَ الْغُسْلِ.

উচ্চারণঃ-আল্‌মারআতু ইযাগ তাসালাত বা'দা মা জা-মাআহা যাওজাহা....দুনাল গসলি। (ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ১/২৮৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৪, হালাবী কবিরী ৪৬)।

গোসলের সময় মাথায় পানি দেওয়া ক্ষতিকর হলে

গোসলের সময় মাথা ধোয়া ফরয। যদি ঠান্ডা পানি ক্ষতিকর হয় তাহলে গরম পানি দিয়ে মাথা ধুয়ে নেবে। সমস্ত চুল ধোয়া জরুরী নয়, বরং চুলের গোড়া ভিজিয়ে নেওয়া যথেষ্ট। যদি কোন মুসলমান বিজ্ঞ ডাক্তার মাথায় পানি দিতে নিষেধ করেন কিংবা বারংবার পরীক্ষা করা আছে ঠান্ডা পানি মাথায় দিলে মাথার যন্ত্রনা হয়, তাহলে মাথা মাসাহ করে নেবে। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৫/৭৯)।

وَلَوْ ضَرَّهَا غَسْلُ رَأْسِهَا تَرَكَتْهُ، وَقِيْلَ تَمْسَحُهُ.

উচ্চারণ ঃ- অলাউ যর্‌রাহা গসলু রা'সিহা তারাকাত্‌হু অ কীলা তামসাহুহু।

(ফাতাওয়া শামী ১/২৮৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫, হাশিয়া ত্বহত্বাবি আলা মারাকিল ফালাহ ১০৩)।

নাপাক অবস্থায় দুধ পান করানো

নাপাক অবস্থায় মহিলারা বাচ্চাদেরকে দুধ পান করতে পারে। (কিতাবুল মাসাইল ১/১৬৯, আহসানুল ফতাওয়া ২/৩৬, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/২৫৭)।

মেহেন্দীর রং লেগে থাকা অবস্থায় গোসল

কিছু কিছু বয়স্ক মহিলারা মনে করেন নাপাক অবস্থায় মেহেন্দী লাগালে যতক্ষন পর্যন্ত মেহেন্দীর রং একেবারে দূর না হবে, ততক্ষন পর্যন্ত গোসল করলে পবিত্র হবে না। এটা একেবারেই ভুল ধারণা। গোসল হয়ে যাবে। গোসল শুদ্ধ হওয়ার জন্য মেহেন্দীর রং দূর করা শর্ত নয়। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/১১২, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ৭৯)।

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ.... كُلُّ ذٰلِكَ سَوَاءٌ يُجْزِيْهِمْ وَضُوْءُهُمْ.

উচ্চারণ ঃ- অ ফিল জা-মিইস সগীরি .... কুল্লু যা- লিকা সাওয়াউন ইউজ যীহিম অযূহুম।

(ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৪)।

কোন কারণে স্বামীকে সহবাসে বাঁধা দেওয়া

যদি কোন মহিলা গোসল করার কারণে অসুস্থ হয়ে যাবার ভয় থাকে, যেমন কান কিংবা মাথার ব্যাথা। যেটা গোসল করলে বাড়ে। এমতাবস্থায় ঐ মহিলার স্বামী যদি সহবাস করতে চায় তাহলে লক্ষ্য করা হবে যদি তাকে সহবাস না করতে দেওয়া হয় তাহলে সে কোন গুনায় লিপ্ত হয়ে যেতে পারে তাহলে স্ত্রী অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও স্বামীকে নিষেধ করতে পারবে না। (খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/২৯২)।

মাসিক অধ্যায়

মাসিক (MENSE) -এর সংজ্ঞা

সাবালিকা মহিলাদের বাচ্চাদানি থেকে সাধারণত প্রত্যেক মাসে (সর্বনিম্ন ৯বছর থেকে ৫৫বছর পর্যন্ত) লজ্জাস্থান থেকে যে রক্ত বার হয় তাকে মাসিক বলে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০১, ক্বমুসুল ফিকহ্ ৩/৩০৪, মাসাইলে মাস্তুরাত ২৮)।

فَالْحَيْضُ دَمٌ يَنْفُضُهُ رَحِمٌ بَالِغَةٌ لَا دَاءَ بِهَا ....عَلَى الْمُفْتَى بِهِ.

উচ্চারণ ঃ- ফাল হাইযু দামুন ইয়ান ফুযুহু রহমু বা-লিগাতিন লা-দা-আ বিহা....আলাল মুফতা বিহী। (হালাবী কবিরী ৪২, হিন্দিয়া ১/৩৬, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ১৩৮)।

মাসিকের সর্বনিম্ন সময়

মাসিক আসার সর্বনিম্ন সময় তিন দিন এবং তিন রাত। এর কম যে রক্ত আসবে সেটা মাসিক বলে গন্য হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০১, ক্বমুসুল ফিকহী ৩/৩০৪, বেহেশতী জেওর ২/৫৬)।

أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وَمَا نَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُوَ اِسْتِحَاضَةٌ.

উচ্চারণ ঃ- আকাল্লুল হাইযি সালা- সাতা আইয়ামিন অ লায়া-লীহা অমা নাকাসা মিন যা-লিকা ফাহুআ ইস্তি হাযাতুন।

(হেদায়া ১/৬০, ফাতাওয়া আল-অলিজিয়া ১/৫৭, নাসবুর রায়া ১/২৫১)।

মাসিকের সর্বউর্ধ্ব সময়

মাসিক হওয়ার সর্বউর্ধ্ব সময় দশ দিন এবং দশ রাত। এর বেশি যে রক্ত আসবে সেটা মাসিক বলে গন্য হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০২, ক্বমুসুল ফিকহ্ ৩/৩০৪, বেহেশতী জেওর ২/৫৬)।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَدْنَى الْحَيْضِ ثَلٰثَةٌ وَأَقْصَاهُ عَشَرَةٌ.

উচ্চারণ ঃ- আন্ আনাসিন ক্বলা আদনাল হাইযি সালাসাতুন অ আকসা হু আশারাতুন।

(এলাউস সুনান ১/৩৫২, ফাতহুল ক্বদীর ১/১৬৪, বাদায়ে উস সানায়ে ১/১৫৫)।

পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময়

দুই মাসিকের মাঝখানে পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময় ১৫দিন। এর কমে যে রক্ত আসবে সেটা মাসিক বলে ধর্তব্য হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০২, মাসাইলে মাস্তুরাত ৪০, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ৮২)।

وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ أَوِ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ .... إِجْمَاعاً.

উচ্চারণ ঃ- অ আকাল লুত তুহ্‌রি বাইনাল হাই যাতাইনি আবিন নিফা-সি অল হাইযি ইজমা আন।

(ফাতাওয়া শামী ১/৪৭৭, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ১৪০, হিন্দিয়া ১/৩৭)।

পবিত্রতার সর্বউর্ধ্ব সময়

দুই মাসিকের মাঝখানে অথবা মাসিক ওনেফাসের মাঝখানে পবিত্রতার সর্বউর্ধ্ব কোন সময় নির্ধারিত নাই। মহিলারা বহুদিন পবিত্র থাকতে পারে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০২, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ৮২, মাসাইলে মাস্তুরাত ৪০)।

وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ وَإِنِ اسْتَغْرَقَ الْعُمُرَ.

উচ্চারণ ঃ- অলা হাদ্দা লি আকসারিহী অইনিস তাগরকাল উমারু।

(হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ১৪০, শামী ১/৪৭৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৭)।

মাসিকের রক্তের রং

মাসিকের সময় কালো, লাল, হলুদ, সবুজ, ধূসর (মাটির রং), এর মধ্যে যে কোন রঙের রক্ত আসুক না কেন মাসিক বলে ধর্তব্য হবে। কেবল সাদা রং আসলে মাসিক বলে ধর্তব্য হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০২, বেহেশতী জেওর ২/৫৭, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৫৫৯)।

وَمِنْهَا أَنْ يَكُوْنَ عَلَىٰ لَوْنٍ مِّنَ الْأَلْوَانِ السِّتَّةِ .... وَالتُّرْبِيَّةُ.

উচ্চারণ ঃ- অ মিনহা আঁই ইয়াকূনা আলা লাউনিম মিনাল আলওয়ানিস্ সিত্তাতি .... অততার বিয়াতু। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৬, হেদায়া ১/৬৩, ফাতাওয়া শামী ১/৪৮২)।

মাসিকের সময় ব্যবহৃত কাপড়ের হুকুম

কাপড়ের যে অংশে নাপাক লাগবে তাকে ধুয়ে পরে নেবে, যেটা পাক আছে সেটা ব্যবহারে কোন অসুবিধা নেই। তবে যে কাপড়গুলি একেবারে ব্যবহার যোগ্য নয় সেগুলি পুঁতে দেবে, নতুবা পুড়িয়ে দেবে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/১৪১, ফাতাওয়া দারুল উলুম যাকারিয়া ১/৫২৪, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৩২১)।

وَيُدْفَنُ أَرْبَعَةٌ : اَلظُّفْرُ وَالشَّعْرُ وَخِرْقَةُ الْحَيْضِ وَالدَّمِ.

উচ্চারণ ঃ- খানিয়াতুন অ ইউদফানু আরবাআতুন আয় যুফরু অশ শা'রু অ খিরক্বতুল হাইযি অদ্ দামি। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫৮০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৮)।

অভ্যাসের বাইরে দশ দিনের মধ্যে রক্ত আসা

কোন মহিলার তিন, চার অথবা পাঁচ দিন মাসিক হত, কিন্তু কোন মাসে দু-চার দিন আরো বেশি রক্ত এসেছে। তবে সর্বমোট দশ দিনের কম হলে এসব মাসিক বলে গন্য হবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০৩, বেহেশতী জেওর ২/৫৮, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ৮৬)।

أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَجَاوَزِ الْأَكْثَرَ.... فَيَكُوْنُ حَيْضاً وَ نِفَاساً.

উচ্চারণ ঃ আম্মা ইযা লাম ইয়াতা জা অযাল আক্সারা .... ফায়াকুনু হাইযান অ নিফাসান।

(শামী ১/৪৭৭, বাদায়েউস সানায়ে ১/১৫৮, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ১৪১)।

অভ্যাসের বাইরে দশ দিনের থেকে বেশি রক্ত আসলে

কোন মহিলার মাসে তিন অথবা চার দিন রক্ত আসত, কিন্তু কোন মাসে দশ দিনের থেকে বেশি রক্ত এসেছে। তাহলে অভ্যস্ত দিন ছাড়া বাকি দিন গুলি মাসিক বলে গণ্য হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০৩, মাসাইলে মাস্তুরাত ৪৯, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৩০৮)।

أَمَّا الْمُعْتَادَةُ فَمَا زَادَ عَلَىٰ عَادَتِهَا.... يَكُوْنُ اِسْتِحَاضَةً.

উচ্চারণঃ- আম্মাল মু'তাদ্দাতু ফামা যা- দা আলা আ-দাতিহা .... ইয়াকুনু ইস্তেহাযাতুন।

(শামী ১/৪৭৭, বাদায়ে উস সানায়ে ১/১৫৮, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা ফালাহ ১৪১)।

প্রথম বারেই দশ দিনের থেকে বেশি রক্ত আসলে

কোন মহিলার প্রথম বারেই দশ দিনের থেকে বেশি রক্ত আসলে, প্রথম দশ দিন মাসিক বলে ধরে নেবে। বাকি দিন গুলি পবিত্রতার দিন বলে ধরা হবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০৩, মাসাইলে মাস্তুরাত ৪৯, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ৮৭)।

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُبْتَدِأَةَ إِذَا اسْتَمَرَّ دَمُهَا فَحَيْضُهَا .... عِشْرُوْنَ.

উচ্চারণ ঃ- অল হা-সিলু আন্নাল মুবতাদিয়াতা ইযাসতা মারাদামুহা ফাহাই যুহা.... ইশরুনা। (ফাতাওয়া শামী ১/৪৭৮, বাদায়ে উস সানয়ে ১/১৬১, হেদায়া ১/৬৭)।

কিছু কিছু দিন ছাড়া রক্ত আসলে

মাসিকের সর্বনিম্ন সময় অর্থাৎ তিন দিন রক্ত আসার পর ১৫দিন বন্ধ ছিল, আবার পুনরায় রক্ত এসেছে। এই দুই বার আসা রক্তকে নিজ নিজ সময়ে মাসিক ধরা হবে। আর যদি তিন দিনের কম রক্ত এসে ১৫ দিন অথবা তার বেশি বন্ধ হয়ে যায়, কিংবা রক্ত তো তিন দিন এসেছে, কিন্তু মাঝখানে ১৫দিনের কম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাহলে সমস্ত দিন রক্ত আসার হুকুমে গন্য হবে। তবে লক্ষ্য রাখা দরকার যদি মহিলার প্রথমবার মাসিক হয় তাহলে সে প্রথম ১০দিন মাসিক বলে গন্য করবে, বাকি দিন গুলি রোগ জনীত ঋতু। আর যে মহিলার সময় নির্ধারিত আছে সে নির্ধারিত সময়কে মাসিক বলে মনে করবে, বাকি রোগ জনীত ঋতু। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০৪; আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/১৩৪)।

ثُمَّ اِعْلَمْ أَنَّ الطُّهْرَ الْمُتَخَلِّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ .... قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ الْآخَر.

উচ্চারণ ঃ- সুম্মা এ'লাম আন্নাত তুহরাল মুতাখল্লালা বাইনাদ দামাইনি .... ক্বউলু আবি হানিফাতা আল আ-খর। (শামী ১/৪৮৩-৪৮৪, হিন্দিয়া ১/৩৬, শরহে বেকায়া ১/১১০)।

দশ দিনের পূর্বে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে

দশ দিনের কম মাসিক এসেছে এবং এমন সময় বন্ধ হয়েছে যে, তাড়াতাড়ি গোসল করে তাকবীরে তাহরীমা বলতে পারবে, তাহলে সেই ওয়াক্তের নামায তার উপর ফরয হয়ে যাবে। তবে যদি সময় এত সংক্ষেপ হয় যে তাড়াতাড়ি

গোসল করে তাকবীরে তাহরীমা বলতে পারবে না, তাহলে সেই ওয়াক্তের নামায ফরয হবে না। পরের ওয়াক্ত থেকে নামায পড়বে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০৬, মাসাইলে মাস্তুরাত ৫৭)।

فَإِذَا أَدْرَكَتْ مِنْ أَخِرِ الْوَقْتِ قَدْرَمَا يَسَعُ الْغُسْلَ .... فَيَجِبُ الْقَضَاءُ.

উচ্চারণ ঃ- ফা-ইযা আদ্‌রাকাত মিন আ-খিরিল অকতি ক্বদরা মা ইসাউল গসলা .... ফাইয়াজিবুল ক্বযা-য়ু। (ফাতাওয়া শামী ১/৪৯৩)।

দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর রক্ত বন্ধ হওয়া

দশদিন পূর্ণ হওয়ার পর কোন নামাযের একেবারে শেষ সময়ে রক্ত বন্ধ হয়েছে, যাতে শুধুমাত্র আল্লাহু আকবার বলতে পারবে, তাহলেও তার উপর সেই ওয়াক্তের নামায ফরয হয়ে যাবে। পরে কাযা আদায় করতে হবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০৬, মাসাইলে মাস্তুরাত ৫৮)।

وَلَوْ اِنْقَطَعَ لِعَشَرَةٍ، فَتَقْضِي الصَّلَاةَ إِنْ بَقِيَ قَدْرَ التَّحْرِيْمَةِ فَقَطْ.

উচ্চারণ ঃ- অলাউ ইনকাতাআ লিদুনি আকাল্লিহী তাতাওয্‌যা তুসল্লি কী আ- খিরিল অকতি .... এহতি য়াতান। (ফাতাওয়া শামী ১/৪৯৩)।

মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পুণরায় রক্ত আসলে

কোন মহিলার তিন দিন মাসিক হওয়ার অভ্যাস ছিল। তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে গোসল করবে এবং নামাযের সময় হলে নামায আদায় করবে। নামায না পড়লে কাযা আদায় করতে হবে, কিন্তু রক্ত পুণরায় আসার সম্ভব থাকলে স্বামী -স্ত্রী মিলন না করাই ভাল। (ফাতাওয়া রহীমিয়া ৪/৪৬)।

وَإِنْ اِنْقَطَعَ لِدُوْنِ أَقَلِّهِ تَتَوَضَّا تُصَلِّي فِي أَخِرِ الْوَقْتِ .... اِحْتِيَاطًا.

উচ্চারণ ঃ- অ ইন ইন্‌কৃতায়া লিদূনি আক্বাল্‌লিহি তাতা অয্‌যা তুস্বল্লী ফী আখিরিল অক্বতি .... এহ্‌তিয়া-তান। (ফাতাওয়া শামী ১/৪৯০)।

লজ্জাস্থানে তুলো, কাপড় (Pad) ইত্যাদি রাখার হুকুম

অবিবাহিতা মহিলাদের জন্য কেবলমাত্র মাসিক হওয়ার সময় লজ্জাস্থানে

তুলো, কাপড় ইত্যাদি রাখা মুস্তাহাব। বিবাহিতা মহিলাদের জন্য বিশেষ করে মাসিক হওয়ার সময় এবং অনান্য সময়ও তুলো, কাপড় ইত্যাদি রাখা মুস্তাহাব। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০৬, মাসাইলে মাস্তুরাত ৩৮, হাদিয়া খাওয়াতীন ১/২৪)।

أَنَّ اِتِّخَاذَ الْكُرْسُفِ لِلْبِكْرِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَيْضِ .... حَالَةِ الْحَيْضِ.

উচ্চারণ ঃ- আন্না ইত্তিখযাল কুরসুফি লিল বিকরি সুন্নাতুন ইনদাল হাইযি .... হা-লাতিল হাইযি।

(ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ১/৪৭৮; শরহে বেকায়া ১/১০৯, ফাতাওয়া শামী ১/৪৮৩)।

তুলো, কাপড় ইত্যাদি কোথায় রাখবে?

মহিলারা তুলো কাপড় ইত্যাদি লজ্জাস্থানের বাইরের অংশে রাখবে, ভিতরের অংশে রাখা মক্‌রুহ। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০৭)।

وَمَوْضِعُهُ مَوْضِعُ الْبَكَارَةِ، وَيُكْرَهُ فِي الْفَرْجِ الدَّاخِلِ.

উচ্চারণ ঃ- অ মাউযু উহু মাউযাউল বাকারাতি, অ ইউকরহু ফিল ফারজিদ দা-খিলি।

(শরহে বেকায়া ১/১১০, ফাতাওয়া শামী ১/৪৮৩, ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ১/৪৭৮)।

নয় বছর বয়সের আগে আসা রক্তের হুকুম

সর্বসম্মতি ক্রমে মহিলারা নয় বছর বয়সে সাবালিকা হয়। সুতরাং যদি নয় বছর বয়সের আগে রক্ত আসে তাহলে তাকে মাসিক বলে গন্য করা হবে না। বরং এটা রোগ জনীত ঋতু ধরে নেওয়া হবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১৯, মাসাইলে মাস্তুরাত ৩৩, দ্বীন কি বাতেঁ ৪৩)।

وَأَمَّا وَقْتُهُ فَوَقْتُهُ حِيْنَ تَبْلُغُ الْمَرْأَةُ تِسْعَ سِنِيْنَ فَصَاعِداً .... حَيْضاً.

উচ্চারণ ঃ- অ আম্মা অকতুহু ফাঅকতুহু হীনা তাবলুগুল মারআতু তিস আ সিনীনা ফাস্বা-য়িদান .... হাইযান।

(বাদায়ে উস সানায়ে ১/১৫৭, ফাতাওয়া সিরাজিয়া ৪৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৬)।

পঞ্চান্ন বছরের পর আসা রক্তের হুকুম

পঞ্চান্ন বছর পর মহিলাদের সাধারণত মাসিক হয় না। সুতরাং এই বয়সের পর যদি রক্ত আসে তাহলে রং দেখা হবে, যদি লাল কিংবা কালো হয় তাহলে

মাসিক ধরা হবে। অন্য রং হলে মাসিক ধরা হবে না। যদি কোন মহিলার অন্য রঙের রক্ত আসার অভ্যাস থাকে তাহলে ঐ রঙের রক্ত ও মাসিক বলে গন্য হবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১৯, মাসাইলে মাস্তুরাত ৩৩, দ্বীন কি বাতেঁ ৪৩)।

وَمَا رَأَتْهُ بَعْدَهَا أَيِ الْمُدَّةِ الْمَذْكُوْرَةِ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ .... يَكُوْنُ حَيْضاً.

উচ্চারণ ঃ- অমা র আতহু বা' দাহা আই আল মুদ্দাতিল মাযকূরাতি ফালাইসা বিহাইযিন .... ইয়াকুনু হাইযান। (ফাতাওয়া শামী ১/৫০৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৬)।

রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল করতে দেরী করা

মাসিক অথবা নেফাসের রক্ত সর্বউর্ধ্ব সময়ের আগে কোন নামাযের ওয়াক্তের শুরুতে যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে গোসল করতে তাড়াতাড়ি না করা, বরং উত্তম হল নামাযের শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা। যাতে করে দ্বিতীয় বার রক্ত আসার সম্ভব না থাকে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০৬, মাসাইলে মাস্তুরাত ৪৩, খাইরুল ফাতাওয়া ২/১৪৫)।

وَإِنْ اِنْقَطَعَ دَمُهَا فِيْمَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ .... فِي الْعَشَرَةِ.

উচ্চারণ ঃ- অইন ইনকতায়া দামুহা ফীমা দুনাল আশরাতি .... ফিল আশরাতি। (ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ১/৪৮২, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ১৪৬)।

ঔষধ দ্বারা মাসিক বন্ধ করা

ঔষধ দ্বারা যদি মাসিকের রক্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে যতক্ষন পর্যন্ত রক্ত না আসবে নিজেকে পবিত্র বলে মনে করবে, কিন্তু এমন করা যদি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয় তাহলে না করা দরকার। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১৬, আপকে মাসাইল ৩/১৪৮, ফাতাওয়া দারুল উলুম যাকারিয়া ১/৫২৮)।

لَايَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ حَيْضاً أَوْ تَسْتَعْجِلَ إِنْزَالَهُ .... وَاجِبَةٌ.

উচ্চারণ ঃ- লা ইয়াজুযু লিল মারআতি আন তামনাআ হাইযান আউ তাসতা' জিলা ইনযা-লুহু .... অ-জিবাতুন। (আল ফিকহু আলা মাযাহিবিল আরবায়া ১/১২৪)।

মাসিক শুরু হওয়ার পর ঔষধ দ্বারা বন্ধ করা

কোন মহিলার অভ্যাসানুযায়ী মাসিক আসা শুরু হয়েছে, মাঝখানে সে

ঔষধ খেয়ে মাসিক বন্ধ করে দিয়েছে। তাহলে কেবলমাত্র রক্ত বন্ধ হলে পবিত্র হবে না, বরং অভ্যাস পর্যন্ত সে নাপাক থাকবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১৫)।

وَإِنْ مَنَعَ بَعْدَ الظُّهُوْرِ أَوْلَا فَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ .... لَا تَزُوْلُ الْجَنَابَةُ.

উচ্চারণ ঃ- অইন মানা আ বা'দায যুহুরি আউয়ালান ফাল হাইযু অন্‌নিফা-সু .... লা তাযুলুল জানা-বাতু। (মানহালুল ওয়ারেদিন ৮১)।

মাসিক ও নেফাস অবস্থায় নামায এবং রোযার বিধান

মাসিক ও নেফাস অবস্থায় নামাযতো একেবারেই মাফ অর্থাৎ কাযা আদায় করতে হবে না, কিন্তু রোযা সেই সময় মাফ, পরে কাযা আদায় করতে হবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০৫; বেহেশতী জেওর ২/৫৯, মাসাইলে মাস্তুরাত ৪৪)।

يَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ وَيَقْضِيْ هُوَلَا هِيَ أَيْ يَقْضِى الصَوْمَ لَا الصَّلَاةَ.

উচ্চারণ ঃ- ইয়ামনাউস স্বলা-তু অস সউমু অ ইয়াকযী হুয়া লা হিয়া আই ইয়াক যিস সউমা লাস স্বলা-তা।

(শরহে বেকায়া ১/১১৪, বুখারী শরীফ ১/৪৪, হাদীস নং ৩২০, তাতার খানিয়া ১/৪৭৮)।

মাসিক অবস্থায় সিজদার আয়াত পড়লে

মাসিক কিংবা নেফাস অবস্থায় সিজদার আয়াত পড়লে বা শুনলে সিজদা ওয়াজিব হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০৮, মাসাইলে মাস্তুরাত ১২৬, হাদিয়া খাওয়াতীন ১/৫৩)।

لَاتَجِبُ عَلىٰ كَافِرٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُوْنٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءِ، قَرَؤُا أَوْ سَمِعُوْا.

উচ্চারণ ঃ- লা তাজিবু আলা কা-ফিরিন অ সবিয়্যিন অ মাজনুনিন অ হায়িযিন অনুফাসা-য়ি ক্বরাঊ আউ সামিউ।

(আল বাহরুর রায়িক ১/২১১, ফাতাওয়া শামী ২/৫৮১, বাদায়ে উস সানায়ে ১/৪৪০)।

মাসিকার কাছ থেকে সিজদার আয়াত শুনলে

মাসিক অবস্থায় কোন মহিলা সিজদার আয়াত পড়লে শ্রোতার উপর সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০৮, মাসাইলে মাস্তুরাত ১২৬)

وَتَجِبُ بِتِلَاوَتِهِمْ يَعْنِي الْمَذْكُوْرِيْنَ خَلَا الْمَجْنُوْنِ الْمُطْبَقِ.

উচ্চারণ ঃ- অ তাজিবু বিতিলা- অতিহিম ইয়ানী আল মায কুরীনা খিলাল মাজনূনিল মুতবাকি। (ফাতাওয়া শামী ২/৫৮১, ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ২/৪৬৬)।

মাসিক ও নেফাস অবস্থায় কুরআন শরীফ পড়া

মাসিক এবং নেফাস অবস্থায় ইচ্ছাকৃত ভাবে মুখে উচ্চারণ করে কুরআন শরীফ পড়া নিষেধ। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০৯, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/১৪৩, আহসানুল ফাতাওয়া ২/৬৭)।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْآنِ.

উচ্চারণ ঃ- আন ইবনি উমারা আনিন নাবিয়্যি (সাঃ) লা তাকরাউল হা-য়িযু অলাল যুনুবু শাইয়াম মিনাল কুরআনি।

(তিরমিযী শরীফ ১/৩৪, হেদায়া ১/৫৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৮)।

মাসিক ও নেফাস অবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ করা

মাসিক এবং নেফাস অবস্থায় কুরআন শরীফ বিনা গ্লাফে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০৯, রশীদিয়া ৫৯৯, কিফায়াতুল মুফতী ২/২৫৩)।

وَيَمْنَعُ إِلَى قَوْلِهِ .... إِلَّا بِغِلَافِهِ الْمُنْفَصِلِ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইয়ামনায়ু ইলা ক্বাউলিহী .... ইল্লা বিগিলা ফিহিল মুনফাসিলি।

(ফাতাওয়া শামী ১/৪৮৮, ফাতহুল ক্বদীর ১/১৭২, তাবীনুল হাকায়িক ১/১৬৫)।

মাসিক অবস্থায় মাসনুন দুআ ইত্যাদি পড়া

মাসিক অবস্থায় সব রকমের দুআ ইত্যাদি পড়া জাইয। যদিও তাহা কুরআন কিংবা হাদীসে বর্ণিত থাকুক না কেন। এই অবস্থায় যিকির করা, দুআ কুনুত পড়াও জাইয। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১০, ফাতাওয়া রশীদিয়া ৫৯৭, ফাতাওয়া উসমানী ১/৩১১)।

وَلَا بَأْسَ لِحَائِضٍ وَجُنُبٍ بِقِرَائَةِ .... وَذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَتَسْبِيْحٍ.

উচ্চারণ ঃ- অ লা বা'সা লি হা-য়িযিন অজুনুবিন বিক্বিরাআতি....অ যিকরিল্লাহি তা আলা অ তাসবীহিন। (ফাতাওয়া শামী ১/৪৮৮)।

মাসিক ও নেফাস অবস্থায় কুরআন শরীফ দেখা

মাসিক এবং নেফাস অবস্থায় হাত লাগানো এবং জবান দ্বারা পড়া ছাড়া কুরআন শরীফ দেখা জাইয। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১১, মাসাইলে মাত্তুরাত ১০৮, হাদিয়া খাওয়াতীন ১/৫৪)।

وَلَا يُكْرَهُ النَّظْرُ إِلَيْهِ أَيِ الْقُرْأنِ لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ.... لَا تَحِلُّ الْعَيْنُ.

উচ্চারণ ঃ- অলা ইউকরাহুন নাযরু ইলাইহি আয়িল কুরআনি লি জুনুবিন অ হা-য়িযিন .... লা তাহিল্লুল আইনু।

(ফাতাওয়া শামী ১/৩১৬, ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ১/৪৮১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৯)।

কুরআন শরীফের আয়াত লেখা কাঠ স্পর্শ করা

মাসিক অবস্থায় মহিলারা কুরআন শরীফের আয়াত লেখা কাঠ, লকেট, পিলেট ইত্যাদির ধারে ধরতে পারে, কিন্তু লেখা জায়গায় হাত দেওয়ার অনুমতি নেই। উত্তম হল ধারেও কাপড় দ্বারা ধরা। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১১, বেহেশতী জেওর ২/৬৩, হাদিয়া খাওয়াতীন ১/৫৫)।

وَمَسُّهُ أَيِ الْقُرْأنَ وَلَوْ فِي لَوْحٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ .... مِنْ مَسِّ الْمَكْتُوْبِ.

উচ্চারণ ঃ- অ মাস্যুহু আয়িল কুরআনা অলাউ ফী লাউহীন আউ দিরহামিন আউ....মিন মাস্সিল মাকতূবি।

(ফাতাওয়া শামী ১/৪৮৮, ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ১/৪৭৯, তাবীনুল হাকায়িক ১/১৬৬)।

মাসিক অবস্থায় কুরআন শরীফ কম্পোজিং (composing)

মাসিক অবস্থায় কুরআন শরীফ টাইপ মেশিনে টাইপ করা কিংবা কমপিউটারে কম্পোজ করা মক্রুহ। এসমস্ত কাজ গুলি পবিত্র অবস্থায় করা দরকার। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১০, জাদীদ ফিকহী মাসাইল ১/১০২)।

وَلَا بَأْسَ لَهَا بِكِتَابَةِ الْقُرْآنِ.... أَحَبُّ إِلَىٰ أَنْ لَا تَكْتُبَ.

উচ্চারণ ঃ- অলা বা'সা লাহা বিকিতাবাতিল কুরআনি .... আহাব্বু ইলা আন লা তাকতুবা।

(ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ১/৪৮০, তাবীনুল হাকায়িক ১/১৬৭)।

মাসিক অবস্থায় কুরআনের শিক্ষিকা কিভাবে পড়াবেন ?

যে সমস্ত মহিলারা কুরআন শরীফ পড়ান, তাঁরা মাসিক অবস্থায় একসঙ্গে পুরো আয়াত পড়াবেন না। বরং এক একটা শব্দ আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করবেন। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০৯, বেহেশতী জেওর ২/৬৩, আহসানুল ফাতাওয়া ২/৬৭)।

وَإِذَا حَاضَتِ الْمُعَلِّمَةُ فَيَنْبَغِي لَهَا .... وَلَا يُكْرَهُ لَهَا التَّهَجِّي بِالْقُرْآنِ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইযা হা-যা তিল মুয়াল্লিমাতু ফাইয়ামবাগী লাহা .... অলা ইউকরাহু লাহাত তাহাজ্জিয়ু বিল কুর আনি।

(ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ১/৪৮০, হিন্দিয়া ১/৩৮, ফাতাওয়া আল অলিজিয়া ১/৫৭)।

মাসিক অবস্থায় দ্বীনি কিতাব পড়া এবং পড়ানো

মাসিক অবস্থায় দ্বীনি কিতাব পড়া এবং পড়ানো জাইয, কিন্তু যেখানে কুরআন শরীফের আয়াত লেখা আছে সেখানে হাত দেওয়া এবং ঐ আয়াত উচ্চারণ করে পড়া না-জাইয। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১০ , ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৫৬১, মাসাইলে মাস্তুরাত ১২৪)।

وَفِي السِّرَاجِ عَنِ الْإِيْضَاحِ : أَنَّ كُتُبَ التَّفْسِيْرِ لَا يَجُوْزُ.... مِنَ الْقُرْآنِ.

উচ্চারণ ঃ- অ ফিস সিরাজি আনিল ইযাহি, আন্না কুতুবাত তাফসীরি লা ইয়া জুযু .... মিনাল কুর আনি। (ফাতহুল ক্বদীর ১/১৭৩)।

মাসিক অবস্থায় মসজিদে যাওয়া

মাসিক অবস্থায় মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ। মসজিদ সংযুক্ত কামরা কিংবা মসজিদের বাইরের অংশে যেতে পারে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১১, বেহেশতী জেওর ২/৬২,হাদিয়া খাওয়াতীন ১/৫৩)।

وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ دُخُوْلَ مَسْجِدٍ...حُكْمُ النُّفَسَاءِ كَالْحَائِضِ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইয়াহরুম বিল হাইযি অন নিফা-সি দুখূলা মাসজিদিন .... হুকমুন নুফাসা-য়ি কাল হা-য়িযি।

(হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ১৪৪, ফাতাওয়া শামী ১/৪৮৬, হিন্দিয়া ১/৩৮)।

মাসিক অবস্থায় দ্বীনি মজলিসে যাওয়া

মাসিক অবস্থায় দ্বীনি মজলিসে যাওয়ার অনুমতি আছে, তবে যেন উহা মসজিদে না হয়। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১)।

عَن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ الخ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ .... وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ.

উচ্চারণ ঃ- আন উম্মে আতিয়্যাতা ক্ব-লাত ফাআম্মাল হাইযু ফাইয়াতাযিলনা .... অ দা'ওয়াতাল মুসলিমীন। (মুসলিম শরীফ ১/২৯১, ফাতহুল মুলহিম ৫/৪০০)।

মাসিক অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে ঘুমানো

মাসিকে অবস্থায় মহিলাদের হাঁটু এবং নাভীর মাঝখানের অংশ থেকে কোন রকম পর্দা ছাড়া ফায়েদা তোলা নিষিদ্ধ। কাপড় পরে কিংবা সতর ঢেঁকে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে ঘুমানো কোন অসুবিধা নেই। এমনিভাবে হাঁটুর নিচে এবং নাভীর উপরের অংশ থেকে ফায়েদা তোলা জাইয। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১২)।

وَيَمْنَعُ الخ وَقِرْبَانُ مَاتَحْتَ إِزَارٍ.... وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইয়ামনায়ু অ ক্বিরবা-নু মা তাহতা ইযারিন .... অলাউ বিলা শাহওয়াতিন। (ফাতাওয়া শামী ১/৪৮৬, ফাতহুল মুলহিম ৩/৭৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৯)।

মাসিক অবস্থায় আলাদা বিছানায় ঘুমানো

মাসিক এবং নেফাস অবস্থায় বিছানা আলাদা না করা দরকার। বরং নিয়মানুযায়ী একসঙ্গে ঘুমানো। এমতাবস্থায় বিছানা আলাদা করে দেওয়া ইহুদীদের কাজ, সুতরাং এমন কাজ থেকে বাঁচা দরকার। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১২)।

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْزِلَ عَنْ فِرَاشِهَا لِأَنَّ ذٰلِكَ يَشْبَهُ فِعْلَ الْيَهُوْدِ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইয়ামবাগী আঁই ইয়া'যালা আন ফিরা-শিহা লিআন্না যা-লিকা ইয়াশবাহু ফে'লাল ইয়াহুদ।

(শামী ১/৪৮৬, হাশিয়া ত্বহতাবি আলা মারাকিল ফালাহ ১৪৫, আল বাহরুর রায়িক ১/৩৪৫)।

মাসিক অবস্থায় রান্না করা

মাসিক এবং নেফাস অবস্থায় রান্না করা, আটা ছানা ইত্যাদি কাজ করা জাইয।

তারা কোন জিনিসে হাত লাগালে সে জিনিসটা নাপাক হয় না। তাদের হাতের রান্না খাওয়া ও জাইয। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১৪, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৬২৬, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/১৩৯)।

وَلَا يُكْرَهُ طَبْخُهَا وَلَا اسْتِعْمَالُ مَا مَسَّتْهُ مِنْ عَجِيْنٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ نَحْوِ هِمَا.

উচ্চারণ ঃ- অলা ইউকরাহু ত্বখ্হা অলাসতি মালু মা মাস্সাতহু মিন আজীনিন আউ মায়িন আউ নাহ বিহিমা।

(ফাতাওয়া শামী ১/৪৮৬, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ১৪৫)।

মাসিক অবস্থায় মেহেন্দী লাগানো

মাসিক এবং নেফাস অবস্থায় মেহেন্দী লাগানো জাইয। পরে এর রং বাকি থাকা সত্ত্বেও পবিত্র হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ করা হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১৪, আপকে মাসাইল ৩/১৪১, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৭১)।

بَلْ يَطْهُرُ مَا صَبَغَ أَوْ خَضَبَ بِنَجَسٍ بِغَسْلِهِ ثَلَاثًا.

উচ্চারণ ঃ- বার্ল ইয়াতহুরু মা স্বাগা আউ খযিবা বিনাজাসিন বিগসলিহি সালা-সান।

(ফাতাওয়া শামী ১/৫৩৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৯)।

মাসিক বন্ধ হওয়ার পর স্ত্রী সঙ্গম করা

যদি দশ দিনের পর মাসিকের রক্ত বন্ধ হয় তাহলে বিনা গোসলেই স্ত্রী সঙ্গম করা জাইয, কিন্তু উত্তম হল গোসল করার পর স্ত্রী সঙ্গম করা। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১৩, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৩০৩)।

وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.... حَتّٰى تَغْتَسِلَ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইযান ক্বতা আদ্ দামু লি আকসারিল হাইযি অন নিফা-সি.... হাত্তা তাগতাসিলা। (হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিউল ফালাহ ১৪৬, শামী ১/৪৮৯, সিরাজিয়া ৫০)।

দশ দিনের আগে রক্ত বন্ধ হওয়ার পর স্ত্রী সঙ্গম করা

দশ দিনের আগে অভ্যাসানুযায়ী যদি মাসিক বন্ধ হয়ে যায় , তাহলে মহিলা গোসল না করা পর্যন্ত স্ত্রী সঙ্গম জাইয হবে না। অথবা এক ওয়াক্ত নামাযের সময় তার উপর অপরিহার্য হয়ে যাবে। অর্থাৎ গোসল করে তাকবীরে তাহরীমা বলার

মত সময় থাকবে। ইহা ঐ সময় যখন কোন নামাযের সময় রক্ত বন্ধ হয়েছে। আর যদি সূর্যোদ্বয় থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত রক্ত বন্ধ হয় তাহলে ঐ মহিলার সঙ্গে গোসল বিনা স্ত্রী সঙ্গম ততক্ষন পর্যন্ত হালাল হবে না, যতক্ষন পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত না হয়ে যাবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১৩, আহসানুল ফাতাওয়া ২/৬৯, বেহেশতী জেওর ২/৫৯)।

اِعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَائِضِ لِأَقَلَّ مِّنْ عَشَرَةٍ.... وَقْتُ الصَّلَاةِ.

উচ্চারণ ঃ- ই' লাম আন্নাহু ইযান ক্বতায়া দ্বামুল হা-য়িযি-লি আকল্লি মিন .... আশারাতিন অক্বতুস স্বলা-তি। (শামী ১/৪৯১, ফাতাওয়া সিরাজিয়া ৫০, তাবীনুল হাকায়িক ১/১৬৮)।

মাসিক অবস্থায় আযান এবং সালামের উত্তর দেওয়া

মাসিক অবস্থায় মহিলারা আযানের উত্তর দেবে কিনা, সেই সম্পর্কে উলামাদের মতোবিরোধ রয়েছে। তবে বেশিরভাগ উলামার মত হল মাসিক অবস্থায় মহিলারা আযানের উত্তর দেবে না। কেননা উত্তর দেওয়ার অর্থ হল কাজ-কাম ছেড়ে নামাযের জায়গায় যাওয়া। আর এই অবস্থায় মহিলাদের নামায পড়া নিষেধ। তবে সালামের উত্তর দিতে পারে। (ফাতাওয়া দারুল উলুম যাকারিয়া ১/৫৩৯, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১/৩৩৫)।

وَيَجِيْبُ وُجُوْباً وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ نُدُباً .... لِإِمْكَانِ إِزَالَتِهِ سَرِيْعاً.

উচ্চারণ ঃ- অ ইয়াজীবু উজুবান অক্ব-লাল হালওয়্যানিয়্যু নুদুবান....লি ইমকা-নি ইযা-লাতিহী সারীয়ান। (শামী ২/৬৫, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ২০৩)।

বিনা তিলাওয়াতের নিয়্যাতে কুরআনের আয়াত পড়া

যদি তিলাওয়াত করার নিয়্যাত না হয় বরং আল্লাহর প্রশংসা, গুনকীর্তন, দুআ এবং যিকিরের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে কুরআন শরীফের আয়াত মাসিক অবস্থায় পড়া জাইয। ছোট আয়াত হোক কিংবা বড়। আর যদি প্রশংসা মূলক আয়াত না হয় যেমন সুরা লাহাব। তাহলে ছোট ছোট আয়াত পড়ার অনুমতি আছে, কিন্তু বড় আয়াত পড়া নিষিদ্ধ। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০৯, বেহেশতী জেওর ২/৬৩, মাসাইলে মাস্তুরাত ১১২)।

فَلَوْ قَرَأَتِ الْفَاتِحَةَ عَلَى وَجْهِ الدُّعَاءِ أَوْشَيْئًا مِنَ الْأَيَاتِ....لَا بَأْسَ بِهِ.

উচ্চারণ ঃ- ফালাউ ক্বরা আতিল ফা-তিহাতা আলা অজহিদ্ দু আ-য়ি আউ শাইয়ান মিনাল আয়া-তি....লা বা'স বিহী। (ফাতাওয়া শামী ১/৪৮৮, তাবীনুল হাকায়িক ১/১৬৫)।

মাসিক অবস্থায় তৌরাত, যবুর ও ইঞ্জিল পড়া

মাসিক অবস্থায় তৌরাত, যবুর ও ইঞ্জিল পড়া মক্রুহ। (হিন্দিয়া ১/৩৮)।

وَيُكْرَهُ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ قِرَاءَةُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالزَّبُوْرِ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইউকরাহু লিল হা-য়িযি অল জুনুবি ক্বিরাআ-তুত তাউরতি অল ইন্ জীলি অয্ যাবূরি। (ফাতাওয়া আলমগিরী ১/৩৮, আল বাহরুর রায়িক ১/৩৪৮)।

মাসিক অবস্থায় কুরআন শরীফ পরীক্ষার উত্তর লেখা

মাসিক অবস্থায় কুরআন শরীফ পরীক্ষায় আয়াতের মানে এবং ব্যাখ্যা লেখার অনুমতি আছে, কিন্তু হুবহু আয়াত লিখবে না। বরং আয়াতের হাওয়ালা (Reference) লিখে দেবে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/১৪৫)।

وَيُكْرَهُ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ أَنْ يَكْتُبَا الْكِتَابَ .... كَانَا يَقْرَأَنِ الْقُرْآنَ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইউকরাহু লিল জুনুবি অল হা-য়িযি আই ইয়াক তুবাল কিতা-বা কা-না ইয়াকরয়া নিল ক্বুরআ-নি। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৯)।

মাসিকের সময় কুরআন শরীফ কিভাবে মুখস্থ করবে?

মাসিক ও নেফাস অবস্থায় জবান দ্বারা কুরআন শরীফ পড়া না-জাইয। তবে যদি হিফজ ভুলে যাওয়ার ভয় হয় তাহলে মনে মনে পড়তে পারে। অপরের কাছ থেকে শুনতে পারে এবং কোন কাপড় দ্বারা পৃষ্ঠা উল্টাতে পারে। (খাওতায়ীন কে ফিকহী মাসাইল ৮৪, মাসাইলে গোসল ৯৪)।

অভ্যাসের আগে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে নামায এবং সহবাসের হুকুম

কোন মহিলার পাঁচ দিন মাসিক আসার অভ্যাস ছিল, কখনো চার দিন রক্ত এসে বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে তার জন্য সেই সময় গোসল করে নামায পড়ে

নেওয়া দরকার, কিন্তু যতক্ষন পর্যন্ত অভ্যাস পূর্ণ না হবে স্ত্রী সঙ্গম করার অনুমতি নেই। কেননা, পুণরায় রক্ত আসার সম্ভাবনা আছে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০৫, বেহেশতী জেওর ২/৬০, মাসাইলে মাস্তুরাত ৫৫)।

لَوْ اِنْقَطَعَ دَمُهَا دُوْنَ عَادَتِهَا يُكْرَهُ قِرْبَانُهَا .... تَصُوْمُ لِلْاِحْتِيَاطِ.

উচ্চারণ ঃ- লাউ ইন কতায়া দামুহা দূনা আ-দাতিহা ইউকরাহু ক্বিরবা-নুহা....তাসূমুলিল এহতিয়াতি। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৯, ফাতাওয়া শামী ১/৪৮৯)।

মাসিক এবং নেফাস অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম হারাম

মাসিক এবং নেফাস অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম একেবারেই হারাম। কুরআন শরীফে ইহার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। যারা এমন অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম হালাল মনে করে করেন কিছু কিছু উলামা তাদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১২, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৫/২০৬)।

وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ.

উচ্চারণ ঃ অলা তাকরাবুহুন্না হাত্তা ইয়াত হুরনা।

(সুরা বাকারাহ আয়াত নং -২২২, ইবনে কাসীর ১/৫২২, মানহালুল ওয়ারেদিন ১/১১৩)।

মাসিক অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করলে কাফ্ফারা

মাসিক অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী মেলামেশা করলে দুজনকেই খাঁটি মনে তওবা করা দরকার। যদি মহিলাকে মজবুর করে দেওয়া হয় তাহলে তার উপর কোন গুনাহ হবে না। পুরুষ তার গুনাহ মাফের জন্য যদি গাড়ো লাল রঙের রক্ত অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করে তাহলে এক দিনার চার মাশা (পঁচিশ মিলিগ্রাম সোনা অথবা তার মুল্য) আর হলুদ রং হলে অর্ধেক দিনার (দু গ্রাম ১২১ মিলিগ্রাম সোনা অথবা তার মুল্য) গরীবদেরকে সদকা করতে হবে, কিন্তু এই সদকা জরুরী নয় বরং তওবার পরে সদকা না করলে গুনাহগার হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১৩, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৫৬০, মাসাইলে গোসল ৮০)।

فَتَلْزَمُهُ التَّوْبَةُ : وَيُنْدَبُ تَصَدُّقُهُ بِدِيْنَارٍ.... بِنِصْفِ دِيْنَارٍ.

উচ্চারণ ঃ- ফাতালযামু হুত তাউবাতু, অ ইয়ান দুবু তাসদ্দুকুহু বিদীনা-রিন .... বিকিসফি দীনা-রিন।

(ফাতাওয়া শামী ১/৪৯৪, তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৫২১, তাবীনুল হাকায়িক ১/১৬৪)।

নামায অবস্থায় মাসিক হলে

ফরয নামায শুরু করার পর মাসিক হলে সেটা একেইবারেই মাফ হয়ে যাবে। পরে কাযা করতে হবে না, কিন্তু নফল নামায শুরু করার পর মাসিক হলে পরে সেটা কাযা করতে হবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২০৫, মাসাইলে মাক্কুরাত ৪৫)।

وَلَوْ شَرِعَتْ تَطَوُّعاً فِيْهِمَا فَحَاضَتْ قَضَتْهُمَا ....دُوْنَ الصَّلَاةِ.

উচ্চারণ ঃ- অ লাউ শুরি আত তাতাউয়ু আন ফীহিমা ফাহা-যাত ক্বযাত হুমা .... দূনাস স্বলা-তি। (ফাতাওয়া শামী ১/৪৫৮, ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ২/৪৫১)।

মাসিক অবস্থায় একটি মুস্তাহাব আমল

মাসিক অবস্থায় মহিলাদের জন্য একটি মুস্তাহাব আমল হল, নামাযের সময় ওযু করে কোন পবিত্র জায়গায় বসে তসবীহ ইত্যাদি পড়ে নেবে। যাতে করে ইবাদাতের ধারাবাহিকতাটা বাকি থাকে এবং পবিত্র হওয়ার পর নামায পড়তে অন্তর না কাঁপে। (কিতাবুল মাসাইল ১/ ২০৬, বেহেশতী জেওর ২/৬৩, আগলাতুল আওয়াম ৪৮)।

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا ....عَادَةُ الْعِبَادَةِ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইয়াস্তা হাবু লিল মারআতিল হা-য়িযি ইযা দাখালা আলাইহা .... আ-দা তুল ইবা-দাতি। (ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ১/৪৭৮, ফাতাওয়া সিরাজিয়া ৫১)।

নেফাস অধ্যায়

নেফাসের সংজ্ঞা

সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর যে রক্ত বার হয় তাকে নেফাস বলে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১৫, আপকে মাসাইল ৩/১৩৮, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ৮১)।

وَالنِّفَاسُ وَهُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ.

উচ্চারণ ঃ- অন নিফা-সু-অ হু অদ দামুল খা-রিজু আকিবাল বিলা-দাতি।

(হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ১৪০, তাতার খানিয়া ১/৫৩৭, হালাবী কবিরী ৪২)।

নেফাসের সর্বনিম্ন সময়

নেফাসের সর্বনিম্ন কোন সময় নির্ধারিত নাই। অল্প কিছুক্ষন রক্ত এসেও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১৫, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৩১৫)।

وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ أَيِ النِّفَاسِ.

উচ্চারণ ঃ- অলা হাদ্দা লি আকাল্লিহী আইন নিফা-সি।

(হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ১৪০, তাতর খানিয়া ১/৫৩৭, শামী ১/৪৯৭)।

নেফাসের সর্বউর্ধ্ব সময়

নেফাসের সর্বউদ্ধ সময় চল্লিশ দিন। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১৫, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৩১৫)।

وَأَكْثَرُ مُدَّةِ النِّفَاسِ مِقْدَارُ بِأَرْبَعِيْنَ يَوْمًا عِنْدَنَا.

উচ্চারণ ঃ- অ আকসারু মুদ্দাতুন নিফা-সি মিক্বদার বি আর বায়ীনা ইয়াউ মান ইন্দানা।

(ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ১/৫৩৮, ফাতাওয়া শামী ১/৪৯৭, তিরমিযী শরীফ ১/৩৬)।

অপারেশান দ্বারা বাচ্চা হলে নেফাসের বর্ণনা

কোন মহিলার অপারেশন দ্বারা বাচ্চা হলে, মাতৃগর্ভ থেকে যদি রক্ত ক্ষরণ হয় তাহলে তাকে নেফাস বলা হবে। আর যদি মাতৃগর্ভ থেকে প্রশাবদার দ্বারা

রক্ত না আসে তাহলে তাকে নেফাস বলা হবে না, কিন্তু গোসল অবশ্যই করতে হবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১৬, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৭৮, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ৯২)।

فَلَوْ وَلَدَتْهُ مِنْ سُرَّتِهَا إِنْ سَالَ الدَّمُ مِنَ الرَّحِمِ .... جُرْحٌ.

উচ্চারণ ঃ- ফালাউ অলাদাত হু মিন সুর্রা তিহা ইন সা-লাদ দামু মিনার রহমি....জুর হুন। (ফাতাওয়া শামী ১/৪৯৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৭)।

সন্তান ভূমিষ্টের পর ধারাবাহিক ভাবে রক্ত আসা

সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর যদি ধারাবাহিক ভাবে রক্ত বার হয় ঃ-

(ক) মহিলা যদি মাসিক নেফাস এবং পবিত্রতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ থাকে তাহলে সেই অনুযায়ী আমল করবে। অর্থাৎ যতদিন নেফাস আসার সময় তাকে নেফাস বলে গন্য করবে এবং যতদিন পবিত্র ও মাসিক আসার সময় নির্ধারিত আছে তাকে পবিত্র এবং মাসিকের সময় বলে গন্য করবে।

(খ) যদি নেফাস এবং মাসিকের কোন সময় নির্ধারিত না থাকে, তাহলে প্রথম চল্লিশ দিন নেফাস তারপর কুড়ি দিন পবিত্র এবং পরের দশ দিন মাসিক বলে গন্য করবে ।

(গ) যদি নেফাসের সময় জানা থাকে হয়তো পনেরো দিন, কিন্তু মাসিক এবং পবিত্রতার দিন জানা নাই। তাহলে প্রথম পনেরো দিন নেফাস, কুড়ি দিন পবিত্র এবং দশ দিন মাসিক বলে গন্য করবে।

(ঘ) নেফাসের সময় জানা নাই, কিন্তু মাসিক এবং পবিত্রতার সময় জানা আছে তাহলে চল্লিশ দিন নেফাস এবং বাকি নির্ধারিত সময়ের উপর আমল করবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১৭, ফাতাওয়া দারুল উলুম যাকারিয়া ১/৫৩২)।

নেফাসের সময় যে রঙের রক্ত আসুক নেফাস হবে

নেফাসের সময় অর্থাৎ চল্লিশ দিনের মধ্যে মধ্যে যে কোন রঙের রক্ত আসুক না কেন নেফাস বলে গন্য হবে। আর মাঝখানে যে দিনগুলি খালি যাবে

সে গুলিও নেফাসের মধ্যে গন্য হবে। তবে যদি চল্লিশ দিনের বেশি রক্ত আসে তাহলে লক্ষ্য করা হবে, উক্ত মহিলার ইতিপূর্বে নেফাস আসার কোন সময় নির্ধারিত ছিল কি না? যদি নির্ধারিত থাকে তাহলে নির্ধারিত দিনগুলি ছাড়া বাকি দিন গুলি ইস্তেহাযা (অসুস্থতার রক্ত) বলে গন্য হবে। উদাহরণ স্বরূপ ৩০দিন রক্ত আসত, এখন ৫০দিন রক্ত এসেছে, তাহলে ৩০দিন নেফাস এবং বাকি ২০দিন ইস্তেহাযা বলে গন্য হবে। আর যদি প্রথম থেকে কোন সময় নির্ধারিত না থাকে তাহলে চল্লিশ দিন নেফাস এবং বাকি ১০দিন ইস্তেহাযা বলে গন্য হবে। (ইমদাদুল মুফতীয়ীন ২/২৪৫)।

কাটা কাটা অবস্থায় বাচ্চা হলে

বাচ্চার বেশির ভাগ অংশ যদি কাটা কাটা অবস্থায় বার হয়, তাহলে তারপর আসা রক্তকে নেফাস বলা হবে। আর যদি এক দুটো অঙ্গ কেটে বাইরে আসে এবং বেশির ভাগ অংশ ভিতরে থাকে তাহলে তারপর আসা রক্তকে রোগ জনীত ঋতু বলা হবে। এই অবস্থায় মহিলাদেরকে অবশ্যই নামায পড়তে হবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১৬, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ৯১, খাওয়াতীন কে লিয়ে শরয়ী আহকাম ৪৪)।

عَقْبُ وَلَدٍ أَوْ أَكْثَرِهِ .... بِصَلَاةٍ وَلَا تُؤَخِّرْ.

উচ্চারণ ঃ- আক্বু অলাদিন আও আক্সারিহি .... বিস্বলা-তিন অলা তুআখ্খার। (ফাতাওয়া শামী ১/৪৯৬, ফাতাওয়া আলমগিরি ১/৩৭)।

বাচ্চা নষ্ট করার পর আসা রক্তের হুকুম

যদি কোন মহিলার বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায় কিংবা নষ্ট করে দেয় তাহলে লক্ষ করা হবে চার মাস কিংবা তার থেকে বেশি সময়ের বাচ্চা নষ্ট করার পর যে রক্ত আসবে তাকে নেফাস বলা হবে। আর যদি চার মাসের কম হয় এবং রক্ত ধারাবাহিক ভাবে তিন দিন অথবা তার বেশি দশ দিনের মধ্যে মধ্যে আসে তাহলে তাকে মাসিক বলা হবে। অন্যথায় (অর্থাৎ যদি ধারাবাহিক ভাবে তিন দিন রক্ত আসেনি, তাহলে এই অবস্থায় আসা রক্ত) রোগ জনীত ঋতু হবে।

(কিতাবুল মাসাইল ১/২১৬, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ৯০, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৩১৬)।

وَالْمَرْئِيُّ حَيْضٌ إِنْ دَامَ ثَلَاثًا وَتَقَدَّمَهُ .... طُهْرٌ تَامٌّ..

উচ্চারণ ঃ- অল মারয়িয়ু হাইযুন ইন দা-মা সালা-সান আতাকাদ্দা মুহু .... তুহরুন তা-ম্মুন। (ফাতাওয়া শামী ১/৫০১, ফাতহুল ক্বদীর ১/১৮৭)।

সন্তান ভূমিষ্টের পর একেবারেই রক্ত না আসলে

যদি কোন মহিলার সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর একেবারেই রক্ত বার না হয়, তাহলে সন্তান হওয়ার পরেই গোসল করে নামায পড়তে শুরু করে দেবে। যদি গোসল করা ক্ষতিকর হয় এবং গরম পানি দিয়েও কাজ না চলে, তাহলে তায়াম্মুম করে নামায পড়বে। দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ক্ষমতা না থাকলে বসে বসে পড়বে, তা না হলে শুয়ে শুয়ে পড়বে।

(খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৩১৬, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ৭৯)।

অভ্যাসের আগে নেফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে

অভ্যাসের আগে নেফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে স্ত্রী সঙ্গম করার অনুমতি নেই। যতক্ষন পর্যন্ত অভ্যাস পূর্ণ না হবে, কিন্তু রক্ত বন্ধ হওয়ার পর এক ওয়াক্ত নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে নামায এবং রোযা আদায় করবে, অর্থাৎ যখনই পাক হবে গোসল করে নামায পড়বে। এমনকি চল্লিশ দিন পরে ও যদি রক্ত বন্ধ না হয় তাহলে নিজেকে পবিত্র মনে করে গোসল করে নামায পড়বে।

(ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৬৩২, আগলাতুল আওয়াম ৪৬)।

ইস্তেহাযা অধ্যায়

রোগ জনীত ঋতু (ইস্তেহাযা) -এর সংজ্ঞা

প্রবাহিত বাচ্চানির অসুস্থতার কারণে ধারাবাহিক ভাবে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাকে রোগ জনীত ঋতু (ইস্তেহাযা) বলে, তবে শর্ত হল সেটা মাসিক কিংবা নেফাস না যেন হয়। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১৭, আগলাতুল আওয়াম ৪৭, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৭৬)।

وَلِاسْتِحَاضَةُ دَمٌ نَقَصَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ زَادَ عَلَىٰ عَشَرَةٍ فِي الْحَيْضِ.

উচ্চারণ ঃ- অল ইস্তিহা-যাতু দামুন নাকাযা আন সালা-সাতি আইয়া-মিন আউ যা-দা আলা আশারাতিন ফিল হাইযি।

(হাশিয়া ত্বহ্তাবী আলা মারাকিল ফালাহ ১৪০, বাহরুর রায়িক ১/৩৮২, মাজমাউল আনহুর ১/৭৮)।

রোগ জনীত ঋতুর হুকুম

যে মহিলার রোগ জনীত ঋতু হয় সে ওযর প্রাপ্ত (মাযুর) ব্যক্তির মত। যে সময়ের রক্ত রোগ জনীত ঋতু বলে গন্য হবে, সেই সময়ে নামায ছাড়বে না। বরং প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে নতুনভাবে ওযু করে নামায পড়বে। ঐ ওযুতে ওয়াক্তের মধ্যে ফরয, ওয়াজিব সুন্নত, নফল, কাযা সর্ব প্রকারের নামায পড়তে পারবে। রোগ জনীত ঋতুর সময় স্ত্রী সঙ্গম করাও জাইয। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১৮, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ৭০)।

وَصَاحِبُ عُذْرٍ مَنْ بِهِ سَلِسُ بَوْلٍ لَا .... أَوِاسْتِحَاضَةٌ الخ.

উচ্চারণ ঃ- অ সা-হিবু উযরিন মান বিহী সালিসু বাউলিন আউ ইস্তিহা-যাতুন। (ফাতাওয়া শামী ১/৫০৪, আল বাহরুর রায়িক ১/৪২৮, হেদায়া ১/৬৭)।

ইস্তেহাযা মহিলা নিজের অভ্যাস ভুলে গেলে

কোন মহিলার ধারাবাহিক ভাবে রক্ত প্রবাহিত হয় অথচ তার মাসে কখন কতদিন মাসিক আসে এবং কতদিন পবিত্র থাকে তার জানা নেই, তাহলে ঃ-

(ক) যদি মাসিক এবং রোগ জনীত ঋতুর মধ্যে কোন নিদর্শন দ্বারা পার্থক্য

করতে পারে তাহলে সেই রকম ভাবে ইবাদাত করবে। অর্থাৎ মাসিকের সময় নামায, রোযা ছেড়ে দেবে, পরে গোসল করে বাকি দিন গুলিতে নামায, রোযা আদায় করবে।

(খ) যদি রক্তের মধ্যে পার্থক্য না করতে পারে তাহলে খুব ভাবনা চিন্তা করে যে দিকে মন যাবে তার উপর আমল করবে। অর্থাৎ মন যদি মাসিক হওয়ার দিকে ধাবিত হয় তাহলে নামায পড়বে না। আর যদি এই বিশ্বাস হয় যে এটা রোগ জনীত ঋতু তাহলে গোসল করে পবিত্র হয়ে নামায, রোযা আদায় করবে।

(গ) যদি এত বেশিই ভুলে যায় যে বুঝতেই পারছে না, এটা মাসিক না রোগ জনীত ঋতু? তাহলে এমন মহিলা যতদূর সম্ভব সংযতভাবে আমল করবে। যার ফলে .....

(১) প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করবে। কেননা হতে পারে এটা তার মাসিক বন্ধ হওয়ার সময়। আবার আগামী নামাযের জন্য গোসল করে প্রথমে অতিবাহিত ওয়াক্তের নামাযের কাযা করবে, তারপর ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করবে। এমনি প্রত্যেক নামাযের সময় করবে।

(২) নফল নামায এবং রোযা করবে না।

(৩) ফরয এবং ওয়াজিব নামাযে ছোট থেকে ছোট সুরা পড়বে।

(৪) কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করবে না।

(৫) কুরআন শরীফ স্পর্শ করবে না ।

(৬) সুন্নত এবং নফল তোয়াফ করবে না। তোয়াফে যিয়ারত করবে। কিন্তু দশ দিন পরে তা আবার কাযা করবে। এমনিভাবে তোয়াফে আদা করবে তবে পরে তা কাযা করতে হবে না।

(৭) মসজিদে প্রবেশ করবে না।

(৮) পুরো রমযানের রোযা রাখবে এবং রমযান মাসের পর ২০টা রোযার কাযা করবে।

(৯) এমতাবস্থায় স্বামী -স্ত্রী মিলন করবে না।

(১০) এমন মহিলা যদি তালাকের ইদ্দত পালন করতে চায় তাহলে ১৯মাস ৯দিন ২০ঘন্টা ইদ্দত পালন করবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২১৮, তাবীনুল হাকায়িক

গর্ভবতী অবস্থায় আসা রক্তের হুকুম

যদি কোন মহিলার গর্ভবতী অবস্থায় রক্ত বার হয় তাহলে সেটা মাসিক ধরা হবে না। বরং ওটা রোগ জনীত ঋতু ধরা হবে, অর্থাৎ নামায, রোযা সবকিছু আদায় করবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২২০, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ৮৫, খাওয়াতীন কে লিয়ে শরয়ী আহকাম ৪৪)।

وَمَا تَرَاهُ حَامِلٌ اِسْتِحَاضَةٌ.

উচ্চারণ ঃ- অ মা তারা-হু হা-মিলুন ইস্তিহা-যাতুন।

(ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ১/৪৭১, তবীনুল হাকায়িক ১/১৮৬, ফাতাওয়া শামী ১/৪৭৭)।

লিউকোরিয়া (LECUERAEA)-এর হুকুম

অসুস্থ অথবা দুর্বলতার কারণে সাদা রক্ত জাতীয় যে জিনিস বার হয় ইহা নাপাক। ইহা বার হলে ওযু ভেঙে যাবে এবং কাপড়ে লাগলে কাপড় নাপাক হয়ে যাবে। কোন মহিলার যদি এমন অসুখ হয় তাহলে সে ওযু করে নামায পড়বে, গোসল করার প্রয়োজন নেই। এই অসুখ যদি এতো বেড়ে যায় যে ফরয নামায পড়ার সময় না থাকে তাহলে সে মহিলা প্রতিবন্দীর হুকুমে হয়ে যাবে। অর্থাৎ পুরো নামাযের ওয়াক্তে একবার ওযু করবে। সাদা জাতীয় জিনিস এমন প্রতিবন্দী মহিলার জন্য নাপাক নয়। এই হুকুম ততক্ষন পর্যন্ত বাকি থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে কমপক্ষে একবার এমন সাদা জাতীয় বার হবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/২২০, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৭৬, ফাতাওয়া উসমানি ১/৩৬৫)।

সন্তান ভূমিষ্টের কতদিন পর স্বামী সহবাস করতে পারবে?

নেফাসের সর্বউর্ধ্ব সময় হল চল্লিশ দিন। যদি এই সময়ের মধ্যে প্রায় কমবেশি রক্ত আসে তাহলে মহিলার স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করতে পারবে না। চল্লিশ দিন পরে জাইয। আর যেহেতু নেফাসের সর্বনিম্ন কোন সময় নির্দ্ধারিত নাই, সেজন্য চল্লিশ দিনের আগে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে তাহলে গোসলের পর স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা জাইয। (খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ৮৫, ফাতাওয়া দারুল উলুম ১/২৮৯, আল বাহরুর রায়িক ১/৩৫২)।

নামায অধ্যায়

মহিলাদের জন্য আযান এবং ইকামাত মক্‌রুহ

কেবলমাত্র মহিলাদের নামাযের জন্য আযান এবং ইকামাত মক্‌রুহ। যদিও তারা জামাত আকারে নামায আদায় করে। এ রকম বহু মহিলা মাদ্‌রাসা ইত্যাদিতে হয়ে থাকে, এগুলি বর্জন করা দরকার। (কিতাবুল মাসাইল ১/২৪১, বেহেশতী জেওর ১১/২৫)।

وَلَا يُسَنُّ ذٰلِكَ فِيْمَا تُصَلِّيْهِ النِّسَاءِ .... بِنَفْيِ السُّنِّيَّةِ الْكَرَاهَةِ.

উচ্চারণ ঃ- অ লা ইয়াসুন্নু যা-লিকা ফীমা তাসলীহুন নিসা-য়ি .... বিনাফয়িস সুন্নিয়্যাতিল কারা-হাতি। (ফাতাওয়া শামী ২/৫৮, হিন্দিয়া ১/৫৩, ফাতাওয়া বায্‌যাযিয়া ৪/২৪)।

মহিলারাও আযানের উত্তর দেবে

মহিলাদেরকেও আযানের উত্তর দেওয়া দরকার। (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৬৭, বেহেশতী জেওর ১১/২৫, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৩১৭)।

عَنْ مَيْمُوْنَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ بَيْنَ .... ضِعْفَانِ يَا عُمَرَ!

উচ্চারণ ঃ- আন মাইমুনাতা আন্না রসূলাল্লাহি (সাঃ) ক্ব-মা বাইনা .... যি' ফানে ইয়া উমারা। (আত তারগীব অত তারহীব ১/১১৫)।

আযানের কত পরে মহিলারা নামায পড়বে

ফজরের নামায আওয়াল ওয়াক্তে পড়া উত্তম এবং অন্যান্য নামায মসজিদে জামাত হয়ে যাওয়ার পর পড়া উত্তম। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৫৩৭, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/২৫১)।

স্ত্রীর ইকামাত দেওয়া

স্বামী -স্ত্রী একসঙ্গে জামাত করে নামায পড়লেও স্ত্রীর ইকামত দেওয়া মক্‌রুহ। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৯/১৬৫, খাইরুল ফাতাওয়া ২/২২৭)।

لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ ضَعِيْفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ فِتْنَةٌ .... اَلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ.

উচ্চারণ ঃ- লি আন্নাহু আউরাতুন ঘয়ীফুল অলমু' তামাদু আয়াহু ফিতনাতুন .... আলে খুন সাল মুশকিলি।

(হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ১৯৯, ফাতাওয়া শামী ২/৪৮)।

মসজিদ সংলগ্ন ঘরে থেকে ইমামের ইকতেদা

মসজিদ সংলগ্ন ঘরে মহিলারা মসজিদের ইমামের ইকতেদা করে নামায পড়তে পারে। (ফাতাওয়া দারুল উলুম ৩/২০৯)।

وَالْحَائِلُ لَايَمْنَعُ الْإِقْتِدَاءُ إِنْ لَمْ يَشْتَبِهْ حَالَ إِمَامِهِ .... بِصَلَاتِهِ.

উচ্চারণ ঃ- অল্ হা-য়িলু লা ইয়াম্নায়ুল্ ইক্তিদায়ু ইন্লাম ইয়াশতাহি হা-লা ইমা মিহি .... বিস্বলাতিহি। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৩৩-৩৩৫)।

মহিলাদের জন্য আযানের অপেক্ষা জরুরী নয়

ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার পর মহিলাদের নামায পড়ে নেওয়া দরকার , আযানের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তবে যদি নামাযের সময় না জানা যায় তাহলে আযানের অপেক্ষা করবে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৫৩৫, কিতাবুল ফাতাওয়া ২/১২১, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/২৫০)।

كَانَ أَوْلَى لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّيْنَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ .... إِلَى الْجَمَاعَةِ.

উচ্চারণ ঃ- কা-না আউলা লিন্ নিসা-য়ি আঁই ইউ স্বল্লীনা ফী আউয়ালিল অক্তি .... ইলাল জামা-আতি। (ফাতাওয়া শামী ২/২৫)।

কত বছর বয়স থেকে মহিলাদের উপর নামায ফরয হয়?

সাবালিক হওয়ার সময় জানা গেলে মহিলাদের উপর নামায ফরয হয়ে যায়। অন্যথা ৯ বছর পূর্ণ হয়ে দশ বছরে পদার্পন করলে নামায ফরয হয়ে যাবে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৫৩৩, ক্বমুসুল ফিকহ্ ২/৩২৭, ইমদাদুল মুফতীয়ীন ২/৭৩৯)।

وَبِنْتٌ سِنُّهَا دُوْنَ تِسْعٍ لَيْسَتْ بِمُشْتَهَاةٍ بِهِ يُفْتَى.

উচ্চারণ ঃ- অ বিনতুন সিত্তুহা দুনা তিসয়িন লাইসাত বিমুশতাহা- তিন বিহী ইউফতা।
(ফাতাওয়া শামী ৪/১১৪, আল জাওহারতুন নাইয়ারহ ১/২৮৯, বিনায়া ১১/১১১)।

নামায পড়ার সময় মহিলাদের সতর

নামাযের সময় কিংবা অন্যান্য সময়ও মহিলাদের হাত পা এবং মুখমন্ডল ছাড়া সমস্ত অঙগ ঢেঁকে রাখা দরকার। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৫/৫৩৩, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৩৪৯, জাদীদ মোয়ামেলাত কে শরয়ী আহকাম ৩/৭৯)।

وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ .... لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইয়াসতুরু আউরাতুহু .... লাইসাত বি আউরা তিন অ হু অল আসাহু।
(হেদায়া ১/৯৩, ফাতাওয়া আলমগিরী ১/৫৮, হালাবী কবিরী ২১২)।

শাড়ি পরে নামায পড়া

শাড়ীর সঙ্গে যদি এমন কাপড় থাকে যা দ্বারা সমস্ত শরীর ঢেঁকে যায় তাহলে নামায হয়ে যাবে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৫৩৪, কিতাবুল ফাতাওয়া ২/২২৫, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২৪/৩৬৪)।

নামায পড়ার সময় পাতলা ওড়না ব্যবহার করা

ওড়না এতো বড় হওয়া দরকার যা দ্বারা মাথা, চুল, ঘাড় এবং বুক ভালোভাবে ঢেঁকে যায় এবং ওড়না এতটা মোটা হওয়া দরকার যা থেকে শরীরের অঙ্গ না দেখা যায়। (কিতাবুল ফাতাওয়া ২/২১৩)।

وَالثَّوْبُ الرَّقِيْقُ الَّذِيْ يَصِفُ مَا تَحْتَهُ لَا تَجُوْزُ الصَّلَاةُ فِيْهِ.

উচ্চারণ ঃ- অস সাউবুর রক্বীকুল্লাযী ইয়াসিফু মা তাহ্ তাহু মালা তাজুযুস স্বলা-তু ফীহি। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫৮, তাবীনুল হাকায়িক ১/২৫২)।

পাতলা কাপড় পরে নামায পড়া

এমন পাতলা কাপড় পরে নামায পড়া যা থেকে শরীরের অঙগ দেখা যায় নামায হবে না। নামাযের জন্য মোটা ওড়নার ব্যবস্থা করা দরকার। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৫৩৩, নামায মে খাওয়াতীন কি গাফলাতেঁ ২৪)।

وَفِي شَرْحِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ.... لَوْنِ الْبِشْرَةِ.

উচ্চারণ ঃ- অফী শারহী শামসিল আয়িম্মাতিস সারাখসী ইযা কা-নাস সাউবু .... লাউনাল বিশরাতি। (হালাবী কবিরী ২১৪, তাবীনুল হাকায়িক ১/২৫২)।

মাথা কিংবা কোন অঙ্গ খুলে রেখে নামায পড়া

মুখমন্ডল, দুই হাত কব্জি পর্যন্ত এবং দুই পা গাঁট পর্যন্ত ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাঁকা মহিলাদের নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। সুতরাং মাথা কিংবা কোন অঙ্গ খোলা থাকলে নামায হবে না। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৫৩৪, খাওয়াতীন কে লিয়ে শরয়ী আহকাম ৮৭, ফাতাওয়া দারুল উলুম যাকারিয়া ২/৩২১)।

وَبَدَنُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا.

উচ্চারণ ঃ- অ বাদানুল মারআতিল হুর্রাতি কুল্লুহা আউরাতুন ইল্লা অজহাহা অকাফ্ফাইহা অ ক্বদামাইহা। (হালাবী কবিরী ২১০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫৮, ফাতাওয়া সিরাজিয়া ৫৮)।

শাড়ী পরে বসে নামায পড়া

নফল নামায বসে পড়া জাইয, বিনা কারণে ফরয নামায বসে পড়লে নামায হবে না। কেননা ক্বিয়াম (দাঁড়ানো) করা নামাযের রুকুন, আর নিয়ম হল রুকুন না পাওয়া গেলে নামায হয় না। সুতরাং যে সমস্ত মহিলারা অসুবিধা ছাড়া বসে ফরয নামায পড়ে তাদের নামায হয় না। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৫৩৫, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৫/৫৪৫)।

وَمِنْهَا الْقِيَامُ فِي فَرْضٍ لِقَادِرٍ عَلَيْهِ.... مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ.

উচ্চারণ ঃ- অ মিনহাল ক্বিয়ামু ফী ফার্যিন লি ক্ব-দিরিন আলাইহি .... মাআল কুদরাতি আলাইহি। (ফাতাওয়া শামী ২/১৩১, হিন্দিয়া ১/১১২, গুনিয়াতুল মুসতামলি ২৬১)।

অন্তর্বাস ছাড়া শুধু শাড়ী পরে নামায পড়া

শরীয়তে সতরের যে হুকুম তা শাড়ী পরলেই হয়ে যায়, তবে শর্ত হল সঙ্গে যেন কাপড় থাকে। মহিলাদের মধ্যে এই যে ভুল ধারণা ছড়িয়ে গেছে অন্তর্বাস ছাড়া শুধু শাড়ী পরে নামায হয় না এটা একেবারেই ভুল ধারণা। (কিতাবুল

ফাতাওয়া ২/২২৭)।

নাইটি পরে নামায পড়া

নাইটি পরলে হাতের অধিকাংশ খোলা থাকে, যেটা নামাযে মহিলাদের জন্য সতর। এজন্য নাইটির সঙ্গে যদি এমন ওড়না কিংবা চাদর ব্যবহার করা হয় যা দ্বারা পরিপূর্ণ হাত ঢেঁকে যায় নামায হয়ে যাবে, অন্যথায় নামায হবে না। (কিতাবুল ফাতাওয়া ২/২২৭)।

وَلِلْحُرَّةِ جَمِيْعُ بَدَنِهَا خِلَا الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ.

উচ্চারণ ঃ- অ লিল হুরাতি জামীয়ু বাদা নিহা খিলাল অজহি অল কাফ.ফাইনি অল কদামাইনি। (ফাতাওয়া শামী ২/৭৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫৮)।

লজ্জাস্থানে ঔষধ রেখে নামায পড়া

অসুস্থতার কারণে মহিলারা লজ্জাস্থানে ঔষধ রাখে, এমতাবস্থায় নামায পড়া জাইয। কাযা করার অনুমতি নেই। (খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১০৯)।

সিনার উপর ওড়না রাখা এবং বাহু ঢাঁকা দরকার

মহিলাদের জন্য নামায পড়ার সময় সিনার উপর ওড়না রাখা এবং বাহুদ্বয় অবশ্যই ঢেঁকে রাখা দরকার। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৫৩৫)।

ওড়নার উপর সিজদা করা

নামায পড়ার সময় ওড়না যদি সিজদার জায়গায় পড়ে তাহলে তার উপর সিজদা করলে কোন অসুবিধা নেই, নামায হয়ে যাবে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৫৩৫, নাসরুল বারী ২/৪০৯)।

وَأَشَارَ بِالْكُوْرِ إِلَىٰ أَنَّ كُلَّ حَائِلٍ بَيْنَهُ .... عَلَىٰ مَكَانٍ طَاهِرٍ.

উচ্চারণ ঃ- অ আশা-রা বিল কূরি ইলা আন্না কুল্লা হা-য়িলিন বাইনাহু .... আলা মাকা-নিন ত্ব-হিরিন।

(আল বাহরুর রায়িক ১/৫৫৭, ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ২/১২৬, বুখারী শরীফ ১/৫৬)।

নামায অবস্থায় ওড়না থেকে চুল দেখা গেলে

আজকাল মহিলারা এমন পাতলা ওড়না ব্যবহার করে যা থেকে মাথার প্রায় সমস্ত চুল দেখা যায়, এমন ওড়না পরে নামায পড়লে নামায হবে না। (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/২২৭)।

بَدَنُ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا .... أَنَّهُ عَوْرَةٌ.

উচ্চারণ ঃ- বাদানুল হুর্রাতি আউরাতুন ইল্লা অজহাহা অ কাফ কাইহা আন্নাহু আউরাতুন। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫৮, গুনিয়াতুল মুসতামলি ২১২)।

নামাযের সময় বাচ্চা মায়ের মাথার কাপড় খুলে দিলে

নামায পড়ার সময় বাচ্চা যদি মায়ের মাথার কাপড় খুলে দেয় এবং তিনবার 'সুব্-হানাল্লাহ' বলার পরিমাণ খোলা থাকে তাহলে নামায হবে না, কিন্তু খুলে দেওয়ার সাথে সাথে যদি ঢেঁকে নেয় তাহলে নামায হয়ে যাবে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৫৩৪, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হাল ১/৩৫০)।

وَيَمْنَعُ حَتَّى انْعِقَادُهَا كَشْفُ رُبُعِ عُضْوٍ قَدْرَ .... ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইয়ামনায়ু হাত্তা ইনয়িকা-দুহা কাশফু রুবয়ি ওয্বিন .... ক্বদরা সালা-সি তাসবী হাতিন। (ফাতাওয়া শামী ২/৮১)।

খোপা বেঁধে নামায পড়া

মহিলাদের জন্য মাথায় খোপা বেঁধে নামায পড়া উত্তম। (তোহফাতুল আলমায়ী ২/২১০, নিযামুল ফাতাওয়া ৫/১৮৪, কিতাবুল ফাতাওয়া ১/৩৪৩)।

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ .... جَمِيعُ الشَّعْرِ.

উচ্চারণ ঃ- ক্বলাল ইরাকিয়ু, অ হু আ মুখতাস্সুন বিররিজা-লি দূনান নিসা-রি .... বাল জামীয়াশ শারি। (তোহফাতুল আহওয়াজি ২/৩২৬, এলাউস সুনান ৩/১১৪)।

নামাযের সময় বাচ্চা যদি কোলে বসে যায়

বাচ্চা যদি নিজে থেকে কোলে বসে যায় তাহলে নামায ভাঙবে না। এমনিভাবে বাচ্চা যদি কান্নার কিংবা পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে এবং সেখানে

কেউ তাকে হিফাযাত করার না থাকে এমতাবস্থায় বাচ্চাকে কোলে নিলে নামায ভাঙবে না। যদি এই সমস্ত শর্তগুলি না পাওয়া যায় বরং আদর করার জন্য কোলে তুলে নামায পড়ে তাহলে নামায মক্‌রুহ হবে। (হাক্কানিয়া ৩/২১০)।

صَلَّى وَهُوَ حَامِلٌ صَبِيًّا جَازَتْ صَلَاتُهُ .... فَلَا يُكْرَهُ.

উচ্চারণ ঃ- স্বল্লা অ হুঅ হা-মিলুন সবিয়্যান জা-যাত স্বলা তুহু .... ফালা ইউকরাহু। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১০৭)।

নামায অবস্থায় বাচ্চা মায়ের দুধ পান করে নিলে

কেবলমাত্র স্তনে মুখ দিলে নামায ভাঙবে না, তবে যদি দুধ বাইরে আসে তাহলে নামায ভেঙে যাবে। প্রকাশ থাকে যে, নামায অবস্থায় বাচ্চাকে দুধ পান করালে নামায ভেঙে যাবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/৩৭৪, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৫/১১৮, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২২/১২৫)।

مَصَّ ثَدْيَهَا ثَلَاثًا أَوْ مَرَّةً وَنَزَلَ لَبَنُهَا ....صَارَتْ مُرْضِعَةً.

উচ্চারণ ঃ- মাস্সা সাদীহা সালা-সান আউ মার্রাতান অ নাযালা লাবানুহা .... স্বরাত মুরবিয়ার্তান। (শামী ২/৩৯০, আল বাহরুর রায়িক ২/২৩১, তাতার খানিয়া ২/২৩৪)।

স্ত্রী, স্বামীর ইকতিদা করে নামায পড়তে পারবে কি না?

স্বামী-স্ত্রী দুজনে আলাদা আলাদা নামায পড়াও জাইয। আর যদি জামাত করে নামায পড়তে চায় তাহলে স্ত্রী, স্বামীর ইকতিদা করে নামায পড়তে পারে, কিন্তু পাশাপাশি দাঁড়াবে না, বরং স্ত্রী পিছনে দাঁড়াবে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৫৩৬, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২২/৮৯ ফাতাওয়া দারুল উলুম ৩/২০৫)।

وَذَكَرَ الْقُدُوْرِيُّ أَنَّهُ إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ جَمَعَ بِأَهْلِهِ فِيْ مَنْزِلِهِ.

উচ্চারণ ঃ- অ যাকারাল কুদূরিয়্যু আন্নাহু ইযা ফাতাত হুল জামা-আতু জামাআ বিআহলিহী ফী মানযিলিহী। (বাদায়ে উস সানায়ে ১/৩৮৫, ৩৯২, ফাতাওয়া শামী ২/৩০৭)।

মহিলাদের হাত বাঁধার স্থান

মহিলাদের জন্য সিনার উপরে হাত বাঁধা সুন্নত, কেননা এতে পর্দা বেশি

হয়। (কিতাবুল মাসাইল ১/৩১৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৪০, মাহমুদিয়া ৫/৫৮৩)।

وَضْعُ الْمَرْأَةِ يَدَيْهَا عَلٰى صَدْرِهَا مِنْ غَيْرِ تَحَلُّقٍ لِأَنَّهُ أَسْتُرُ لَهَا.

উচ্চারণ ঃ- অয্উল মার আতি ইয়াদাইহা আলা সদরিহা মিন গইরি তাহাল্লুকিন লিআন্নাহু আসতুরুন লাহা।

(হাশিয়া ত্বহতাবী আলা ফালাহ ২৫৯, বাদায়ে উস সানায়ে ১/৪৭০, হালাবী কবিরী ৩৮২)।

মেহেন্দী অবস্থায় নামায

মহিলারা সাধারণত ভাবে হাতে মেহেন্দী লাগায়, যার রং বহুদিন পর্যন্ত বাকি থাকে, এমতাবস্থায় নামায পড়া জাইয। (কিতাবুল ফাতাওয়া ২/২৪৯)।

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَابِنْتِ عُتْبَةَ قَالَتْ.... كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ.

উচ্চারণ ঃ- আন আ-য়িশাতা আন্না হিনদান বিন্তি উতবাতা ক্বা-লাত....কা আন্নাহুমা কাফ্ফা সাবুয়িন। (আবু দাউদ শরীফ ২/৫৭৪)।

পুরুষ ও মহিলাদের রুকুর মধ্যে পার্থক্য

পুরুষ এবং মহিলাদের রুকুর মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য আছে ঃ-

১) পুরুষরা রুকুতে মাথা, পিঠ এবং পাছা সোজা রাখবে কিন্তু মহিলারা এতটা ঝুকবে যাতে হাত হাঁটুতে পৌছে যায়, পিঠ সোজা করবে না। (২) পুরুষরা হাঁটুর উপর হাতের আঙুল খুলে রেখে হাঁটুকে মজবুত করে ধরবে, কিন্তু মহিলারা আঙুল মিলিয়ে হাঁটুর উপর হাত রাখবে হাতের উপর জোর দেবে না। পা ঝুঁকিয়ে রাখবে পুরুষদের মত একেবারে সোজা করবে না।

(৩) পুরুষরা নিজেদের বাহু কোঁক থেকে একেবারে আলাদা রাখবে এবং মহিলারা নিজেদের বাহু কোঁকের সঙ্গে মিলিয়ে যতটা সম্ভব জড়োসড়ো ভাবে রুকু করবে। (ফাতাওয়া রহীমিয়া ৫/৩৩৬, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৩৮৬ মরদ ও আউরাত কে নামায কে ফারক পর তাফসীলি জায়েযা ২৭৮)।

وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ .... وَلَا تُجَافِي عَضُدَيْهَا.

উচ্চারণ ঃ- ই ইয়া' তামিদু বিইয়াদাইহি আলা রুকবাতাইহি .... অলা তুজা-ফী আজু দাইহা। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৭৪, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ২৬৬)।

মহিলারা কিভাবে সিজদা আদায় করবে?

মহিলারা প্রথমে বসে পা দুটো ডান দিকে বার করে দেবে এবং সিজদা করার সময় নিজেদের শরীরের অঙ্গগুলোকে জড়োসড়ো করে নেবে, পুরুষদের মত শরীর খোলামেলা করে সিজদা করবে না। পুরুষদের মত মহিলাদের সিজদা করা মক্‌রুহ, তবে অসুবিধা থাকলে মক্‌রুহ হবে না। (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/১০২, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৩৬৫, ফাতাওয়া দারুল উলুম যাকারিয়া ২/১৩০)।

وَالْمَرْأَةُ تَنْخَفِضُ فَلَا تُبْدِي عَضُدَيْهَا .... وَتَفْرِشُ ذِرَاعَيْهَا.

উচ্চারণ ঃ- অল্ মারআতু তান খাফিযু ফালা তুবদী আযুদাইহা .... অ তাফরিশু যিরাআইহা।

(শামী ২/২১১, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ২৫৭, হালাবী কবিরী ৩২২)।

মহিলাদের উচ্চস্বরে নামায পড়া

কিছু কিছু ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের নিকট মহিলাদের আওয়াজও পর্দা। সুতরাং উচ্চস্বরে নামায পড়লে নামায হবে না। উত্তম হল উচ্চস্বরে নামায না পড়া বরং আস্তে আস্তে পড়া। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১১/৬৪, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১০০, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৩৪৭)।

وَلَا تَلْبِي جَهْراً لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ .... كَانَ مُتَّجِهاً.

উচ্চারণ ঃ-অ লা তালবী জাহরান লি আন্না সাওতাহা আউরাতুন .... কানা মুত্তাজিহান।

(ফাতাওয়া শামী ২/৭৯, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ১৯৯)।

মহিলাদের জামাত

কেবলমাত্র মহিলাদের নিজেদের মধ্যে জামাত করে নামায পড়া মক্‌রুহ তাহরীমি। অতএব মহিলাদের আলাদা আলাদা নামায পড়া দরকার। (কিতাবুল ফাতাওয়া ২/২৬৮, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/১৫২, বেহেশতী জেওর ২/২১)।

وَلَا يُخْفَى أَنَّ جَمَاعَتَهُنَّ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ .... وَحْدَهُنَّ مَكْرُوهَةٌ.

উচ্চারণ ঃ-অ লা ইউখফা আন্না জামা-আতাহুন্না ফী মাসজিদিল জামা আতি .... অহদাহুন্না মাকরু হাতুন। (এলাউস সুনান ২/২৪২, শামী ২/৩০৫, হিন্দিয়া ১/৮৫)।

মহিলাদের ইমামতি করা

মহিলারা পুরুষদের ইমামতি করতে পারবে না।

(১) কেবলমাত্র মহিলাদের ইমামতি করতে পারবে, কিন্তু ইহাও মক্‌রুহ তাহরীমি। (২) কোন মহিলা যদি মহিলাদের ইমামতি করে তাহলে লাইনের মাঝখানে দাঁড়াবে, পুরুষ ইমামদের মত আগে দাঁড়াবে না। (৩) মহিলাদের ইমামতি করা যে হাদিস দ্বারা প্রমান করা হয়েছে সেটা ঘরে ইমামতি করা সম্পর্কে, এজন্য মসজিদে শুধু মহিলাদের ইমামতি করা একেবারেই ঠিক নয়। (কিতাবুল ফাতাওয়া ২/৩০৫, ফাতাওয়া বাইয়িনাত ১/২৩৩)।

وَلَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ .... وَإِنْ فَعَلَتْ، قَامَتْ وَسْطَهُنَّ.

উচ্চারণ ঃ- অ লা তাউম্মুল মার আতুর রজুলা .... অ ইন ফা আলাত্ ক্বা-মাত অসতুহুন্না। (ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ২/২৫৭, এলাউস সুনান ৩/২৫০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৮৫)।

মসজিদে মহিলাদের নামায পড়া

মহিলাদের ঘরে নামায পড়া কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমানিত। পবিত্র কুরআন শরীফে وقرن فى بيوتكن মহিলাদেরকে ঘরে থাকার কথা বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে আছে পুরুষ ইমামদের পিছনে যদিও মহিলাদের নামায পড়া জাইয, কিন্তু মহিলাদের ঘরে নামায পড়া মসজিদে নামায পড়ার থেকে উত্তম। (কিতাবুল ফাতাওয়া ২/২৮৩, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ১২৩, ফাতাওয়া বাইয়িনাত ১/৩২১)।

وَالْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ لِظُهُوْرِ .... لِلصَّلَاةِ.

উচ্চারণ ঃ- অল ফাতাঅল ইয়াউমা আলাল কারাহাতি ফী কুল্লিস স্বলাওয়া-তি লিযুহূরি .... লিস স্বলা-তি। (ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ২/২৮, ফাতাওয়া শামী ২/৩০৭)।

লাইন অবস্থায় মহিলাদের একাকী নামায পড়া

লাইন অবস্থায় মহিলারা একা একা নামায পড়তে পারে। এতে কেউ রুকু, কেউ সিজদা এবং কেউ বসা অবস্থায় থাকবে। যেমন সুন্নত ও নফল নামায পড়ার সময় হয়। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৬/৪৭৭)।

وَصَلَاتُهُنَّ فُرَادٰى أَفْضَلُ.

উচ্চারণ ঃ- অ স্বলা-তুহুন্না ফুরা-দা আফযালু।

(ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৮৫, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১৪৭)।

গর্ভবতী মহিলারা কিভাবে নামায আদায় করবে?

গর্ভবতী অবস্থায় যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম হয় তাহলে বসে নামায পড়বে। রুকু সিজদা পরিপূর্ণ ভাবে আদায় না করতে পারলে যতদূর সম্ভব ঝুঁকে রুকু, সিজদা আদায় করবে। তবে কিন্তু রুকুর থেকে সিজদায় ঝোঁকার পরিমাণটা বেশি হতে হবে। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৩/১২১)।

وَإِنْ عَجِزَ عَنِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ .... أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوْعِ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইন আজিযা আনিল ক্বিয়া-মি অর রুকূয়ি অস সুজূদি....আখফাযু মিরা রুকূয়ি।

(হিন্দিয়া ১/১৩৬, কাযী খান ১/১৭৯, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ১৬৬)।

সন্তান ভূমিষ্টের সময় নামাযের ওয়াক্ত হলে

সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময় মাথা বাইরে এসে গেছে, এমতাবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত যদি শেষ হয়ে যাওয়ার ভয় হয় তাহলে ওযু করবে, তা না হলে আয়াম্মুম করবে এবং বাচ্চাকে হিফাজাত করে বসে রুকু, সিজদা না করতে পারলে ইশারার সাহায্য নামায আদায় করবে। নামায কাযা করার অনুমতি নেই। নামায কাযা করলে গুনাহগার হবে। এখন কথা হল বাচ্চা কিভাবে নিরাপত্তা থাকবে? সেজন্য বাচ্চাটা কোন হাড়ী অথবা কোন গর্তের দিকে করে দেবে, বাচ্চা নিরাপত্ত থাকবে এবং নামাযও পড়া হযে যাবে। (ফাতাওয়া রহীমিয়া ৬/১৯, বেহেশতী জেওর ২/৬৪, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাস ইল ১০১)।

وَإِذَا خَافَتِ الْقَابِلَةُ مَوْتَ الْوَلَدِ أَوْتَلِقَ عَضْوٌمِنْهُ.... مِنَ الْقَابِلَةِ.

উচ্চারণ ঃ- অ'ইযা খা-ফা তিল ক্বা-বিলাতু মাউতাল অলাদি আউ তালিকা আযবুন মিনহু .... মিনাল ক্বা-বিলাতি। (হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৩৭২)।

খোলামেলা জায়গায় মহিলাদের নামায পড়া

মহিলারা কোন জায়গায় ভ্রমণে গেলে সেখানে খোলামেলা জায়গায় নামায পড়তে পারে। তবে শর্ত হল হাত, পা এবং মুখ মন্ডল ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেঁকে রাখতে হবে। হাত-পায়ে মোজা পরে নামায পড়তে পারে। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৯/২৩৭, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ১২৬, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল)।

وَبَدَنُ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا.

উচ্চারণ ঃ- অ বাদানুল হুরাতি আউরাতুন ইল্লা অজহাহা অ কাফফা ইহা অ ক্বদামাইহা। (আল বাহরুর রায়িক ১/৪৬৮, হালাবী কবিরী ২১০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫৮)।

মুক্তাদিয়া একটি মহিলা হলে কোথায় দাঁড়াবে?

যদি মুক্তাদিয়া একটি মাত্র মহিলা হয় তাহলে একেবারে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। একজন পুরুষের মত সমান সমান দাঁড়াবে না। (কিতাবুল মাসাইল ১/৪০৩, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৪৩৪)।

أَمَّاالْوَاحِدَةُ فَتَتَأَخَّرُ.

উচ্চারণ ঃ- আম্মাল ওয়াহিদাতু ফাতাতা আখখারা।

(ফাতাওয়া শামী ২/৩০৭, ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ২/২৭৪)।

ঘরের ছাদে মহিলাদের নামায পড়া

ছাদে পর্দার ব্যবস্থা থাকলে নামায পড়া জাইয, কিন্তু মহিলাদের জন্য ঘরে নামায পড়া উত্তম। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৫৩৬, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ১২৬, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৩৫০)।

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلَاةُالْمَرْأَةِ ...فِيْ بَيْتِهَا.

উচ্চারণ ঃ- আন আব্দিল্লা হিবনি মাসউদিন আনিন নাবিয়্যি (সাঃ) ক্ব-লা স্বলাতুল মার আতি .... ফী বাইতিহা। (আবু দাউদ শরীফ ১/৮৪, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৩০৪)।

নামাযের সময় বাচ্চা মুসাল্লায় বসে গেলে

মহিলাদের সঙ্গে বেশিরভাগ সময় এমন হয়ে থাকে, যখন নামায আদায় করে তখন প্রায় বাচ্চারা মুসাল্লায় গিয়ে বসে যায়। যার ফলে সিজদা করতে

অসুবিধা হয়। এমন অবস্থা হলে কেউ যদি কাছে থাকে তাহলে সরিয়ে নেবে। আর যদি কেউ না থাকে তাহলে মহিলা নিজেই যত সম্ভব আস্তে করে বাচ্চাকে সরিয়ে দিয়ে নামায পড়ে নেবে। (নিযামুল ফাতাওয়া ৬/১৯০)।

বিয়ের পর বাপের বাড়ি আসলে কিভাবে নামায পড়বে?

বিয়ের পর কোন মহিলা বাপের বাড়ি আসলে এবং তার বাপের বাড়ি যদি স্বামীর বাড়ি থেকে ৪৮ মাইল অর্থাৎ ৮২ কিলোমিটার ২৯৬ মিটার দূরত্বে হয় এবং বাপের বাড়িতে ১৫ দিনের কম থাকার নিয়্যাত থাকে তাহলে বাপের বাড়িতে অর্ধেক (কসর) নামায পড়বে, অর্থাৎ চার রাকাআত নামাযগুলি দু'রাকআত পড়বে, কিন্তু ফজর এবং মাগরীবের নামায পুরো পড়বে। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৭/৫০১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৫৭৯, খাইরুল ফাতাওয়া ২/৬৬৮)।

মহিলারা শুক্রবার কোন্ আযানের পর যোহরের নামায পড়বে?

শুক্রবার দু-বার আযান হয়। মহিলারা যে কোন আযানের পর যোহরের নামায পড়তে পারে, কোন অসুবিধা নেই। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৩/৫৭, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৫৩৭)।

মহিলারা জুমার নামায কত রাকআত পড়বে?

মহিলারা যদি মসজিদে জামাতের সঙ্গে জুমার নামায পড়ে তাহলে পুরুষদের মত প্রথমে চার রাকআত সুন্নত, তারপর দু রাকআত ফরয, তারপর চার রাকআত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ পড়বে এবং শেষে দু রাকআত সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ পড়বে। মহিলাদের উপর যেহেতু জুমার নামায ফরয নয় সেহেতু অন্যান্য দিনের মত ঘরে যোহরের নামায পড়বে। এটাই তাদের জন্য উত্তম। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৫৩৮)।

وَقَبْلَ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا أَرْبَعٌ.

উচ্চারণঃ- অ ক্বলাল যুহরি অল জুমআতি অ বা'দাহা আরবাউন।(হিন্দিয়া ১/১১২)।

মহিলারা জুমা পড়লে যোহর আদায় হয়ে যাবে

মহিলাদের উপর জুমা ওয়াজিব নয়। তাসত্ত্বেও যদি ইমামের পিছনে পুরুষদের

সাথে পর্দার সঙ্গে জুমার নামায পড়ে নেয় তাহলে যোহ্‌রের নামায আদায় হয়ে যাবে। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৮/৩৭, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৫৪৬, খাওয়াতীন কে লিয়ে শরয়ী আহকাম ৮৫)।

وَلَاتَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا اِمْرَأَةٍ .... عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ.

উচ্চারণ ঃ- অ লা তাজিবুল জুমআতু আলা মুসাফিরিন্ অলা ইমরা আতিন .... আন ফারযিল অকতি।

(হেদায়া ১/১৬৯, আল বাহরুর রায়িক ২/২৬৬, বাদায়ে উস সানায়ে ১/৫৮২)।

মহিলারা কি ঘরে জুমার নামায পড়তে পারে?

জুমার নামাযের জন্য খুতবা এবং জামাত হওয়া শর্ত, আর এ দুটোই পুরুষদের সঙ্গে নির্দিষ্ট। সুতরাং কেবলমাত্র মহিলারা ঘরে জামাত করে জুমার নামায পড়তে পারবে না। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৫৩৭)।

وَأَمَّاالْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ الْعَاقِلُ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا .... فَفِي الْجُمُعَةِ أَوْلَى.

উচ্চারণ ঃ-অ আম্মাল মারআতু অস সবিয়্যুল আ-কিলু ফালা ইয়াসিহু মিন হুমা .... ফাফিল জুমআতি উলা। (বাদায়ে উস সানায়ে ১/৫৮৯)।

ঘরে মহিলাদের তারাবীর নামায জামাতের সঙ্গে পড়া

মহিলাদের জামাত করে নামায পড়া মক্‌রুহ তাহরীমি যদিও সেটা তারাবীহ হয়। অতএব না করা দরকার। (ফাতাওয়া দারুল উলুম ৩/৭১, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৬/২৩৩, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৬/৪৬৯)।

وَيُكْرَهُ تَحْرِيماً جَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَلَوْفِي التَّرَاوِيحِ فِي غَيْرِ صَلَاةِ جَنَازَةٍ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইউক্‌রাহু তাহ্‌রীমান জামাআতুন নিসা-য়ি-অ লাউ ফিত্ তারা-বীহ ফী গইরিস্বলা-তি জানা-যাতিন। (ফাতাওয়া শামী ২/৩০৫)।

তারাবীতে মহিলাদের ইমামতি করা

মহিলা ইমাম হয়ে মহিলাদেরকে তারাবীর নামায জামাতের সঙ্গে পড়ানো মক্‌রুহ তাহরীমি। এতে দুটো কারণে ফিতনা সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ দূর দূরান্ত থেকে মহিলাদের আগমন। দ্বিতীয়ত ঃ যে মহিলা নামায পড়াবে তার আওয়াজ। তবে

বাড়ির এবং আশেপাশের মহিলারা যদি এমন নিরাপত্তা ঘরে একত্রিত হয় যেখানে পর্দার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা আছে, আর দূর থেকে মহিলারা আসে না, যে মহিলা ইমামতি করবে তার আওয়াজ মহিলাদের পর্যন্ত সিমাবদ্ধ থাকবে কোন পর পুরুষের কানে যাবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) -এর বর্ণনা অনুযায়ী যে মহিলা অন্যান্য মহিলাদের ইমামত করবে সেও মহিলাদের লাইনের মাঝখানে দাঁড়াবে আগে দাঁড়াবে না।

كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَقُوْمُ وَسْطاً.

উচ্চারণ ঃ- কানাত তাউম্মুন নিসা-য়ু ফী শাহ্‌রি রমাযানা ফাতাকূমু অসতান।

উল্লেখিত শর্তগুলি পাওয়া গেলে মহিলাদের ইমামতি করার অনুমতি আছে। তাছাড়া হাফেজা মহিলাদের কুরআন শরীফ মুখস্থ রাখার পদ্ধতি হল নামাযের বাইরে প্রত্যেকদিন পিতামাতা, ভাইবোন, ছেলেমেয়ে ইত্যাদি কোন মাহ্‌রামকে কুরআন শরীফ শুনিয়ে দেবে। যতটা শোনাবে ততটা একাকী তারাবীর সময় কিংবা অন্যান্য নামাযে পড়ে নেবে। এতে নামাযের মধ্যে লম্বা ক্বিরাত করার অভ্যস্তও হয়ে যাবে এবং কোন রকমের ঝামেলার মধ্যেও পড়তে হবে না। (কিতাবুল ফাতাওয়া ২/৩৯৯, মাহমুদিয়া ১০/৮১, দারুল উলুম ৩/৩০১)।

وَكُرِهَ جَمَاعَةٌ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَلَا يَحْضُرْنَ الْجَمَاعَاتِ .... أَيْضاً مَكْرُوْهٌ.

উচ্চারণ ঃ- অ কুরিহা জামা-আতুন বি অ-হিদাতিন মিন হুন্না অল ইয়াহ যুরনাল জামা-আ-তি .... আইযান মকরু হুন।

(হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৩০৪, মাজমাউল আনহুর ১/১৬৪)।

মসজিদে মহিলাদের তারাবীহ ও কুরআন শ্রবন

উলামায়ে কিরামগণ বর্তমান পরিস্থিতির দিকে লক্ষ রেখে মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার থেকে নিষেধ করছেন। এটা কেবলমাত্র হানাফী মাযহাবের উলামাদের মন্তব্য নয়, বরং শাফী মাযহাবের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম নবীব (রহঃ) 'শরহে মুহায্‌যাব' এবং হানাবিলা মাযহাবের বিখ্যাত আলিম ইবনে কুদামা মাকদিসি নিজের বিখ্যাত কিতাব 'আলমুগনী' -এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, মসজিদে মহিলাদের কিংবা কোন ঘরে একত্রিত হওয়া তারাবীর উদ্দেশ্যে হোক কিংবা কুরআন শরীফ শোনার জন্যই হোক মক্‌রুহ। কেননা এতে ফিতনার আশঙ্কা

আছে। তাছাড়া মসজিদের মধ্যে কোন রকমের অঘটন ঘটলে ধর্ম এবং দ্বীনি মারকাযের বদনাম হবে। তাছাড়া ইবাদাতের আসল উদ্দেশ্য হল আল্লাহকে রাযি খুশি করা নিজ ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করা নয়।

সুতরাং শরীয়ত যখন মহিলাদেরকে ঘরে নামায পড়ার ব্যাপারে বেশি সওয়াব বর্ণনা করেছে সেখানে অন্য জায়গায় গিয়ে নামায পড়ার কি মানে হতে পারে? যদিও বেশ কিছু আহলে হাদীস ভায়েরা এখনও পর্যন্ত তাদের বাড়ির মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার জন্য জোর করে, এটা কোন বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের কাজ নয়। (কিতাবুল ফাতাওয়া২/৪১২, আহসানুল ফাতাওয়া ৬/৪৬৫, খাইরুল ফাতাওয়া ২/৫৪৮)।

مِنْ حَدِيثِ أُمِّ حُمَيْدِ السَّاعِدِيَّةِ أَنَّهَا جَائَتْ .... فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ.

উচ্চারণ ঃ- মিন হাদীসি উম্মি হুমাইদিস সা-য়িদিয়্যাতি আন্নাহা জা-আত ফী মাসজিদিল জামা-আতি। (ফাতহুল বারী ২/৪৪৫, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৩০৪)।

মহিলারাও তাকবীরে তাশরীক বলবে

জিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ ফজরের নামাযের পর থেকে ১৩ তারিখ আসরের নামায পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক বলা মহিলাদের জন্যও ওয়াজিব, কিন্তু মহিলারা একেবারে আস্তে আস্তে বলবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/৪৪৫, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/১৫৯, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ১১১)।

يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالْمُسَافِرِ وَالْمَرْأَةِ تَخَافَتُ بِالتَّكْبِيرِ.

উচ্চারণ ঃ- ইয়াজিবু আলাল মারআতি অল মুসা-ফিরি অল মারআতি তাখা-ফাত বিত তাক্বীরি। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৫২, ফাতাওয়া শামী ৩/৬৩)।

জুমা ও ঈদের নামাযে মহিলাদের যোগদান করা

মহিলাদের উপর জুমা এবং ঈদের নামায ওয়াজিব নয়। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) -এর যুগে মহিলারা ঈদের নামাযে যোগদান করত। কেননা সে যুগে ফিতনার আশংকা কম ছিলো, বর্তমান যুগের মত ফিতনার আশংকা ছিলনা। আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন – এখন মহিলাদের এমন অবস্থা হয়ে গেছে যদি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) দেখতেন তাহলে তাদেরকে মসজিদে যাওয়া থেকে এমন ভাবে নিষেধ করে দিতেন যেমন বণী

ইসরাইলের মহিলাদেরকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৩/৮৮, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৮/৩৯২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৩৮৪)।

وَيُكْرَهُ حُضُوْرُهُنَّ الْجَمَاعَةَ وَلَا لِجُمُعَةٍ وَعِيْدٍ وَوَعْظٍ مُطْلَقًا.

উচ্চারণ ঃ- অ ইউকরাহু হুযুরুহুন্নাল জামা-আতা অলা লিজুমআতিন অ ঈদিন অ অ'যিন মুতলাকান। (উমদাতুল ক্বারী ৫/২০২, ফাতাওয়া শামী ২/৩০৭)।

দুই ঈদে মহিলাদের বিধান

ঈদের দিনে মহিলাদের জন্য মুস্তাহাব হল গোসল করা এবং নিজের কাছে যে কাপড়গুলি আছে তার মধ্যে থেকে উত্তম কাপড় পরা। নতুন কাপড় পরার কথা কোথাও বলা হয়নি। ঈদের দিন খুশি এবং সাজ -সজ্জার দিন। মহিলারা যদি চায় তাহলে ঈদগাহে নামায হয়ে যাওয়ার পর বাড়িতে শুকরিয়ার ২/৪ রাকআত নফল নামায পড়তে পারে। (কিতাবুল মাসাইল ১/৪৪০)।

ثُمَّ يُسْتَحَبُّ لِصَلَاةِ الْعِيْدِ مَايُسْتَحَبُّ لِلْجُمُعَةِ .... أَحْسَنَ الثِّيَابِ.

উচ্চারণ ঃ- সুম্মা ইয়াস্ তা হিব্বু লি স্বলা-তিল ঈদি মা ইয়াস্ তাহিব্বু লিল জুমআতি .... আহ সানাস্ সিয়া-বি। (গুনিয়াতুল মুসতামলী ৫/৬৬, ফাতাওয়া শামী ৩/৪৮)।

মহিলারা নামাযে কুসুফ (সূর্য গ্রহণের সময়) একাকী পড়বে

সূর্যগ্রহণের সময় মহিলাদের উচিত নিজ নিজ ঘরে নামায, দুআ ও ইবাদাতের মধ্যে লিপ্ত থাকা। জামাতের সঙ্গে মহিলারা নামাযে কুসুফ আদায় করবে না। (কিতাবুল মাসাইল ১/৪৬৮, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ১১৮)।

وَكَذَا النِّسَاءُ يُصَلِّيْنَ صَلَاةَ الْكُسُوْفِ فُرَادٰى.

উচ্চারণ ঃ- অ কাযান নিসা-য়ু ইউস্বল্লীনা স্বলা-তাল কুসূফি ফুরা-দা।
(হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৫৪৫, ফাতাওয়া শামী ৩/৬৯)।

সালাতুত তাসবীহ নামাযে মহিলাদের জামাত

ফরয নামায মহিলাদের জামাত করে পড়া মক্রুহ। আর নফল নামাযে পুরুষদের জামাত করাও মক্রুহ। সালাতুত তাসবীহ নামায যেহেতু নফল সেহেতু

মহিলাদের জামাত করা আরো বেশি মকরুহ হবে। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৭/২৫২)।

وَيُكْرَهُ تَحْرِيماً جَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَلَوْفِي التَّرَاوِيحِ .... فَرْضاًأَوْنَفْلاً.

উচ্চারণ ঃ- অ ইউকরাহু তাহরীমান জামা-আতুন নিসা-য়ি অলাউ ফিত তারা বীহ .... ফারযান আউ নাফলান।

(শামী ২/৩০৫, তাতার খানিয়া ২/৩৩৭, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৩৮৬)।

সফরে মাসিক বন্ধ হলে

যদি কোন মহিলা মাসিক অবস্থায় সফর শুরু করে এবং সফরের মাঝখানে সে পবিত্র হয় অর্থাৎ তার মাসিক বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে যেখানে সে পবিত্র হয়েছে সেখান থেকে সে যে জায়গায় যাবে তার দূরত্ব যদি ৪৮ মাইল (৮২ কিলোমিটার ২৯৬ মিটার) হয় তাহলে সে কসর করবে। অর্থাৎ চার রাকআত ফরয নামায গুলো দু'রাকআত পড়বে। আর যদি ৮২ কিলোমিটার ২৯৬ মিটার না হয় তাহলে পুরো নামায পড়বে। অর্থাৎ কসর ও ইতমামের হুকুম তার পবিত্র হওয়ার জায়গা থেকে শুরু হবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/৫২৬)।

طَهُرَتِ الْحَائِضُ وَبَقِيَ لِمَقْصَدِهَايَوْمَانِ تَتِمُّ .... مِنَ الأَوَّلِ.

উচ্চারণ ঃ- তহারাতিল হা-য়িযু অ বাকিয়া লিমাক্ব সাদিহা ইয়া ও মানি তাতিম্মু....মিলাল আউয়ালি। (ফাতাওয়া শামী ২/৬১৯)।

মহিলারাও ত্যাহইয়াতুল ওযুর নামায পড়তে পারে

যোহর, আসর এবং ঈশার নামাযের আগে ত্যাহইয়াতুল ওযু অর্থাৎ ওযু করার পর ওযুর শুকরিয়ার্থে দু রাকআত নফল নামায পড়তে পারে। সুবাহ সাদিকের পর নফল নামায পড়ার অনুমতি নেই। সুন্নতের মধ্যে ত্যাহইয়াতুল ওযুর নিয়্যাত করে নিলে আদায় হয়ে যাবে। মাগরিবের আগে ত্যাহইয়াতুল ওযুর নামায পড়া ঠিক নয়, কেননা এতে মাগরিবের নামায দেরী হয়ে যায়। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/২২৭, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৩৭১)।

وَيُنْدَبُ عَنْهَا كُلَّ صَلاَةٍ صَلاَّهَاعِنْدَالدُّخُولِ فَرْضاً كَانَتْ أَوْسُنَّةً.

উচ্চারণ ঃ- অ ইয়ানদুবু আনহা কুল্লু স্বলা-তিন স্বল্লা-হা ইনদাদ দুখূলি ফারযান কা-নাত আউ সুন্নাতান। (ফাতাওয়া শামী ২/৪৫৯)।

মহিলাদের নামাযের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা

মহিলাদের সুবিধার জন্য এখানে নামাযের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা লিখে দেওয়া হল। ইহা বারংবার পড়ে নিজের নামাযের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া দরকার, যাতে করে সঠিক নামায পড়ার অভ্যস্ত হয়ে যায়।

নামাযের নিয়্যাত করে আল্লাহু আকবার বলার সময় নিজের দুটো হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলবে, কিন্তু হাত ওড়নার বাইরে বার করবে না। সিনার উপর হাত বাঁধবে, ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপরে রাখবে এবং এই দুআ পড়বে ঃ-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وبِحَمْدِكَ وتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ ঃ- সুবহানাকা আল্লাহুম্মা অবি হাম্‌দিকা অতাবা-রা কাসমুকা ওয়া-তা'আলা জাদ্দুকা অলা ইহালা গইরুকা। তারপর

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

(উচ্চারণ ঃ- আয়ুযু বিল্লাহিমি নাশ শাইত্বনির রজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম) বলার পর সুরা ফাতিহা পড়বে এবং শেষে আমীন বলবে। তারপর বিসমিল্লা..... বলে যে কোন সুরা পড়বে। তারপর আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবে এবং এই দুআ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم (উচ্চারণঃ- সুবহানা রব্বিলয়াল আযীম) তিন, পাঁচ অথবা সাত বার বলবে। রুকুতে দুই হাতের আঙুল মিলিয়ে হাঁটুর উপর রাখবে, দুই হাতের বাহু কোঁকের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং পা দুটিও একেবারে মিলিয়ে রাখবে, কিন্তু পিঠ সোজা করবে না। বরং এতটা ঝুঁকবে যাতে করে হাত হাঁটুতে পৌঁছে যায়। তারপর. سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه، رَبَّنا لَكَ الْحَمْد.

(উচ্চারণ ঃ- সামি আল্লা হুলিমান হামিদা এবং রব্বানা লাকাল হামদ) বলে রুকু থেকে মাথা তুলবে। যখন একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে তখন আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যাবে। প্রথম মাটিতে হাঁটু রাখবে। তারপর কানের সমানে হাত রাখবে এবং হাতের আঙুলগুলো খুব মিলিয়ে রাখবে, তারপর দুই হাতের

মাঝখানে মাথা রাখবে। সিজদার সময় মাথা ও নাক দুটোই মাটির সঙ্গে লাগিয়ে রাখবে, হাত এবং পায়ের আঙুলগুলো কিবলার দিকে রাখবে কিন্তু পা দাঁড় করিয়ে রাখবে না বরং ডান দিকে বার করে দেবে এবং পেট উরুর (রান) সাথে মিলিয়ে দুই হাত যমিনের উপর বিছিয়ে কোঁকের সাথে মিলিয়ে খুব জড়ো সড়ো ভাবে সিজদা করবে, পাছা উঁচু করে রাখবে না। সিজদাতে তিন, পাঁচ অথবা সাতবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى (উচ্চারণঃ- সুব্হা-না রব্বিয়াল আ'লা) বলবে। তারপর আল্লাহু আকবার বলে সিজদা থেকে মাথা তুলবে এবং খুর ভালো করে বসবে। তারপর আবার আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদা করবে এবং সিজদাতে আবার তিন, পাঁচ অথবা সাতবার 'সুবাহনা রব্বিয়াল আলা' বলবে। তারপর আল্লাহু আকবার বলে সোজা উঠে দাঁড়াবে। দাঁড়ানোর সময় যমীনের উপর হাত দিয়ে ভর দেবে না। তারপর বিসমিল্লাহ .... বলে সুরা ফাতিহা ও যে কোন সুরা পড়বে এবং দ্বিতীয় রাকআত প্রথম রাকআতের মত পরিপূর্ণ করবে। দ্বিতীয় রাকআতে দ্বিতীয় সিজদা করার পর বাম পাছার উপর বসে পা দুটো ডান দিকে বার করে দেবে, দুটো হাত উরুর উপর রাখবে এবং আঙুলগুলো মিলিয়ে রাখবে। তারপর ঃ-

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

(উচ্চারণঃ- আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি অসস্বলা অতু অত্ তয়্যিবাতু আস্ সালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু অ-রহমাতুল্লাহি অ-বারকাতুহ্, আস্সালামু আলাইনা অ-আলা ইবাদিল্লাহিস সা-লিহীন; আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল-লাহু অ-আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অ-রসুলুহু)। যখন আশহাদু আল্লা -- বলবে তখন ডান হাতের মাঝখানের আঙুল এবং বৃদ্ধা আঙুল দ্বারা হলকা (গোল) বানিয়ে লা ইলাহা বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল (তর্জনি) উঁচু করবে এবং ইল্লাল্-লাহু বলার সময় ঝুঁকিয়ে নেবে, কিন্তু হলকা বৈঠকের শেষ পর্যন্ত বাকি রাখবে। যদি চার

রাকআত নামায পড়তে চায় তাহলে কেবলমাত্র তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়বে। তারপর আল্লাহু আকবার বলে উঠে দাঁড়াবে এবং আরো দু-রাকাআত পড়ে নেবে। ফরয নামাযের শেষ দু-রাকআতে সুরা ফাতিহার পর কোন সুরা পড়বে না। যখন চতুর্থ রাকআতে বসবে তখন আবার আত্তাহিয়্যাতু পড়ে এই দরুদ শরীফ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

(উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মাদ অ আলা আলি মুহাম্মাদ কামা স্বল্লাইতা আলা ইব্রাহীম ও আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ অ আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীম অ আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ)। তারপর এই দুআ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اَنْتَ فَغْفِرْلِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

(উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নি যলামতু নাফসি যুলমান কারিসা অলা ইয়াগ ফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলি মাগ ফিরাতাম মিন্ ইন্দিকা অর হামনি ইন্নাকা আনতাল গফুরুর রহীম)। তারপর প্রথমে নিজের ডানদিকে আস সালামু আলাইকুম অরহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরবে। তারপর এভাবেই বাম দিকে সালাম ফিরাবে। সালাম ফেরার সময় ফারিস্তাদের উপরও সালামের নিয়্যাত করবে। যখন ডানদিকে সালাম ফিরাবে তখন মনে মনে এই নিয়্যাত করবে ডানদিকে যে ফারিস্তারা আছে তাদেরকে সালাম করছি, এই রকম যখন বাম দিকে সালাম ফিরবে তখন বাম দিকের ফারিস্তাদের প্রতি সালামের নিয়্যাত করবে। এটা মহিলাদের নামায পড়ার পদ্ধতি। এর মধ্যে কোন একটি ফরয ইচ্ছাকৃত ভাবে কিংবা অনিচ্ছায় ছেড়ে যায় তাহলে নামায হবে না। নামাযের মধ্যে কিছু ওয়াজিব আছে, ইহার মধ্যে কোন ওয়াজিব যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে ছেড়ে দেয় তাহলে ফরয

তো আদায় হয়ে যাবে কিন্তু ওয়াজিব ছাড়ার জন্য গুনাহগার হবে। আর যদি ভুলে ছেড়ে যায় তাহলে শেষে সিজদা সহু (ভুলের জন্য সিজদা) করলে নামায হয়ে যাবে। এছাড়া নামাযের মধ্যে কিছু সুন্নত এবং কিছু মুস্তাহাব ও আছে। (বেহেশতী জেওর ২/১৭-১৮, খাওয়াতীন কা তরীকায়েনামায ৫১-৬৪, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ৯৫-৯৮)।

মহিলাদের নামাযের অন্যান্য মাসাইল

১) নামায পড়ার সময় কোন অসুবিধা দেখা দিলে যেমন কেউ সামনে থেকে পার হচ্ছে, তাহলে তাকে বাঁধা দেওয়ার জন্য মহিলারা ডান হাতের আঙুলের পিঠ বাম হাতের তালুর উপর মারবে। (২) মহিলারা পুরুষদের ইমামতি করতে পারবে না। (৩) কেবলমাত্র মহিলাদের জামাত করা মক্‌রুহ, তবে যদি জামাত করে নামায পড়ে তাহলে মহিলা ইমাম লাইনের মাঝখানে দাঁড়াবে। (৪) ফিতনা-ফাসাদের কারণে মসজিদের জামাতে মহিলাদের নামায পড়া মক্‌রুহ। (৫) মহিলারা যদি জামাতে শরীক হয় তাহলে পুরুষ এবং বাচ্চাদের পিছনে দাঁড়াবে। (৬) মহিলাদের উপর জুমার নামায ফরয নয়, কিন্তু যদি জুমার নামাযে শরীক হয় তাহলে জুমা আদায় হয়ে যাবে, আলাদা ভাবে যোহরের নামায পড়তে হবে না। (৭) মহিলাদের উপর দুই ঈদের নামায ওয়াজিব নয়। (৮) মহিলাদের জন্য ফজরের নামায তাড়াতাড়ি অন্ধকার থাকতে থাকতে পড়ে নেওয়া উত্তম এবং অন্যান্য নামায প্রথম ওয়াক্তে পড়া উত্তম। (৯) মহিলারা কোন নামাযে উচ্চস্বরে ক্বিরাত করবে না। চাই সেটা জোরে ক্বিরাত পড়ার নামায হোক কিংবা নাই হোক। কিছু কিছু ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের নিকট মহিলারা উচ্চস্বরে ক্বিরাত করলে নামায হবে না। (১০) মহিলারা আযান দেবে না। (১১) মহিলারা মসজিদে এতেকাফ করবে না বরং ঘরে যে জায়গাটা নামাযের জন্য ঠিক করা আছে সেখানে এতেকাফ করবে, না হলে ঘরের যে কোন জায়গায় করবে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৫৪১, রহীমিয়া ৫/৭৩)।

জানাযা অধ্যায়

গোসল দেওয়ার পদ্ধতি

মাইয়েতকে যে তখতার উপর শুইয়ে গোসল দেওয়া হবে প্রথমে তার চারপাসে তিন, পাঁচ অথবা সাতবার ধুনো কিংবা ধুপকাঠি দিয়ে ধোঁয়া দেওয়া দরকার। তারপর মাইয়েতকে তার উপর ক্বিবলার দিকে মুখ করে অথবা যে দিকে সুবিধা হবে শুইয়ে দিয়ে কাপড় খুলে নিয়ে গলা থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত কোন মোটা কাপড় দ্বারা ঢেঁকে দেওয়া। যাতে করে সতর দেখা না যায়। তখতার কাছাকাছি সুবিধা মত একটা গর্ত খুড়ে নেওয়া দরকার, যার মধ্যে সমস্ত পানি জমা থাকবে। তবে যদি পানি পার হয়ে যাওয়ার জায়গা থাকে তাহলে গর্ত খোড়ার কোন প্রয়োজন নেই। প্রথমে বামহাতে মোজা কিংবা কোন কাপড় জড়িয়ে মাইয়েতকে ইস্তেনজা করাবে, কিন্তু তার রান অথবা লজ্জাস্থানের উপর নিজের হাত রাখবে না এবং তার লজ্জাস্থান দেখবেও না। তারপর শরীরের উপর যে কাপড় রাখা আছে তার ভিতর ভিতর ধুয়ে নেবে। তারপর তাকে ওযু করাবে। কিন্তু না কুলি করাবে, না নাকে পানি দেবে, না কব্জি পর্যন্ত হাত ধোয়াবে। বরং প্রথমে মুখ মন্ডল তারপর দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়াবে। তারপর মাথা মাসাহ্ করাবে, তারপর দুটো পা গোর গাঁট পর্যন্ত ধোয়াবে। কোন কাপড় অথবা তুলো ইত্যাদি আঙুলের উপর জড়িয়ে ভিজিয়ে নিয়ে ঠোঁট, দাঁত এবং মাড়ির উপর বুলিয়ে নেবে। এমনিভাবে নাকের ছিদ্রও পরিস্কার করে নেবে। বিশেষভাবে মাইয়েত মাসিক কিংবা নেফাস অবস্থায় থাকলে গুরুত্ব সহকারে মুখ এবং নাকের ভিতর আঙুল বুলিয়ে নেবে। তারপর নাক, মুখ এবং কানে তুলো ভরে দেবে, যাতে করে ওযু এবং গোসল করানোর সময় পানি ভিতরে না ঢুকে যায়। প্রথমে মাইয়েতের মাথা সাবান জাতীয় কোন জিনিস দিয়ে ধুয়ে পরিস্কার করে নেবে। তারপর মাইয়েতকে বাম পাশ করে শুইয়ে দিয়ে কুলপাতা দিয়ে সামান্য গরম করা পানি ডান পাশে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনবার খুব ভালো করে ঢালবে, যেন পানি বাম পাশে পৌঁছে যায়। এমনিভাবে ডান পাশ করে শুইয়ে বাম পাশের মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনবার খুব ভালো করে পানি ঢালবে, যাতে করে পানি ডান পাশে পৌঁছে যায়। পানি ঢালার

সময় আস্তে আস্তে শরীর ঘষবে, সম্ভব হলে সাবানও ব্যবহার করবে। তারপর মাইয়েতকে নিজের শরীরের সঙ্গে টেক লাগিয়ে কিছুটা বসাবে এবং পেটের উপরের দিক থেকে নিচের দিকে আস্তে আস্তে চাপ দেবে, যদি কিছু নাপাক বার হয় তাহলে সেটা মুছে ধুয়ে নেবে। দ্বিতীয়বার ওযু এবং গোসল করানোর কোন প্রয়োজন নেই। তারপর বাম পাশ করে শুইয়ে কপুর মিশ্রিত পানি মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনবার ঢালবে। তারপর সমস্ত শরীর গামছা, তোলিয়া কিংবা কোন পাক শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে দেবে। তারপর কাফন পরিয়ে দেবে। (কিতাবুল মাসাইল ১/৫৫০, বেহেশতী জেওর ২/৫২, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১১২)।

وَيُصَبُّ عَلَيْهِ مَاءٌ مُغْلَى بِسَدْرٍ أَوْ حُرُضٍ إِنْ تَيَسَّرَ، وَإِلَّا .... فِي ثَوْبٍ.

উচ্চারণ ঃ- অইয়াসিবু আলাইহি মাউল মুগলা যিসদ রিন আউ হিরযিন ইন তাইয়াস্সারা অ ইল্লা .... ফী সাউবিন। (ফাতাওয়া শামী ৩/৮৭-৮৯)।

মহিলাদের কাফন

মহিলাদের কাফনে পাঁচটি কাপড় দেওয়া সুন্নত। (১) ইযার, এটা মাথা থেকে পা পর্যন্ত। (২) লিফাফা, একে চাদরও বলা হয়। এটা ইযারের থেকে এক দেড় হাত লম্বা হয়। (৩) কমীস (জামা), আস্তিন (হাত) এবং কলিদার হবে না। (৪) সিনাবন্দ, স্তন থেকে রান পর্যন্ত। (৫) খিমার (ওড়না) তিন হাত লম্বা। (কিতাবুল মাসাইল ১/৫৫৫, কিতাবুল ফাতাওয়া ৩/১৫৭, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৮/৫০৬)।

وَلَهَا دِرْعٌ أَيْ قَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ وَ لِفَافَةٌ وَخِرْقَةٌ .... إِلَى الْفَخِذَيْنِ.

উচ্চারণ ঃ- অ লাহা দিরউন আই ক্বমীসুন অইযা-রুন অ খিমা-রুন অলিফা-ফাতুন অ খিরকাতুন .... ইলাল ফাখি যাইনি।

(ফাতাওয়া শামী ৩/৯৬ -৯৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬০, ফাতাওয়া সিরাজিয়া ১৩০)।

নাবালিগ ছেলে-মেয়েদের কাফন

নাবালিগ ছেলে মেয়েদের কাফন পুরুষ এবং মহিলাদের কাফনের মত। যদি একেবারে বাচ্চা ছেলে হয় তাহলে একটা কাপড়ে এবং মেয়ে হলে দুটো কাপড়ে কাফন দেওয়া জাইয। (কিতাবুল মাসাইল ১/৫৫৭, বেহেশতী জেওর ২/৫৬,

খাইরুল ফাতাওয়া ৩/২৬০)।

وَالْمُرَاهِقُ كَالْبَالِغِ وَ مَنْ لَمْ يُرَاهِقْ إِنْ كُفِّنَ فِي .... ثَوْبٍ وَاحِدٍ جَازَ.

উচ্চারণ ঃ- অল মুরা - হিকু কাল বা- লিগি অ মান লাম ইউরাহিক ইন কুফফিনা ফী.... সাউবিন ওয়া হিদিন জা-যা। (শামী ৩/৯৯, বাদায়ে উস সানায়ে ২/৩৯, হিন্দিয়া ১/১৬০)।

কাফন পরানোর পদ্ধতি

সর্বপ্রথম খাটিয়ার উপর লিফাফা (চাদর) বিছাবে। তার উপর ইযার, তার উপর সিনাবন্দ, তার উপর খিমার (ওড়না), সব থেকে উপরে কমিস (জামা)থাকবে। তারপর মাইয়েতকে তার উপর রেখে প্রথমে জামা পরাবে এবং মাথার চুলকে দু ভাগ করে এক ভাগ ডানদিক থেকে এবং এক ভাগ বাম দিক থেকে জামার উপর সিনাতে রেখে দেবে, কিন্তু চুল বাঁধবে না। তারপর ওড়না দিয়ে মাথা বেঁধে দেবে এবং যে চুল সিনার উপর আছে তাকে ঢেঁকে দেবে। তারপর সিনাবন্দ বাঁধবে। তারপর ইযার বাঁধবে, প্রথমে বামদিকে মুড়বে তারপর ডানদিকে মুড়বে। যাতে ডানদিকটা উপরে থাকে। তারপর লিফাফা এমনিভাবে প্রথমে বামদিক মুড়বে তারপর ডানদিক মুড়ে দেবে। তারপর কোন সরু কাপড় ইত্যাদি দিয়ে পা, মাথা এবং কোমরের কাছে বেঁধে দেবে। যাতে করে মাইয়েতকে নিয়ে চলার সময় কাফন রাস্তায় খুলে না যায়।

বিঃ দ্রঃ - সিনাবন্দ ওড়নার পরে, ইযার মোড়ার আগে কিংবা সব কাফনের উপর বাঁধলে ও কোন অসুবিধা নেই। (আদ দুররুল মানযুদ ৫/২৪০,বেহেশতী জেওর ২/৫৫, কিতাবুল মাসাইল ১/৫৫৬)।

أَمَّا فِي الْمَرْأَةِ فَيُبْسَطُ الْإِزَارُ وَاللِّفَافَةُ وَيُلْبَسُ الْخِمَارُ.... سَوَاءٌ.

উচ্চারণ ঃ- আম্মা ফিল মারআতি ফা ইয়াবসুতুল ইযা-রু অল লিফা-ফাতু অ ইয়াল বাসুল খিমা-রু .... সাওয়াউন। (ফাতাওয়া আল অলিজিয়া ১/১৬৬)।

গোসল দাতার মাসিক অবস্থায় হওয়া

গোসলদাতা যদি মাসিক অবস্থায় হয়, তাহলে তার জন্য মাইয়েতকে গোসল দেওয়া মক্রুহ, কিন্তু যদি গোসল দিয়ে দেয় তাহলে যথেষ্ট হয়ে যাবে। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ১৩৭, কিতাবুল মাসাইল ১/৫৪৮, বেহেশতী জেওর ২/৫৪)।

وَلَوْ كَانَ الْغَاسِلُ جُنُباً أَوْ حَائِضاً أَوْ كَافِراً جَازَ وَيُكْرَهُ.

উচ্চারণ ঃ- অ লাউ কা-নাল গ-সিলু জুনুবান আউ হা-য়িযান আউ কা-ফিরান জা-যা অ ইউরাহু। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৫৯, ফাতাওয়া শামী ৩/৯৫)।

জানাযার সঙ্গে মহিলাদের যাওয়া

জানাযার সঙ্গে মহিলাদের যাওয়া মক্রুহ তাহরীমি। (কিতাবুল মাসাইল ১/৫৬৬, খাইরুল ফাতাওয়া ৩/১৯০)।

وَيُكْرَهُ خُرُوْجُهُنَّ تَحْرِيْماً.

উচ্চারণ ঃ- অ ইউক রাহু খুরুজু হুন্না তাহরীমান।

(শামী ৩/১৩৭, বাদায়ে উস সানায়ে ২/৪৫, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৬০৩)।

পুরুষদের অনুপস্থিতে মহিলারা জানাযা পড়তে পারে

যদি কোন জায়গায় পুরুষ না থাকে তাহলে মহিলারা জানাযার নামায পড়তে পারে। উত্তম পদ্ধতি হল মহিলারা একই সময়ে আলাদা আলাদা জানাযার নামায পড়বে। যদি জামাতের সঙ্গে পড়ে তাহলে মহিলা ইমাম লাইনের মাঝখানে দাঁড়াবে। (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৪৩৬)।

إِذَا صَلَّيْنَ النِّسَاءُ جَمَاعَةً عَلَى جَنَازَةٍ قَامَتِ الإِمَامَةُ وَسْطَهُنَّ.

উচ্চারণ ঃ- ইযা স্বল্লাইনান নিসায়ু জামা-আতান আলা জানা-যাতিন ক্বামাতিল ইমা-মু অসতাহুন্না। (বাদায়ে উস সানায়ে ২/৫৩, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৩০৪)।

স্বামী, স্ত্রীকে গোসল ও কাফন দিতে পারবে না

মৃত্যুর পর স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সুতরাং স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী তাকে গোসল ও কাফন দিতে পারবে না। তবে যদি গোসল দেওয়ার জন্য কোন মহিলা পাওয়া না যায় তাহলে স্বামী হাতে কাপড় জড়িয়ে তায়াম্মুম করিয়ে দেবে। (মাহমুদিয়া ৮/৪৯৩, রহীমিয়া ৭/৫৭, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৪৫৮)।

بِخِلَافِهِ أَيِ الرَّجُلِ فَإِنَّهُ لَا يَغْسِلُ .... عَنْ ذِرَاعَيْهَا.

উচ্চারণ ঃ- বিখিলা-ফিহী আয়ির রজুলি ফাইন্না হু লা ইয়াগসিলু .... আন যিরাআইহা।

(হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৫৭২, কাযী খান ১/১৮৭, আল বাহরুর রায়িক ২/৩০৬)।

স্ত্রী, স্বামীকে গোসল দিতে পারবে

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী, স্বামীকে গোসল ও কাফন দিতে পারবে। যদি কোন পুরুষ গোসল দেওয়ার জন্য পাওয়া না যায়। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৮/৪৯৩, কিতাবুল মাসাইল ১/৫৪৭, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৪৫৮)।

اَلزَّوْجَةُ تَغْسِلُ زَوْجَهَا دَخَلَ بِهَا أَوْلَا بِشَرْطِ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ.

উচ্চারণ ঃ- আয যাউজাতু তাগসিলু যাউজাহা দাখালা বিহা আউলা বিশারতি বাকা-য়িয যাওজিয়্যাতি।

(আল বাহার ২/৩০৬, মুসান্নাফ ইবনে আব্দুর রাজ্জাক ৩/৪০৮, হাদীস নং - ৬১১৭ বাদায়ে ২/৩৩)।

মহিলাদের কাফনে পাজামা দেওয়া

মহিলাদের কাফনে পাজামা দেওয়া জাইয নয়। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৮/৫১৪)।

وَكَفَنُهَا سُنَّةٌ دِرْعٌ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ وَلِفَافَةٌ وَخِرْقَةٌ تَرْبُطُ بِهَا ثَدْيَاهَا.

উচ্চারণ ঃ- অ কাফনুহা সুন্নাতুন দিরউন অ ইযা-রুন অ খিমা-রুন অ লিফা ফাতুন অ খিরকাতুন তারবুতু বিহা সাদইয়া-হা।

(আল বাহরুর রায়িক ২/৩০৯, আবু দাউদ শরীফ ২/৪৫০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬০)।

মহিলাদের কাফনে রঙ্গিন কাপড় দেওয়া

সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া উত্তম। তবে যদি রঙ্গিন কাপড় মহিলাদের কাফনে দেওয়া হয় তাহলেও জাইয হয়ে যাবে। চাই সমস্ত কাপড় রঙিন হোক কিংবা কিছু কাপড় রঙিন, কিছু কাপড় সাদা, সব রকমের অনুমতি আছে। তবে লাল রঙের কাপড় কাফনে ব্যবহার করা যাবে না। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৭১৪, আগলাতুল আওয়াম ২০৮)।

يُكْرَهُ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي الْحَرِيْرِ وَالْمُعَصْفَرِ.... فِي حَالِ الْحَيَاةِ.

উচ্চারণ ঃ- ইউকরাহু আঁই ইউকাফফি নার রজুলা ফিল হারীরি অল মুআসফারি .... ফী হালিল হায়া-তি। (বাদায়ে উস সানায়ে ২/৩৯, আল অলিজিয়া ১/১৬৬, হিন্দিয়া ১/১৬১)।

মৃত্যুর পর স্ত্রীর মুখ দেখা

স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী মুখ দেখতে পারে, কিন্তু ছোঁয়ার অনুমতি নেই। তেমনি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীও তার মুখ দেখতে পারে। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৮/৪৮৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৫৯৭, ফাতাওয়া রশীদিয়া ২৫৭)।

وَيَمْنَعُ زَوْجُهَا مِنْ غَسْلِهَا وَ مَسِّهَا لَا مِنَ النَّظْرِ إِلَيْهَا عَلَى الْأَصَحِّ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইয়ামনায়ু যাউজাহা মিন গসলিহা অ মাস্‌সিহা লা মিনান নাযরি ইলাইহা আলাল আস্বাহ্‌হি। (ফাতাওয়া শামী ৩/৯০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬০)।

মহিলাদের কাফনের জিম্মাদার কে?

মহিলাদের কাফনের আসল জিম্মাদার স্বামী। স্বামী যদি অপারগ হয় তাহলে মহিলার ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তি থেকে তাকে কাফন দেওয়া হবে। (মাহমুদিয়া ৮/৫১৩, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১১৩, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৪২১)।

وَاخْتُلِفَ فِي الزَّوْجِ، اَلْفَتْوىٰ عَلىٰ وُجُوْبِ كَفْنِهَا .... وَإِنْ تَرَكَتْ مَالًا.

উচ্চারণ ঃ- অখতুলিফা ফিয্ যাওজি, আল ফাতাওয়া আলা উজূবি কাফনিহা .... অইন তারাকাত মালান। (ফাতাওয়া শামী ৩/১০১)।

স্বামী, স্ত্রীর খাটিয়া ছুঁইতে পারে কি না?

স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে বিবাহের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। যেমন, অন্যান্য পুরুষরা খাটিয়া ধরতে পারে তেমনি স্বামীও খাটিয়া ধরতে পারে। (ফাতাওয়া রশীদিয়া ২৫৬, নিযামুল ফাতাওয়া ৬/৮৯, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৩০২)।

মাসিক অবস্থায় মাইয়েতের কাছে দাঁড়ানো

মাসিক এবং নেফাস অবস্থায় মাইয়েতের কাছে দাঁড়ানো নিষেধ। (ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২৩, আগলাতুল আওয়াম ৫০, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৪২০)।

وَيَحْضُرُ عِنْدَهُ الطَّيِّبُ، وَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ وَالْجُنُبُ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইয়াহযুরু ইনদাহুত তয়্যিবু, অ ইয়াখরুজু মিন ইন দিহিল হা-য়িযু অন নুফাসা-য়ু অল জুনুবু।

(ফাতাওয়া শামী ৩/৮৩, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৫৬৩, আল বাহরুর রায়িক ২/৩০০)।

মাইয়েতের নখ পালিশ পরিষ্কার করা দরকার

মাইয়েতের নখে নখ পালিশ লেগে থাকলে পরিষ্কার করা দরকার। কেননা ঐ অবস্থায় গোসল দিলে গোসল শুদ্ধ হবে না। (খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১১৬, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/২৪৬)।

গায়ের মাহ্‌রাম মাইয়েতকে দেখা

উত্তেজনা এবং ফিতনার ভয় না থাকলে পুরুষরা যেমন পুরুষদের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ছাড়া সমস্ত শরীর দেখতে পারে, তেমনি মহিলারাও দেখতে পারে। তার প্রমান হল হযরত আয়েশা (রযিঃ) -এর হাবশিদের খেলা দেখা। সাধারণত মারা গেলে মুখ দেখানো হয় এবং এই সময় ফিতনার ভয় থাকে না। এজন্য গায়ের মাহ্‌রাম মাইয়েতকে মহিলারা দেখতে পারে। তবুও না দেখা ভাল। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৩/১৪৩, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩৪২, দারুল উলুম ৫/২৬৭)।

تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَنَظَرِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ إِنْ أَمِنَتْ شَهْوَتَهَا.

উচ্চারণ ঃ- তানযুরুল মারআতু মিনার রজুলি কানাযরির রজুলি লির রজুলি ইন আমিনাত শাহ ওয়াতাহা। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫৩৩, মুসলিম শরীফ ১/২৯১)।

স্বামী মারা গেলে চুড়ি ভেঙে ফেলা

স্বামী মারা গেলে হাতের চুড়ি ভেঙে ফেলা ভুল প্রথা। বরং খুলে রেখে দেবে যাতে করে ইদ্দত পার হয়ে গেলে আবার পরতে পারে। (আগলাতুল আওয়াম ২১৪, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৯/২৮৮)।

কবরস্থানের পাশ দিয়ে মহিলাদের যাওয়া

রাস্তা দিয়ে চলার সময় যদি কবর স্থানের পাশ দিয়ে যেতে হয় তাহলে মহিলারা যেতে পারে কোন অসুবিধা নেই। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৩/২২৭)।

স্ত্রীকে কবরে নামানো

যদি কোন মাহ্‌রাম না থাকে তাহলে স্বামী, স্ত্রীকে কবরে নামাতে পারে। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৯/৬৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৫৯৭)।

ذُوْالرَّحِمِ الْمَحْرَمِ أَوْلَى بِاِدْخَالِ الْمَرْأَةِ ...فَلَا بَأْسَ لِلْأَجَانِبِ وَضْعِهَا.

উচ্চারণ ঃ- যুর রাহমিল মাহরামি আউলা বি ইদখা-লিল মার আতি-আলাল লাহদি। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৬, হালাবী কবীরি ৫৯৭, আল বাহরুর রায়িক ২/৩৩৯)।

মহিলা মাইয়েত দাফন করার সময় পর্দা

জানাযার সঙ্গে বহু পরপুরুষও থাকে। সেজন্য মহিলা মাইয়েতকে কবরে

নামানোর সময় চারিদিক দিয়ে কোন বড় চাদর ইত্যাদি দিয়ে পর্দা করা উচিত। যাতে মাইয়েতের দেহ কোন পরপুরুষের চোখে না পড়ে। পরপুরুষদের উচিত মহিলা মাইয়েত কবরে রাখার সময় সরে যাওয়া। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৯/৬৬, কিতাবুল মাসাইল ১/৫৮৮, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১১৫)।

وَيُسْجَى قَبْرَهَا أَيْ بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ اِسْتِحْبَاباً .... عَلَى اللَّحْدِ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইয়াসজী ক্বব্রহা আই বিসাওবিন অনাহ্বিহী ইস্তিহ্বাবান .... আলাল্ লাহ্দি। (ফাতাওয়া শামী ৩/১৪২, হালাবী কবিরী ৫৯৭, মাজমাউল আনহুর ১/২৭৫)।

দাফনের সময় পরপুরুষদের যোগদান করা

মহিলা মাইয়েত পর্দা অবস্থায় থাকলে মাহ্রাম, গায়ের মাহ্রাম সবাই খাটিয়া ধরতে পারে, কিন্তু কবরে নামানোর সময় মাহরামরা নামাবে, যদি মাহ্রাম না থাকে তাহলে গায়ের মাহ্রামরা নামাতে পারে। (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৪৫৩, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৯/৬৪, ফাতাওয়া আব্দুল হাই ২৫৪)।

وَذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ أَوْلَى بِإِدْخَالِ الْمَرْأَةِ الْقَبْرَ .... لِلْوَضْعِ.

উচ্চারণ ঃ- অ যুর রাহমিল মাহরামি আউলা বিইদখা-লিল মারআতিল ক্বরা .... লিল অযয়ি। (বাদায়ে উস সানায়ে ২/৬৪, হিন্দিয়া ১/১৬৬, আল বাহরুর রায়িক ২/৩৩৯)।

মৃত মায়ের পেটে বাচ্চা জীবিত থাকলে

মৃত মায়ের পেটে বাচ্চা যদি জীবিত থাকে, তাহলে অপারেশানের মাধ্যমে বাচ্চা বার করে নেওয়া দরকার। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৩/১৪৪, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৩৩৭, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৮/২৮৮)।

اِمْرَأَةٌ حَامِلٌ مَاتَتْ وَاضْطُرِبَ فِي بَطْنِهَا شَيْءٌ .... شُقَّ بَطْنُهَا.

উচ্চারণ ঃ- ইমরা আতুন হা-মিলুন মা-তাত অবতুরিবা ফী বাতনিহা শাইউন .... শুক্কা বাতনুহা। (ফাতহুল ক্বদীর ২/১৫০, হিন্দিয়া ৫/৩৬০, ফাতাওয়া সিরাজিয়া ৩৩২)।

সন্তান ভূমিষ্টের সময় মায়ের ইন্তেকাল

সন্তান ভূমিষ্টের সময় মায়ের ইন্তেকাল হলে তাকে শহীদ বলা হবে। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৯/৩০২)।

عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ .... إِلَى الْجَنَّةِ.

উচ্চারণ ঃ- আন ইয়ালা বিন শাদ্দাদিন ক্বা-লা সামি' তু উবা-দাতাব নাস সামিতি .... ইলাল জান্নাতি। (মুসনাদে আহমাদ ৮/৪২২, হাদীস নং ২২৮৪৮, ফাতহুল বারী ৬/৫৪, শামী ৩/১৬৪)।

ইজ্জত বাঁচানোর জন্য আত্মহত্যা

যদি কোন মহিলা নিজের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য আত্মহত্যা করে নেয়, তাহলে সে শহীদের মৃত্যুবরণ লাভ করবে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৩৩৫, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৪১৭)।

وَمَنْ مَاتَتْ صَابِرَةً عَلَى الْغَيْرَةِ لَهَا أَجْرُ شَهِيْدٍ.

উচ্চারণ ঃ- অ মান মা-তাত স্বা-বিরাতান আলাল গইরাতি লাহা আজরু সাহীদিন। (ফাতাওয়া শামী ৩/১৬৫)।

গর্ভবতী মহিলার জানাযা একবার পড়া হবে

বহু মানুষ মনে করেন গর্ভবতী অবস্থায় কোন মহিলা মারা গেলে তার জানাযার নামায দুবার পড়া দরকার। এটা একেবারেই ভুল ধারণা। বরং একবার পড়া হবে। তাছাড়াও বহু মাইয়েতের জানাযা একসঙ্গে পড়া যেতে পারে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৩৮০, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৪১৭)।

وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً.

উচ্চারণ ঃ- অলা ইউস্বলী আলা মাইয়িতিন ইল্লা মাররতান অ-হিদাতান। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৩)।

মহিলা মাইয়েতের মুখ দেখা

মহিলা মাইয়েতের মুখ দেখা পরপুরুষদের জন্য জাইয নয়। মহিলাদের এমন অসিয়ত করে যাওয়া দরকার যে তার মৃত্যুর পর কোন পরপুরুষকে যেন তার মুখ না দেখানো হয়। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৩০৬)।

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهَا اِغْتَسَلَتْ لَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ .... إِذَا تُوُفِّيَتْ.

উচ্চারণ ঃ- অ ক্বদরুবিয়া আন্নাহা ইগতা সালাত লাম্মা হাযারাহাল মাউতু .... ইযা তু

ওফ ফিয়াত। (উসদুল গবা ৭/২২১, নং -৭১৮৩, ফাতিমা বিনতে রসুলুল্লাহ)।

বুযুর্গদের যিয়ারত করার জন্য যাওয়া

মহিলাদের জন্য গায়ের মাহ্‌রামদের দেখা, চাই তিনি বুযুর্গ হোক কিংবা অন্য কেউ নিষেধ করা হয়েছে। তাদের মাযারে গেলে বিভিন্ন রকমের ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি হয় সে জন্য মানা করা হয়। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৯/১৯৬)।

وَأَمَّا النِّسَاءُ إِذَا أَرَدْنَ زِيَارَةَ الْقُبُوْرِ .... لَيْسَ فِيْهِ فِتْنَةٌ.

উচ্চারণ ঃ- অ আম্মান নিসা-য়ু ইযা আরাদনা যিয়ারাতাল কুবূরি .... লাইসা ফীহী ফিতনাতুন। (হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৬২০, উমদাতুল ক্বারী ৬/৯৬)।

মহিলারা কি কবর যিয়ারত করতে পারবে?

আসল কথা হল মহিলাদের মধ্যে ধৈর্য শক্তি কম হয়। সময় ক্ষেত্রে তারা কবর দেখে ধৈর্যহীন হয়ে পরে। যার ফলে কান্নাকাটি, চেঁচামেচি, কাপড় ছেঁড়া, মুখে হাত চাবড়ানো ইত্যাদি করে। তাছাড়াও মহিলাদের ঘর থেকে বার হওয়া বহু ফিতনার কারণ। এই জন্য মহিলাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৯/১৯২, রহীমিয়া ২/৮৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৭৫৩)।

أَنَّ زِيَارَةَ الْقُبُوْرِ مَكْرُوْهَةٌ لِلنِّسَاءِ ، بَلْ حَرَامٌ .... فِي الدُّنْيَا.

উচ্চারণ ঃ- আন্না যিয়া-রাতাল কুবূরি মাকরু হাতুন লিন নিসা-য়ি, বাল হারা-মুন .... ফিদ দুনিয়া।

(উমদাতুল ক্বারী ৬/৯৬, শামী ৩/১৫১, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৬২০)।

মহিলারাও ইসালে সওয়াব করতে পারে

মহিলারাও ইসালে সওয়াব করতে পারে, কিন্তু নিজের অর্থ থেকে করবে। মাইয়েতের ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তি থেকে করবে না। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৪৩৬)।

مَنْ صَامَ أَوْصَلَّى أَوْتَصَدَّقَ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ .... وَالْجَمَاعَةِ.

উচ্চারণ ঃ- মান স্বা-মা আউ স্বল্লা আউ তাসাদ্দাকা অ জাআলা সাওয়াবাহু লিগইরিহী .... অল জামাআতি। (ফাতাওয়া শামী ৩/১৫২)।

রোযা অধ্যায়

মাসিক থেকে সুবাহ সাদিকের আগে পবিত্র হলে

যদি কোন মহিলা সুবাহ সাদিকের আগে মাসিক থেকে পবিত্র হয় ঃ- (ক) পরিপূর্ণ ১০ দিন পর মাসিক থেকে পবিত্র হয়েছে, সুবাহ সাদিকের আগে গোসল করার সুযোগ পাক কিংবা নাই পাক সর্বাবস্থায় ঐ দিনের রোযা রাখবে। (খ) যদি ১০দিনের আগে পবিত্র হয় তাহলে দেখা হবে সুবাহ সাদিকের আগে গোসল করে পবিত্র হতে পারবে কি না? যদি গোসল করে পবিত্র হতে পারে তাহলে ঐ দিনের রোযা রাখা তার জন্য জরুরী, আর যদি এত সময় না থাকে যে গোসল করে পবিত্র হতে পারবে, তাহলে ঐদিনের রোযা রাখা জরুরী নয়। বরং কাযা করবে। (কিতাবুল মাসাইল ২/৭৩, বেহেশতী জেওর ২/৬১, মাসাইলে মাস্তুরাত ৭৮)।

وَلَوْ طَهُرَتْ لَيْلًا صَامَتِ الْغَدَ إِنْ كَانَتْ أَيَّامَ حَيْضُهَا ....دُوْنَ الْعَشَرَةِ.

উচ্চারণ ঃ- অলাও ত্বহারাত লাইলান স্ব-মাতিল গদা ইন্ কা-নাত্ আয়্যামা হাইযুহা .... দূনাল আশারতি। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৭, ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ৩/৪২৯)।

সুবাহ সাদিকের পরে পবিত্র হলে

যদি কোন মহিলা সুবাহ সাদিকের পর দিনের বেলায় মাসিক অথবা নেফাস থেকে পবিত্র হয় তাহলে ঐদিনের রোযা রাখবে না বরং পরে ঐ দিনের রোযা কাযা করবে, কিন্তু রোযাদারদের মত খাওয়া পান করা থেকে বিরত থাকবে। (কিতাবুল মাসাইল ২/৭৩, বেহেশতী জেওর ২/৬১, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১০/৩৯)।

يَسْتَحِبُّ الْإِمْسَاكُ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ .... عَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ.

উচ্চারণ ঃ- ইয়াসতাহিব্বুল ইমসা-কু বাকিয়্যাতুল ইয়াউমা....আলাই হিমুল ক্বাযা-য়ু। (হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ্ ৬৭৮, ফাতাওয়া শামী ৩/৩৮৩, হিন্দিয়া ১/২১৪)।

যে মহিলা দুধ পান করায় তার রোযা

যে সমস্ত মহিলারা বাচ্চাদের দুধ পান করায় তারা নিজের কিংবা বাচ্চার প্রান বাঁচানোর জন্য রোযা না রাখতে পারে। পরে কাযা আদায় করে দেবে। (কিতাবুল মাসাইল ২/৯৯, দারুল উলুম ৬/৪৬৪, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ১৫০)।

وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا .... وَلَاكَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا.

উচ্চারণঃ- অল হা-মিলু অল মুর যিয়ু ইয়া খ-ফাতা আলা আনফুসিহিমা .... অলা কাফফারাতা আলাইহিমা। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৭, ফাতাওয়া শামী ৩/৪০৩)।

দুধ পান করালে রোযা ভাঙবে না

যদি কোন মহিলা বাচ্চাকে দুধ পান করায় তাহলে তার রোযা ভাঙবে না। (খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১২৬)।

রোযা রাখার পর মাসিক হলে

যদি মাসিকের কারণে রোযা না রাখতে পারে, কিংবা রোযা রাখার পর মাসিক হলে রোযা ভেঙে যাবে। এরকম মহিলারা খাওয়া দাওয়া করবে, কিন্তু অপরের সামনে করবে না। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৩/৪১৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪৫৯, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/১৯০)।

وَإِذَاحَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ ....لَايَجِبُ عَلَيْهَا التَّشَبُّهُ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইযা হা-যাতিল মার্ আতু আফ্তারাত অক্বযাত .... লা ইয়াজিবু আলাইহাত্ তাশাব্বুহ। (আল জাওহারাতুন নাইয়ারহ ১/১৭৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৭)।

রমযান মাসে ঔষধ দ্বারা মাসিক বন্ধ করা

মাসিক হওয়া মহিলাদের একটি বৈশিষ্ট। সে জন্য শরীয়ত তাদেরকে এমন দিনে ইবাদাত না করার অনুমতি দিয়েছে। যদি কোন মহিলা ঔষধ দ্বারা মাসিক বন্ধ করে দেয় তাহলে নামায ও রোযা অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু ঔষধ দ্বারা মাসিক বন্ধ করা যদি শরীরের জন্য ক্ষতিকর হয় তাহলে এমন কাজ করা না-জাইয। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৫৭০, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/১৫৮; মাসাইলে মাস্তুরাত ৬৯)।

وَشُرِطَ صِحَّةُ الْأَدَاءِ وَهُوَالْوَقْتُ الْقَابِلُ .... مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.

উচ্চারণ ঃ- অ শুরিতা সিহ্যাতুল আদা-য়ি অহু অল অক্বতুল্ ক-বিলু .... মিনাল হাইযি অন্নিফাসি। (ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ৩/৩৫১, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৫১)।

রোযা ভাঙার পর অসুস্থ কিংবা মাসিক হলে

ইচ্ছাকৃত ভাবে রোযা ভাঙার পর অসুস্থ কিংবা মাসিকা হয়ে গেলে পরে রোযা কাযা করে দেবে, কাফ্ফারা দিতে হবে না। (ফাতাওয়া দারুল উলুম ৬/৪২৮, মাসাইলে মাস্তুরাত ৬৫)।

إِنَّمَا يُكَفِّرُ إِنْ نَوَى لَيْلاً، وَلَمْ يَكُنْ مُكْرِهاً .... كَمَرَضٍ وَحَيْضٍ.

উচ্চারণ ঃ ইন্নামা ইউকাফ্ফিরু ইন্ নাওয়া লাইলান, অ লাম ইয়াকুন্ মুক্রিহান .... কামারাযিন অ হাইযিন। (ফাতাওয়া শামী ৩/৩৯০, আল বাহরুর রায়িক ২/২৫৮)।

রোযা অবস্থায় লিপিষ্টিক ও মেহেন্দী

রোযা অবস্থায় ঠোঁট পালিশ লাগানোর অনুমতি আছে, কিন্তু ভিতরে যাওয়ার আশংকা থাকলে লাগানো মক্রুহ হবে। তবে মেহেন্দী লাগাতে পারে। (আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪৩৪, ইযাহুল মাসাইল ৮৭, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ১৫৪)।

وَيُكْرَهُ مَضْغُ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ.

উচ্চারণ ঃ অ ইউক্রহু মায্ওল ইলাকি লিস্ স্বা-ইমি।

(ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ৩/৩৯৭, ফাতাওয়া শামী ৩/৩৯৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৯)।

রোযা অবস্থায় লজ্জাস্থানে ঔষধ লাগানো

যদি কোন মহিলা রোযা অবস্থায় লজ্জাস্থানে ঔষধ লাগায় তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা দিতে হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ২/৯১, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৫৭৪, দ্বীন কি বাতেঁ ১৮৭)।

لأَنَّ الإِقْطَارَ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ يُفْسِدُ الصَّوْمَ بِلاَ خِلاَفٍ عَلَى الصَّحِيْحِ.

উচ্চারণ ঃ লি আন্নাল ইক্তারা ফি ক্বুবুলিল্ মার্আতি ইউফ্সিদুস্ সাওমা বিলা খিলাফিন আলাস্ স্বহীহি। (আল বাহরুর রায়িক ২/৪৮৮, হিন্দিয়া ১/২০৪, তাতার খানিয়া ৩/৩৭৯)।

ডাক্তার যদি কোন মহিলার লজ্জাস্থানে আঙ্গুল দেয়

কোন অসুখ কিংবা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময় জানার জন্য মহিলা ডাক্তার যদি কোন মহিলার লজ্জাস্থানে হাত দেয় এবং হাতে কোন রকমের পানি কিংবা

ঔষধ না থাকে তাহলে রোয়া নষ্ট হবে না। তবে যদি হাত ভিজে কিংবা হাতে ঔষধ ইত্যাদি লাগিয়ে দেয় তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। (কিতাবুল মাসাইল ২/৯১, দ্বীন কি বাতেঁ ১৮৭, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১৩০)।

وَلَوْأَدْخَلَ أَصْبَعَهُ فِيْ أُسْتِهِ .... لِوُصُوْلِ الْمَاءِ أَوِالدُّهْنِ.

উচ্চারণ ঃ অলাও আদ্খলা আস্বা'হু ফী উস্তিহি .... লি উসুলিল্ মায়ি আবিদ্দুহনি। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৪,.ফাতাওয়া শামী ৩/৩৬৯, ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ৩/৩৮০)।

গর্ভবতী মহিলার রক্ত বার হলে

গর্ভবতী অবস্থায় রক্ত বার হলে রোযা ভাঙবে না। কারণ এটা মাসিক কিংবা নেফাসের রক্ত নয়, বরং রোগের জন্য এমন রক্ত বার হয়। (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/১৫৭)।

إِنَّ الدَّمَ الَّذِيْ يَخْرِجُ أَكْثَرُالْوَلَدِ .... مَايَفْعَلُهُ الطَّاهِرَاتُ.

উচ্চারণ ঃ ইন্নাদ্দামা আল্লাযি ইয়াখ্রুজু আক্সারুল অলাদি .... মা ইয়াফ্আলুহুত্ ত্বাহিরাতু। (আল ফিকহু আলা মাযাহিবিল আরবায়া ১/১৩১)।

প্রসব বেদনার জন্য রোযা ভাঙলে

প্রসব বেদনার কারণেকোন মহিলা রোযা ভেঙে দিলে পরে কাযা করে দেবে, কাফ্ফারা দিতে হবে না। (ফাতাওয়া দারুল উলুম ৬/৪৬৪, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১২৯)।

إِنَّمَايُكَفِّرُإِنْ نَوىٰ لَيْلاًوَلَمْ يَكُنْ مُكْرِهاً .... كَمَرَضٍ وَحَيْضٍ.

উচ্চারণ ঃ ইন্নামা ইউকাফ্ফিরু ইন্ নাওয়া লাইলান, অ লাম ইয়াকুন্ মুক্রিহান .... কামারাযিন অ হাইযিন। (ফাতাওয়া শামী ৩/৩৯০, আল বাহরুর রায়িক ২/২৫৮)।

গর্ভবতী মহিলাদের জন্য সুবিধা

গর্ভবতী মহিলার যদি এমন অসুবিধা হয় যার দ্বারা নিজের কিংবা বাচ্চার প্রাণের ক্ষতি হতে পারে, এমন মহিলা রোযা ভেঙে দিতে পারে। পরে কাযা করে দেবে, কাফ্ফারা দিতে হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ২/৯৯)।

اَلْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا .... وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا.

উচ্চারণ ঃ আল্হামিলু অল্মুর্জিউ ইযা খাফাতা আলা আন্ফুসিহিমা .... অলা কাফ্ফারাতা আলাইহিমা। (হিন্দিয়া ১/২০৭, তাতার খানিয়া ৩/৪০৪, ফাতাওয়া শামী ৩/৪০৩)।

রোযা অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করলে

রোযা অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করলে দুজনকেই রোযা কাযা করতে হবে, তবে ইচ্ছাকৃত ভাবে স্ত্রী সঙ্গম করলে দুজন কেই কাফ্ফারা দিতে হবে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৬১২)।

مَنْ جَامَعَ عَمْدًا فِي أَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ .... إِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً.

উচ্চারণ ঃ মান্ জা মাআ আমাদান ফী আহ্দিস্সাবিলাইনি .... ইন্ কানাত মুত্বাবিআতুন। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৫, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৫৯)।

স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফল রোযা রাখা

স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর জন্য নফল রোযা রাখা মকরুহ, কিন্তু স্বামী যদি অসুস্থ হয় কিংবা স্বামীও রোযা রেখেছে অথবা এহ্রাম অবস্থায় আছে তাহলে মকরুহ হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ২/৯৭)।

وَيُكْرَهُ أَنْ تَصُوْمَ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا.... بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইউকরাহু আন তা সূমাল মার আতু তাতাউবুয়ান বিগইরি ইযনি যাওজিহা .... বিহাজ্জিন্ আউ উমরাতিন।

(ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০১, ফাতাওয়া শামী ৩/৪১৫, আল অলিজিয়া ১/২২৯)।

নফল রোযা রাখার পর মাসিক হলে

কোন মহিলা নফল রোযা রেখেছে, যদি সুবাহ সাদিকের পর মাসিক এসে যায় তাহলে পরে এই রোযার কাযা করবে। কারণ কোন নফল ইবাদাত শুরু করার পর সেটা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। (কিতাবুল মাসাইল ২/৭৬, মাসাইলে মাস্তুরাত ৬২, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১২৯)।

إِذَا حَاضَتِ الصَّائِمَةُ الْمُتَطَوِّعَةُ يَجِبُ الْقَضَاءُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.

উচ্চারণ ঃ- ইযা হা-যাতিস স্বা-য়িমাতুল মুতাতাউবিয়াতু ইয়াজিবুল ক্বযা-য়ু কী আসাহহির রিওয়াইয়া তাইনি। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২১৫)।

কাফ্ফারার রোযা রাখার সময় মাসিক হলে

কাফ্ফারার রোযা রাখার মাঝখানে মাসিক হলে কোন অসুবিধা নেই। মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে রোযা রাখা শুরু করে দেবে, এমনভাবে ৬০টি রোযা পরপর পূর্ণ করবে, কিন্তু মাসিক বন্ধ হওয়ার পর এক দিনও দেরী করলে পুনরায় শুরু থেকে ৬০টি রোযা রাখতে হবে। (আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪৪২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/১৮০, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৫৭২)।

صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ أَفْطَرَ وَلَوْ بِعُذْرٍ ... ذَكَرَهُ السَّيِّدُ.

উচ্চারণ ঃ- স্বা-মা শাহরাইনি মুতাতাবি আইনি, ফাইন আফ তারা অলাউ বিউয়রিন .... যাকারা হুস সায়্যিদু।

(হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৬৭০, ফাতাওয়া শামী ৩/৩৯০)।

রোযাদার স্ত্রীর সঙ্গে জোর পূর্বক সহবাস করলে

-রমযান মাসে রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে যদি জোর পূর্বক স্ত্রী সঙ্গম করে তাহলে স্ত্রীর উপর কেবলমাত্র কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা দিতে হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ২/৮৯)।

وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ ... بَعْدَ ذَلِكَ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইন-কা-নাত মুকরি হাতুন ফা আলাইহাল্ ক্বযাউ .... বা'দা যালিকা।

(ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৫, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৫৯)।

লজ্জাস্থানে আঙ্গুল দেওয়ার পর রোযা ভেঙে গেছে মনে করে কিছু খেলে

লজ্জাস্থানে শুষ্ক আঙুল বা অন্য কোন বস্তু দিলে রোযা নষ্ট হয় না। তারপর খাওয়া দাওয়া করলে রোযা ভেঙে যাবে। কাযা এবং কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। তবে যদি আঙুল ভিজে হয় কিংবা শুষ্ক আঙুল ভিতরে ঢুকিয়ে পুরো কিংবা কিছুটা বার করে নিয়ে আবার ভিতরে দেয় তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। রোযা

কাযা করবে, কাফফারা দিতে হবে না। তারপর খাওয়া -দাওয়া করলেও কাফ্ফারা দিতে হবে না। (আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪৪৫)।

قَالَ فِي الْعَلَائِيَّةِ فَعَلَ مَالَا يَظُنُّ الْفِطْرُ .... بِالْبَلَّةِ.

উচ্চারণ ঃ- ক্বলা ফিল্ আলাইয়্যাতি ফা'লা মালা ইয়াযুন্নুল্ ফাত্রু .... বিল্বাল্লাতি। (ফাতাওয়া শামী ২/১১৮)।

মাসিকের সময় কেউ রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে

রমযান মাসে মাসিক কিংবা নেফাস ইত্যাদির কারণে মহিলারা রোযা রাখে না। কেউ রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সত্য কথা বলা লজ্জা জনক হয়, লজ্জা হওয়াও দরকার। সেজন্য এমন কথা বলা দরকার যা মিথ্যা হবে না, যেমন এ রকম বলবে আমি তো তোমাদের সঙ্গে সাহারী খেয়েছি, কিংবা তোমাদের সঙ্গে ইফতার করব ইত্যাদি। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৫৭২, মাসাইলে মাস্তুরাত ৭৪, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৪৫৬)।

দূর্বলতার জন্য যদি রোযার ফিদিয়া দিতে চায়

কোন মহিলা যদি এত বৃদ্ধা কিংবা এত অসুস্থ হয় যে একেবারেই রোযা রাখতে পারবে না, কিংবা আগামীতে রোযা রাখতে পারবে এরকম ভরসা করা যায় না। এমন মহিলারা প্রতি রোযার পরিবর্তে কোন ফকিরকে দু'টাইম খানা খাওয়াবে অথবা দু'শের গম (১৬৬০গ্রাম) কিংবা তার মূল্য আদায় করবে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৫৯৭, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ১৬০, মাসাইলে মাস্তুরাত ৮২)।

فَالشَّيْخُ الْفَانِي الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ .... فِي الْكَفَّارَةِ.

উচ্চারণ ঃ- ফাশ্শাইখুল ফানি আল্লাযী লা ইয়াক্বদিরু আলাস্সিয়ামি ... ফিল্কাফ্ফারাতি। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৭, হেদায়া ১/২২২)।

মহিলাদের এতেকাফ

মহিলারা যদি এতেকাফ করতে চায় তাহলে নিজেদের ঘরের নির্দিষ্ট কামরায় এতেকাফ করতে পারে, ঐ কামরাটা তার জন্য মসজিদের হুকুমে হবে অর্থাৎ

বিনা প্রয়োজনে ঐ কামরা থেকে বাইরে আসবে না। (কিতাবুল মাসাইল ২/১২২, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৬২৯, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/২০৭)।

وَالْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِيْ مَسْجِدِ بَيْتِهَا .... لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

উচ্চারণ ঃ- অল মারআতু তা'তাকিফু মাসজিদি বাইতিহা .... লিহাযাতিল ইন্সানি। (হিন্দিয়া ১/২১১, কাযী খান ১/২২১, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৬৯৯)।

মসজিদের নির্ধারিত জায়গায় এতেকাফ করা

বহু মসজিদে মহিলাদের জন্য নামায পড়ার জায়গা নির্ধারিত করা থাকে, মহিলারা সেখানে এতেকাফ করবে না বরং ঘরে এতেকাফ করবে। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১০/২৭৮)।

هُوَ (أَيِ الْإِعْتِكَافُ) .... أَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ عَدَمُ صِحَّتِهِ.

উচ্চারণ ঃ- হুয়া (আয়িল এ'তেকাফু) .... আন্না যাহিরার্ রিওয়া য়াতি আদামু সিহ্যাতিহী। (ফাতাওয়া শামী ৩/৪২৮, আন নাহরুল ফায়িক ২/৪৫, ফাতাওয়া কাযী খান ১/২২১)।

এতেকাফের জায়গা পরিবর্তন করা

এতেকাফের জন্য জায়গা নির্ধারিত করার পর জায়গা পরিবর্তন করা জাইয নয়। বাইরে হোক কিংবা ভিতরে। (খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৪৭৭)।

মাসিক কিংবা নেফাস হলে এতেকাফ ভেঙে যাবে

মাসিক অবস্থায় মহিলারা এতেকাফ করতে পারবে না। আর যদি এতেকাফ অবস্থায় মাসিক কিংবা নেফাস হয় তাহলে এতেকাফ ভেঙে যাবে। (কিতাবুল মাসাইল ২/১২১, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৬২৮, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ১৬৬)।

وَلَوْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيْ حَالِ الْإِعْتِكَافِ .... مِنَ الْبَقَاءِ.

উচ্চারণ ঃ- অলাও হা- যাতিল মারআতু ফী হালিল ই'তি কা ফি মিনাল বাক্বা-য়ি। (বাদায়ে উস সানায়ে ২/২৮৭)।

এতেকাফ ভেঙে গেলে কিভাবে আদায় করবে?

যে দিন মাসিক শুরু হবে কেবলমাত্র সে দিনের এতেকাফ পরে রোযা অবস্থায় কাযা আদায় করলে হয়ে যাবে। ক্ষমতা থাকলে পুরো ১০দিনের এতেকাফ করবে। তা নাহলে মাসিক আসার পর যতদিন এতেকাফ শেষ হতে বাকি থাকবে সে কদিনের এতেকাফ রোযা অবস্থায় আদায় করবে। (ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২৮৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫১১, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১০/২৫৬)।

وَإِذَا فَسَدَ الْاِعْتِكَافُ الْوَاجِبُ وَجَبَ قَضَاؤُهُ .... كَالْحَيْضِ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইযা ফাসাদাল ই'তিকা-ফুল ওয়াজিবু অজাবা ক্বযা-উহু .... কাল হাইযি।

(ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২১৩)।

স্বামীর বিনা অনুমতিতে এতেকাফ করা

মহিলারা স্বামীর বিনা অনুমতিতে এতেকাফ করবে না। (খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৪৭৫)।

এতেকাফকারী মহিলা স্বামীর থেকে আলাদা থাকবে

এতেকাফকারী মহিলা স্বামীর থেকে আলাদা থাকবে। কেননা এতেকাফ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী সঙ্গম করলে এতেকাফ ভেঙে যাবে। তাছাড়া এতেকাফ অবস্থায় দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা মক্‌রুহ। (কিতাবুল মাসাইল ২/১২৩, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১০/২৮০, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৪৭৬)।

وَمِنْهَا الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ .... لَمْ يُفْسِدْ.

উচ্চারণ ঃ- অ মিনহাল জিমা-য়ু অ দাওয়া ইযাহু ফাইয়াহরুমু আলাল মু'তাকিফি .... লাম ইউফসিদ।

(হিন্দিয়া ১/২১৩, ফাতাওয়া শামী ৩/৪৪২, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ৭০৫)।

এতেকাফ অবস্থায় ঘরের বারান্দায় আসা

এতেকাফকারী মহিলা বিনা প্রয়োজনে যে কামরায় এতেকাফ করবে সেখান থেকে বার হয়ে বারান্দায় আসলে এতেকাফ ভেঙে যাবে। (কিতাবুল মাসাইল ২/১২৩, ফাতাওয়া দারুল উলুম যাকারিয়া ৩/৩২৯)।

وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْخُرُوْجُ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ .... لَوْ نَفْلاً.

উচ্চারণ ঃ- অ হারুমা আলাইহিল খুরুজু ইল্লা লিহাজাতিল ইন্সানি .... লাও নাফ্লান। (শামী ৩/৪৩৫, হিন্দিয়া ১/২১২, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৬৯৯)।

এতেকাফ অবস্থায় রান্না করা

যদি কেউ রান্না করার না থাকে তাহলে যে কামরায় এতেকাফ করবে সেখানে রান্না করতে পারে। (কিতাবুল মাসাইল ১/১২৩, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১০/২৫১, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১৩৫)।

وَأَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَنَوْمُهُ .... يَفْعَلُ الْمُعْتَكِفُ هٰذِهِ الأَشْيَاءَ فِي الْمَسْجِدِ.

উচ্চারণ ঃ- অ আক্লুহু অশুরবুহু অ নাওমুহু .... ইয়াফ্আলুল মু'তাকিফু হাযিহিল আশ্ইয়ায়া ফিল্মাস্জিদি।

(আল বাহরুর রায়িক ২/৫৩০, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৭০৪)।

এতেকাফ অবস্থায় ঘরের কাজ করা

এতেকাফকারী মহিলা নিজের কামরায় বসে ঘরের প্রয়োজনীয় কাজ যেমন শাক-সব্জি কাটা, রান্নাকরা, কাপড় ইত্যাদি সেলাই করা করতে পারে, এর দ্বারা এতেকাফ ভাঙবে না, কিন্তু উত্তম হল এতেকাফকারী মহিলা বেশির ভাগ সময় ইবাদাতের মধ্যে কাটাবে, অপ্রয়োজনে ঘরের কাজে লিপ্ত হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ২/১২৩, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১০/২৫১, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৪৭৬)।

وَقِيْلَ إِنْ كَانَ الْخَيَّاطُ يَحْفَظُ الْمَسْجِدَ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَخِيْطَ فِيْهِ.

উচ্চারণ ঃ- অক্বীলা ইন্কানাল্ খইয়াতু ইয়াহ্ফাযুল্ মাস্জিদা ফালা বা'সা বিআন্ ইয়াখিতা ফিহী। (তাবীনুল হাকায়িক ২/২২৯)।

যাকাত অধ্যায়

মহিলারা দেনমাহ্‌রের যাকাত দেবে

মহিলা যদি তার দেনমাহ্‌র আদায় করে নেয় আর তা যদি যাকাতের নেসাবের পরিমাণ অথবা তার বেশি হয় তাহলে দেনমাহ্‌র আদায় করার সময় থেকে এক বছর পরিপূর্ণ হয়ে গেলে যাকাত দিতে হবে। আর যদি নেসাব পরিমাণ না হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে যদি কিছু সম্পদ থাকে যা যুক্ত করলে নেসাব পরিপূর্ণ হয়ে যায় তাহলেও যাকাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। যতক্ষন পর্যন্ত দেন মাহ্‌র নিজ অধিনে না নিতে পারবে, ততক্ষন পর্যন্ত মহিলার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। (ইযাহুন নাওয়াদির ২/১১, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ১৭৩, কিতাবুল মাসাইল ২/১৪৭)।

فَتَجِبُ .... مَا يَضِمُّ إِلَى الدَّيْنِ الضَّعِيْفِ.

উচ্চারণ ঃ- ফাতাজিবু .... মা ইয়াযিম্মু ইলাদ্ দীনিয্ যায়ীফি।

(শামী ৩/২৩৮, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা ফালাহ ৭১৬, আল বাহরুর রায়িক ৩/৩২)।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে যাকাত দেওয়া

স্ত্রী, স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না, এমনিভাবে স্বামীও স্ত্রীকে যাকাত দিতে পারবে না। (কিতাবুল মাসাইল ২/১৮৭, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৫/১৫৪, বেহেশতী জেওর ৩/৩২)।

وَلَا يُعْطِي زَوْجَتَهُ ....وَكَذَا لَا تُعْطِي الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ.

উচ্চারণ ঃ- অ লা ইউ'তি যাও জাতাহু .... অকাযা লা তু'তিল্ মার্‌আতু যাওজাহা ইন্দা আবি হানিফাতা। (ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ৩/২০৭, হিন্দিয়া ১/১৮৯, ফাতাওয়া শামী ৩/১৭৩)।

স্ত্রী নিজ গহনার যাকাত দেবে

বাপের বাড়ি থেকে মহিলাদেরকে যে সোনা -গহনা দেওয়া হয় তা যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। স্বামীর বাড়ি থেকে যে গহনা দেওয়া হয় তা যদি মহিলার জন্য নির্দিষ্ট করে দেয় কিংবা পারিবারিক নিয়ম যদি এরকম হয় যা মহিলাকে দেওয়া হয় তা মহিলার হয়ে যায় তাহলে এরকম গহনার উপরও যাকাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। (ইযাহুন নাওয়াদির ২/১২, মাহমুদিয়া ৯/৩৬৮, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ১৭২)

وَسَبَبُهُ أَيْ سَبَبِ إِفْتِرَاضِهَا مِلْكُ نِصَابٍ.... مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ.

উচ্চারণ ঃ- অ সাবাবুহু আই সাবাবি ইফতিরা যিহা মিল্‌কু নিসাবিন .... মিন জিহাতিল্ ইবাদি। (শামী ৩/১৭৪, হিন্দিয়া ১/১৭৯, আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস ৩/১৫৮)।

যে গহনাগুলি সব সময় পরা হয়না তার উপর যাকাত

সোনা -রূপো যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। সেটা সব সময় ব্যবহার করা হোক কিংবা না হোক। (খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১২৩)

ভাই-বোন একে-অপরকে যাকাত দেওয়া

বোন নিজ ভাইকে যাকাত দিতে পারবে, এমনিভাবে ভাইও নিজ বোনকে যাকাত দিতে পারবে। তবে যেন একই সংসারে থাকাকালিন না হয়। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ১৮০, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৫/১৫৩, বেহেশতী জেওর ৩/৩২)।

وَقَيَّدَ بِالْوِلَادِ لِجَوَازِهِ لِبَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ .... لِأَنَّهُ صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ.

উচ্চারণ ঃ- অক্বয়্যিদা বিল্‌বিলাদি লিজাওয়াযিহি লিবাক্বিয়্যাতিল আক্বারিদি .... লিয়ান্নাহু সিলাতুন ও স্বদাক্বাতুন।

(ফাতাওয়া শামী ৩/২৯৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯০, ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ৩/২০৬)।

সয়য়েদ বংশের গরীব স্ত্রীকে যাকাত দেওয়া

স্বামী সয়য়েদ বংশের যার কারণে, যাকাত, ফেতরার পয়সা নেওয়া তার জন্য জায়েয না, তবে স্ত্রী সয়য়েদ বংশের নয় এবং স্ত্রী যাকাতের হকদার, এমন গরীব মহিলাকে যাকাত দেওয়া যেতে পারে। ঐ পয়সা নিয়ে চাইলে নিজ স্বামী ও বাচ্চাদের উপর খরচ করতে পারে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৫/১৪৫, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৪৪১)।

وَيَجُوْزُ الدَّافِعُ إِلَىٰ مَنْ عَدَاهُمْ مِنْ بَنِ هَاشِمٍ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইয়াজুযুদ্ দাফ্‌য়ু ইলা মান আদাহুম মিন বানি হাশিম। (হিন্দিয়া ১/১৮৯)।

মহিলার ফিতরা কে দেবে?

মহিলা যখন নিজে নেসাবের মালিক হবে তখন নিজেই ফিতরা আদায় করবে। যদি স্বামী আদায় করে দেয় তাহলেও আদায় হয়ে যাবে। (খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৪৫১, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১২৩)।

মহিলারাও জবাই করতে পারে

বহু মানুষ মহিলাদের জবাইকে হালাল মনে করেন না। ইহা একেবারেই ভুল ধারণা। মহিলাদের জবাই নিঃসন্দেহে হালাল ও বৈধ। তবে যেন জবাইয়ের মসলা-মাসাইল সম্পর্কে অবগত থাকে। (খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ২১৫, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ২/৪২৫, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৬/২৮৬)।

হজ্ব অধ্যায়

মহিলাদের উপর হজ্ব ফরয হওয়ার শর্ত

হজ্ব ফরজ হওয়ার জন্য যে জিনিসগুলি পুরুষদের জন্য শর্ত সে গুলো মহিলাদের জন্যও শর্ত। যেমন শারীরিক ভাবে সুস্থ হওয়া এবং ধন-সম্পদ হওয়া ইত্যাদি। মহিলাদের জন্য যে শর্তটি বেশি তা হল হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য নিজের খরচার সাথে সাথে কোন মাহরাম কিংবা স্বামীর হজ্বের খরচার মালিক হওয়া। সুতরাং কোন মহিলার কাছে কেবলমাত্র যদি নিজের খরচা থাকে তাহলে উত্তম কথা তার উপর হজ্ব ফরয হবে না, কিন্তু সে যদি কোন মাহ্রাম কিংবা স্বামীর সাথে ঐ খরচায় হজ্বে চলে যায় তাহলে তার ফরয আদায় হয়ে যাবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৮৮, আনওয়ারে মানাসিক ১৭৪, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৫৩৩)।

فَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُوْنَ قَادِرَةً عَلَىٰ نَفَقَتِهَا وَ نَفَقَةِ.

উচ্চারণ ঃ- ফা ইয়াশ তারিতু আন তাকূনা ক্বা-দিরাতান আলা নাফাকাতিহা অ নাফাকাহিহী। (শামী ৩/৪৬৪, গুনিয়াতুন নাসিক ৩২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২১৯)।

কোন মহিলার কাছে হজ্বের খরচা সমতুল্য গহনা থাকলে

কোন মহিলার কাছে এতটা পরিমান সোনা ও রূপোর গহনা আছে যার মূল্য তার জন্য এবং তার কোন মাহ্রাম কিংবা স্বামীর জন্য হজ্বের খরচা হয়ে যাবে, তাহলে এমন মহিলার উপর হজ্ব ফরয হয়ে যাবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৮৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫১৬, খাওয়াতীন কে মাসাইলে হজ্ব ও উমরাহ্ ১০)।

হজ্ব যাত্রায় শুধুমাত্র মহিলাদের কাফেলা

শুধুমাত্র মহিলাদের দলবদ্ধভাবে হজ্বে যাওয়া না-জাইয। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৮৯, মাসাইলে হজ্ব বারায়ে খাওয়াতীন ৩৩, খাওয়াতীন কে মাসাইলে হজ্ব ও উমরাহ্ ২৪)।

وَلَوْ عَجُوْزًا وَمَعَهَا غَيْرُهَا مِنَ النِّسَاءِ الثِّقَاتِ.

উচ্চারণ ঃ- অ লাউ আজূযান অ মা আহা গইরাহা মিনান নিসা-য়িস সিকা-তি। (গুনিয়াতুন নাসিক ৩০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২১৯)।

পরপুরুষের সাথে হজ্ব যাত্রা নিষেধ

মহিলাদের উপর হজ্ব আদায় করা তখন ওয়াজিব হবে যখন তার সাথে কোন মাহ্‌রাম কিংবা স্বামী হজ্ব করার জন্য তৈরি হবে। পরপুরুষের সাথে হজ্ব যাত্রা করা নিষেধ। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৮৯, আনওয়ারে মানসিক ১৭৮, বেহেশতী জেওর ৩/৪৪)।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا تُسَافِرُ اِمْرَأَةٌ.... وَ مَعَهَا زَوْجُهَا.

উচ্চারণ ঃ- ক্বা-লা রসূলুল্লাহি (সাঃ) লা তুসা-ফিরু ইমরা আতুন ....অ মাআহা যাউজাহা। (সুনানে দারা কুতনী ২/১৯৯, আল বাহরুর রায়িক ২/৫৫১, ফাতাওয়া শামী ৩/৪৬৫)।

মাহ্‌রাম নিরাপত্তা হওয়া শর্ত

মহিলার সাথে যে মাহ্‌রাম থাকবে তাকে সত্যবাদী ও নেককার হওয়া শর্ত। আর যদি সে নিরাপত্তা না হয় কিংবা তার সঙ্গে গেলে ফিতনার আশঙ্কা হতে পারে, তাহলে এমন মাহ্‌রামের সঙ্গে হজ্বে যাওয়া মহিলার জন্য জাইয নয়। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৮৯, আনওয়ারে মানাসিক ১৭৬)।

وَيَشْتَرِطُ أَنْ يَكُوْنَ الْمُحْرِمُ أَوِالزَّوْجُ مَأْمُوْنًا عَاقِلًا بَالِغًا غَيْرَ فَاسِقٍ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইয়াশতা রিতু আই ইয়াকুনাল মুহরিমু আবিয যাউজু মা'মূনান আ-ক্বিলান বা- লি গান গইরা ফা সিক্বিন।

(গুনিয়াতুন নাসিক ৩১, ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ৩/৪৭৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২১৯)।

শাশুড়ী জামাইয়ের সাথে সফর করা

শাশুড়ী যদি বৃদ্ধা হয় এবং কোন ফিতনার ভয় না থাকে তাহলে জামাইয়ের সাথে হজ্বে যেতে পারে, কিন্তু শাশুড়ী যদি যুবতী হয় ফিতনার ভয় থাকার কারণে জামাইয়ের সাথে যাওয়া নিষেধ। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৮৯, আনওয়ারে মানাসিক ১৭৬, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৮/৬৩)।

স্বামী কিংবা কোন মাহ্‌রাম সঙ্গে যাবার জন্য না পেলে

কোন মহিলার উপর হজ্ব ফরয হয়ে গেছে, কিন্তু সঙ্গে যাবার জন্য স্বামী

কিংবা কোন নিরাপত্তা মাহ্‌রাম পাচ্ছে না, তাহলে এমন মহিলা হজ্ব করতে দেরী করবে। যাতে করে কোন মাহ্‌রাম পেয়ে যায়। এরকম দেরী করার কারণে গুনাহগার হবে না। এমনিভাবে অপেক্ষা করতে করতে যদি মৃত্যুর সময় চলে আসে তাহলে হজ্বে বদল (নিজের পরিবর্তে কাউকে হজ্ব করার জন্য বলা) -এর অসিয়ত করবে। প্রত্যেকের আন্তরিক ইচ্ছাই এটা যে তাড়াতাড়ি মক্কা- মদিনার যিয়ারত করা, কিন্তু শরীয়তের হুকুম নিজ ইচ্ছার থেকে অনেক উর্দ্ধে, ইহা কখনো অবহেলা না করা দরকার। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৯০, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/১৫৬, মাহমুদিয়া ২২/৪৪১)।

বৃদ্ধা মহিলা পরপুরুষের সাথে হজ্ব যাত্রা করলে

কিছু কিছু উলামাদের মতে ৬০-৭০ বছরের বৃদ্ধা মহিলা মাহ্‌রাম ছাড়াও বিশ্বস্থ লোকেদের সাথে সফর করতে পারে, কিন্তু ফিতনা থেকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা হওয়া শর্ত। আর যেহেতু হজ্ব যাত্রার সময় পদে পদে সাহায্যের দরকার হয় সেহেতু উত্তম হল, কোন মহিলা চাই যে যুবতী হোক কিংবা বৃদ্ধা মাহ্‌রাম অথবা স্বামী ছাড়া হজ্বের ইচ্ছা পোষন না করা। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৯০, আনওয়ারে মানাসিক ১৭৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/২০১)।

أَمَّا الْعَجُوْزُ الَّتِيْ لَا تَشْتَهِيْ فَلَا بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا..... وَاِلَّا لَا.

উচ্চারণ ঃ- আম্মাল আজূযু আল্লাতি লা তাশতাহী ফালা বা'সা বিমুসা-ফাহাতিহা....ও ইল্লা লা। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫২৯, ফাইযুল বারী ২/৩৯)।

কোন মহিলা স্বামী কিংবা মাহ্‌রাম ছাড়া হজ্ব করলে

কোন মহিলা স্বামী কিংবা মাহ্‌রাম ছাড়া দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে হজ্বের যাবতীয় নিয়মাবলী পালন করে নিলে ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু যদি মহিলা যুবতী হয় তাহলে গায়ের মাহ্‌রামের সাথে হজ্ব করার কারণে গুনাহগার হবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৯১, আনওয়ারে মানাসিক ১৭৮, মুয়াললিমুল হুজ্জাজ ৮৪)।

وَلَوْ حَجَّتْ بِلَا مُحْرِمٍ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ.

উচ্চারণ ঃ অলাউ হাজ্জাত বিলা মাহরামিন জা-যা মাআল কারা-হাতি।

(ফাতাওয়া শামী ৩/৪৬৫, গুনিয়াতুন নাসিক ৩৪)।

সফর করার আগে ইদ্দত পালন করতে হলে

হজ্বযাত্রা শুরু করার আগে স্বামীর মৃত্যু অথবা তালাকের ইদ্দত শুরু হয়ে গেলে মহিলাদের জন্য অবশ্যই হজ্বযাত্রা বাতিল করতে হবে, কিন্তু পরে আদায় করবে। তবে যদি ইদ্দতের সময় হজ্ব করে তাহলে হজ্ব আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু গুনাহগার হবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩৫৩৯১, আনওয়ারে মানাসিক ১৮১, বেহেশতী জেওর ৩/৪৬)।

فَلَا تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَى الْحَجِّ فِيْ عِدَّةِ طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ.

উচ্চারণঃ- ফালা তাখরুজুল মারআতু ইলাল হাজ্জি ফী ইদ্দাতি ত্বালাকিন আউ মাউতিন। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২১৯, গুনিয়াতুন নাসিক ৩৫, ফাতাওয়া কাযী খান ১/২৮৩)।

সফর শুরু করার পর ইদ্দত পালন করতে হলে

সফর শুরু করার পর যদি ইদ্দত পালন করতে হয় তাহলে ঃ-(১) যদি তালাকে রজয়ীর ইদ্দত পালন করতে হয় এবং স্বামী সঙ্গে থাকে তাহলে মহিলা স্বামীর সঙ্গেই থাকবে। স্বামী দেশে ফিরে আসুক কিংবা হজ্বের জন্য যাক। স্বামীর জন্য উত্তম হল স্ত্রীকে গ্রহণ করা। (২) যদি তালাকে বায়িন অথবা স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালন করতে হয় তা হলে ভারতবর্ষ ইত্যাদি জায়গা থেকে যাওয়া মহিলাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন হুকুম। (ক) ঘর থেকে রওয়ানা হয়ে গেছে, কিন্তু এয়ারপোর্ট যদি ঘর থেকে সফরের পরিমাপের চেয়ে কম হয় আর ইতি মধ্যে যদি ইদ্দত পালন করতে হয় তাহলেও হজ্বের সফর বাতিল করে দেবে। (খ) এয়ারপোর্ট যদি ঘর থেকে সফরের পরিমাপের চেয়ে বেশি হয় তাহলেও হজ্বের সফর বাতিল করে দেওয়া উত্তম। (গ) যদি সৌদি আরব পৌঁছে যায় এবং সেখানে ইদ্দত পালন করার কোন ব্যবস্থা না থাকে, আর যেহেতু কাফেলা বা দল ছাড়া মহিলাদের জন্য আলাদা থাকা খুবই কষ্টকর। এরকম মহিলারা সাথী-সঙ্গীদের সাথে হজ্বের নিয়মাবলী আদায় করবে, কিন্তু যেখানে অবস্থান করবে বিনা প্রয়োজনে বাইরে আসবে না এবং গহনা ব্যবহার করবে না। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৯১, আনওয়ারে মানাসিক ১৮৩)।

وَ إِنْ لَزِمَتْهَا بَعْدَ الْخُرُوْجِ إِلَى السَّفَرِ..... حَتّٰى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

উচ্চারণ ঃ- অ ইন লাযিমাতহা বাদাল খুরুজি ইলাস্ সাফারি .... হাত্তা তানক্বাযিয়া ইদ্দাতুহা।

(বাদায়ে উস সানায়ে ২/৩০১,ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ৩/৪৭৫, গুনিয়াতুন নাসিক ৩৫)।

স্ত্রীকে ফরয হজ্ব থেকে বাঁধা দেওয়া

কোন মহিলার উপর হজ্ব ফরজ হয়ে গেছে এবং তার সঙ্গে যাবার জন্য কোন বিশ্বাস যোগ্য মাহ্রাম পেয়ে গেছে, তাহলে স্বামীর হুকুম মানবে না, বরং হজ্বে চলে যাবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৯২, আনওয়ারে মানাসিক ১৭৫, বেহেশতী জেওর ৩/৪৪)।

وَإِذَا وَجَدَتْ مُحْرِمًا، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا .....دُوْنَ التَّطَوُّعِ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইযা অজাদাত মুহ্রিমান, অলা ইয়াযানু লাহা যাওজাহা .... দূনাত্ তাত্বাউবুয়ি।

(ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ৩/৪৭৫, ফাতাওয়া শামী ৩/৪৬৫, ফাতহুল ক্বদীর ২/৪২৮)।

স্ত্রীকে নফল হজ্ব থেকে বাঁধা দেওয়া

স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল হজ্বের এহ্রাম বেঁধে নেয়, তারপর স্বামী যদি তাকে হজ্ব করতে নিষেধ করে দেয় তাহলে স্বামী তাকে নিষেধ করতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর উপর একটা কুরবাণী এবং একটা হজ্ব ও উমরাহ্ পরে কাযা আদায় করতে হবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৩৯, আনওয়ারে মানাসিক ১৭৫)।

أَنَّ لِلرَّجُلِ مَنْعَ زَوْجَتِهِ مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَى الْحَجِّ التَّطَوُّعِ.

উচ্চারণ ঃ- আন্না লিররজূলি মানাআ যাউজাতাহু মিনাল খুরূজি ইলাল হাজ্জিত তাতাউবুয়ি।

(এলাউস সুনান ৬/১৫, বিনায়া ৪/১৫৩, গুনিয়াতুন নাসিক ৩৩)।

হজ্বে বদল / বদলি হজ্ব করানোর পর মাহ্রাম পেয়ে গেলে

কোন মহিলা স্বামী কিংবা কোন মাহ্রাম সঙ্গে যাবার জন্য না পাওয়ার

কারণে নিজের পরিবর্তে কাউকে হজ্ব করিয়ে দিয়েছে। তারপর সঙ্গে যাবার জন্য কোন মাহ্‌রাম পেয়ে গেছে তাহলে ঐ হজ্বটা নফল হয়ে যাবে এবং মাহ্‌রামের সাথে আবার তাকে হজ্ব করতে হবে। এ জন্য ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগন লিখেছেন মহিলাদের এত অপেক্ষা করা দরকার যাতে সে বৃদ্ধা হওয়ার কারণে সফর করতে অক্ষম হয়ে যায়। তবে যদি অন্যের দ্বারা হজ্ব করিয়ে নেওয়ার পর মৃত্যু পর্যন্ত কোন মাহ্‌রাম না পায়, তাহলে ঐ হজ্ব এই মহিলার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৩৯, আনওয়ারে মানাসিক ৩/৫৫৯)।

ছোট বাচ্চার কারণে হজ্ব করতে দেরী করা

কোন মহিলার উপর হজ্ব ফরয হয়ে গেছে, কিন্তু তার কোলে ছোট বাচ্চা আছে যার কারণে হজ্ব করতে দেরী করলে দেরী করার অনুমতি আছে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৯৩, আনওয়ারে মানাসিক ৩/১৫৯)।

أَنَّ التَّأْخِيْرَ فِي الْحَجِّ .... كَحَضَانَةِ الْوَلَدِ الصَّغِيْرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ.

উচ্চারণ ঃ- আন্নাত্ তা'খীরা ফিল হাজি .... কা হাসা-নাতিল অলাদিস্ সগীরি আল মুহতাজি ইলাইহি। (এলাউস সুনান ৬/৯)।

মাসিক অবস্থায় এহ্‌রাম বাঁধা

হজ্ব অথবা উমরার সফর করার সময় নাপাক অবস্থায় থাকলে গোসল করে পাক-সাফ হয়ে ঐ অবস্থায় নিয়্যাত করে তালবিয়া পড়ে নিলে তার এহ্‌রাম শুরু হয়ে যাবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৯৪, আনওয়ারে মানাসিক ১৯১, মুয়াললিমুল হুজ্জাজ ১০৬)।

এহ্‌রাম বাঁধার পর মাসিক হলে

এহ্‌রাম বাঁধার পর মাসিক হলে এহ্‌রাম খুলবে না। বরং আরাফার ময়দানে গিয়ে অবস্থান করবে, তবে তোয়াফ করবে না। মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে তোয়াফ করবে। এমতাবস্থায় কোন দম (কুরবানী) দিতে হবে না। (মাহমুদিয়া ২২/৪২২)।

وَلَمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ حِيْنَ .... كَرَمْيِ الْجِمَارِ

উচ্চারণ ঃ- অলাম্মা করিয়া আনিন নাবিয়্যি (সাঃ) আনাহু কালা লি আয়িশাতা হীনা ... কার মিয়িল জিমারি।

(বাদায়ে উস সানায়ে ২/৩০৫, তাবীনুল হাকায়িক ২/২৪৯, মোয়াত্তা মালিক ১/১৩২)।

নাপাক অবস্থায় হজ্বের নিয়মাবলী পালন করা

জিলহজ্ব মাসের ৮তারিখে মক্কা থেকে মিনা যাবার সময় যদি কোন মহিলা নাপাক অবস্থায় থাকে তাহলে গোসল করে পাক-সাফ হয়ে হজ্বের এহ্‌রাম বেঁধে নেবে (অর্থাৎ নিয়্যাত করে তালবিয়া পড়ে নেবে কিন্তু নফল নামায পড়বে না) এবং মিনায় চলে যাবে। তারপর উকুফে আরাফা, উকুফে মুজদালাফা ও জামরাতের রমি সব কিছু নাপাক অবস্থায় করবে, কিন্তু তোয়াফে যিয়ারত এবং সায়ি করা থেকে বিরত থাকবে। এগুলো পবিত্র হওয়ার পর আদায় করবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৯৪, আনওয়ারে মানাসিক ১৯১, মাসাইলে হজ্ব বারায়ে খাওয়াতীন ৩৮)।

মাসিক অবস্থায় মক্কা যাবার পর পবিত্র হওয়ার আগে মদিনা যেতে হলে

কোন মহিলা ভারতবর্ষ থেকে মাসিক অবস্থায় গিয়েছে এবং তার কাফেলা (দলবল) মক্কায় পৌঁছে দু দিন থাকার পর মদিনা যাবার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমন মহিলা ঐ অবস্থায় এহ্‌রাম বেঁধে নিয়ে মক্কায় পৌঁছে যাবে, কিন্তু পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত মদিনায় আসার সফরকে স্থগিত রাখার চেষ্টা করবে। যদি সম্ভব না হয় ঐ এহ্‌রামে মদিনায় চলে আসবে এবং এখানেও বরাবর এহ্‌রাম অবস্থায় থাকবে এবং এহ্‌রাম অবস্থায় নিষেধাজ্ঞা কাজ থেকে বিরত থাকবে। তারপর পবিত্র হওয়ার পর ফিরে এসে উমরাহ্ করবে।

وَلَا يَجِبُ لِتَأْخِيْرِ طَوَافِ الْعُمْرَةِ .... فِيْ جَمِيْعِ السُّنَّةِ.

উচ্চারণ ঃ- অলা ইয়াজিবু ' খিবি তোয়াফিল উমরাতি .... ফী জামিয়িস সুন্নাতি।

(আল বাহরুল আমীক ৪/২০৫৭৯)।

নোট ঃ- তবে যদি মিকাত থেকে এহ্‌রাম ব্যতীত আগে চলে যায় তাহলে গুনাহগার হবে এবং তার উপর কুরবাণী ওয়াজিব হবে, আর যে কোন মিকাতে

ফিরে গিয়ে অবশ্যই উমরার এহ্‌রাম বেঁধে আসতে হবে। তারপর যদি সে মদিনায় গিয়ে এহ্‌রাম বেঁধে আসে তাহলে কুরবাণী দিতে হবে না, কিন্তু তওবা -ইস্তেগফার করতে হবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৯৪)।

أَفَاقِيٌّ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ أَرَادَ دُخُوْلَ مَكَّةَ .... بِغَيْرِهِ سَقَطَ عِنْدَنَا

উচ্চারণ ঃ- আফাকিয়্যুন মুসলিম মুকাল্লাফুল আরাদা দাখুলা মাক্কাতা বিগইরিহী সাকাতা ইনদানা। (গুনিয়াতুন নাসিক ৭৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৩, ফাতাওয়া কাযী খান ১/২৮৭)।

উমরার এহ্‌রাম বেঁধেছে কিন্তু হজ্ব পর্যন্ত পবিত্র হয়নি

কোন মহিলা মাসিক অবস্থায় মিকাত থেকে উমরার এহ্‌রাম বেঁধেছে, কিন্তু হজ্ব পর্যন্ত পবিত্র হয়নি। এমন মহিলা উমরার এহ্‌রাম খুলে হজ্বের এহ্‌রাম বেঁধে নেবে এবং হজ্বের পর উমরাহ্ আদায় করবে। প্রথম এহ্‌রাম উমরাহ্ না করে খোলার কারণে একটা কুরবাণী দিতে হবে। যদি ঐ সফরে হজ্বের মাসে কোন উমরাহ্ না করে থাকে তাহলে এই হজ্ব তার জন্য 'ইফরাদ' হয়ে যাবে তামাত্তু হবে না (তার উপর দামে শুকুর ও ওয়াজিব হবে না)। তবে যদি প্রথম হজ্বের মরসুমে উমরাহ্ করে থাকে এবং দ্বিতীয় উমরাতে এমন অবস্থা দেখা দেয় তাহলে তার 'হজ্বে তামাত্তু' হয়ে যাবে এবং তার উপর 'দমে শুকুর' ও 'দমে জিনায়াত' দুটোই ওয়াজিব হবে।

যেমন ঃ- কোন মহিলা ভারতবর্ষ থেকে উমরার এহ্‌রাম বেঁধে মক্কায় পৌছে গেছে এবং পবিত্র অবস্থায় উমরার নিয়ামাবলী আদায় করে হালাল হয়ে গেছে। তারপর হজ্বের আগে মক্কা থেকে মদিনায় চলে গেছে এবং ওখান থেকে ফেরার সময় 'যুল হুলাইফা' থেকে দ্বিতীয়বার উমরার এহ্‌রাম বেঁধে নিয়েছে, কিন্তু অপবিত্রতার কারণে উমরাহ্ করতে পারেনি এবং তাকে উমরার এহ্‌রাম খুলে হজ্বের এহ্‌রাম বাধতে হয়েছে। এমতাবস্থায় তার উপর 'দমে তামাত্তু' ও 'দমে জিনায়াত' ওয়াজিব হবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৯৫, আনওয়ারে মানাসিক ৩২০)।

ক্বিরান হজ্ব করার এহ্‌রাম বাঁধার পর উমরাহ্ না করতে পারলে

কোন মহিলা মিকাত (এহ্‌রাম বাঁধার জায়গা) থেকে ক্বিরান অর্থাৎ হজ্ব এবং উমরাহ্ করার এহ্‌রাম বেঁধেছে, কিন্তু অসুবিধার কারণে হজ্বের আগে উমরাহ্ করতে পারেনি। তাহলে ঐ এহ্‌রাম দ্বারা হজ্ব করে নেবে এবং পরে উমরার কাযা করবে। আর যথা সময়ে উমরাহ্ না করার কারণে একটা কুরবাণী দেবে, কিন্তু এটা তার 'ইফরাদ হজ্ব' হবে। তার উপর ক্বিরানের 'দমে শুকুর' ওয়াজিব হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৯৫, আনওয়ারে মানাসিক ৩২০, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৪৮৫)।

মহিলাদের জন্য আন্তরিক পরামর্শ

হজ্বের সময় একেবারে নিকটবর্তী হয়ে গেছে, কিন্তু হজ্বের আগে পবিত্র অবস্থায় উমরাহ্ করতে পারবে কি সন্দেহ হচ্ছে। তাহলে এমন মহিলারা উমরাহ্ কিংবা ক্বিরানের এহ্‌রাম না বেঁধে ইফরাদ হজ্বের এহ্‌রাম বাঁধবে, যাতে পরে অসুবিধা না হয়। এমনই যদি হজ্বের আগে মদিনায় যেতে হয় এবং ওখান থেকে মক্কায় ফেরার সময় নিকটবর্তী হওয়ার কারণে যদি সন্দেহ হয় যে হজ্বের আগে উমরাহ্ করতে পারবে না, তাহলেও 'যুল হুলাইফা' থেকে ইফরাদ হজ্বের এহ্‌রাম বাঁধবে এবং ঐ এহ্‌রামে হজ্বের নিয়মাবলী আদায় করবে। মহিলারা নিজেদের পবিত্র ও অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে খুব ভালো জানে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৯৬)।

মাসিক বন্ধ করার জন্য ঔষধ ব্যবহার করা

ঔষধ খেয়ে মাসিক বন্ধ করা জাইয হবে না। ঔষধ খেয়ে মাসিক বন্ধ করলে কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। (১) মাসিক শুরু হওয়ার আগে ঔষধ খেয়েছে এবং মাসিক হওয়ার সময়ে একেবারেই মাসিক আসেনি, তাহলে মহিলা বরাবর পবিত্র থাকবে। এই সময় তোয়াফ ইত্যাদি করায় কোন অসুবিধা নেই। (২) মাসিক হওয়ার আগে ঔষধ খেয়েছে, কিন্তু মাসিক হওয়ার সময় তিন দিনের বেশি ধারাবাহিক ভাবে কিংবা মাঝে মাঝে রক্ত এসেছে, তাহলে উক্ত মহিলা

অপবিত্র থাকবে। ইতিমধ্যে যদি তোয়াফে যিয়ারত করে তাহলে উট কুরবাণী দিতে হবে। পবিত্র হওয়ার পর যদি দ্বিতীয়বার তোয়াফ করে নেয় তাহলে আর কুরবাণী দিতে হবে না। (৩) মাসিক শুরু হওয়ার আগে ঔষধ খেয়েছে, কিন্তু মাসিকের সময়ে তিন দিনের কম ধারাবাহিক ভাবে কিংবা মাঝে মাঝে রক্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারপর ১৫দিন পর্যন্ত রক্ত আসেনি তাহলে এমন মহিলা পবিত্র বলে গণ্য হবে এবং সে তোয়াফ ইত্যাদিও করতে পারে। (৪) মাসিক শুরু হওয়ার পর তিন দিনের আগে ঔষধ খেয়ে বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু আবার দশ দিনের মধ্যে মধ্যে রক্ত এসেছে তাহলে এমন মহিলা অপবিত্র থাকবে। ইতিমধ্যে যদি তোয়াফ করে তাহলে একটা কুরবাণী দিতে হবে।

নোট ঃ- এই বিষয়ে যদি কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাহলে কোন ভাল যোগ্যপূর্ণ আলিমের কাছ থেকে পরামর্শ করে নেওয়া দরকার। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৯৬, রহীমিয়া ৮৫৮৭, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৪৯৮)।

মহিলাদের এহ্‌রাম

মহিলাদের এহ্‌রামের আসল হুকুম হল তাদের চেহারায় যেন কোন কাপড় না থাকে, এতে কোন রং কিংবা কোন বিশিষ্ট কাপড়ের শর্ত নেই। পুরুষ ও মহিলাদের এহ্‌রাম একই। কেবলমাত্র পার্থক্য হল মহিলারা সেলাই করা কাপড় পরবে এবং মাথা ঢেঁকে রাখবে। বহু মহিলা এহ্‌রামে সাদা কাপড় পরা আবশ্যক মনে করে। এটা কোন অবস্থায় খোলে না, এসব একেবারেই ভিত্তিহীন। মহিলারা এহরামের সময় সব রংয়ের কাপড় ব্যবহার করতে পারে। ওযুতে মাথা মসাহ করার সময় মাথার রুমাল সরিয়ে মসাহ করতে হবে, রুমালের উপর মসাহ করলে মসাহ শুদ্ধ হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৯৭, আনওয়ারে মানাসিক ১৯১, মাসাইলে হজ্ব বারায়ে খাওয়াতীন ৩৯)।

هِيَ فِيْهِ كَالرَّجَالِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَكْشِفُ رَأْسَهَا ... يُمَاسُّ وَجْهَهَا الخ

উচ্চারণ ঃ- হিয়া ফীহি কার রিজা- লি গইরা আন্নাহা লা তাক শিফু রা'সাহা ইউযাস্সু অজহাহা। (গুনিয়াতুন নাসিক ১১৯)।

চেহরার উপর পর্দা রাখা

যদি কোন মহিলা এহ্‌রাম অবস্থায় চেহারার উপরে এমনভাবে কাপড় রাখে যার কিছু অংশ চেহরার উপরে থাকে, এমন অবস্থায় ১২ঘন্টা পার হয়ে গেলে কুরবাণী ওয়াজিব হয়ে যাবে এর থেকে কম থাকলে সদকা দিতে হবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৯৮, আনওয়ারে মানাসিক ২১৩, বেহেশতী জেওর ৩/৪৬)।

لٰكِنْ فِيْ تَغْطِيَةِ كُلِّ الْوَجْهِ أَوِ الرَّأْسِ يَوْماً أَوْ لَيْلَةً .... صَدَقَةٌ.

উচ্চারণ ঃ- লা-কিন ফী তাগতিযাতি কুল্লিল অজহি আবির রাসি ইয়া ও মান আই লাইলাতান-সাদাকাতুন।

(শামী ৩/৪৯৭, বাদায়ে উস সানায়ে ২/৪০৯, আল ফিকহুল ইসলামিয়ু ৩/২৩৪)।

হজ্বের সময় পরপুরুষদের থেকে পর্দা

কিছু কিছু মহিলা মনে করে এহ্‌রাম ও হজ্বের সময় পর্দা করা জরুরী নয়। ইটা একেবারেই ভুল ধারনা। সাধারণ অবস্থায় যেমন পর্দা করা জরুরী তেমনই হজ্বের সময়ও পর্দা করা জরুরী। বরং হজ্বের সময় আরো বেশি গুরুত্ব সহকারে পর্দা করা দরকার। যাতে এমন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত করার সময় মন গুনাহের দিকে ধাবিত না হয়। মহিলাদের জন্য উত্তম হল নেকাবের ভিতর একটা 'হেট' লাগিয়ে নেবে, যাতে করে নেকাবের কাপড় চেহরার উপর না লাগে। এহ্‌রাম খোলার পর নিজেদের থাকার জায়গায় গিয়ে অপরিচিত পুরুষদের থেকেও পর্দা করবে, তা না হলে ফিতনা হতে পারে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৯৮, আনওয়ারে মানাসিক ১৯০)।

পুরুষদের ভীড়ে মহিলাদের প্রবেশ হারাম

কিছু অশিক্ষিত মহিলা 'হজরে আসওয়াদ' চুম্বন করা অথবা 'মাকামে ইব্রাহীমে' নফল নামায পড়ার জন্য চারিদিক থেকে পুরুষদের ধাক্কা খেতে খেতে ভিতরে ঢুকে যায় এবং এটা গর্বের কারণ মনে করে। জেনে রাখা দরকার এভাবে

পুরুষদের ভীড়ে প্রবেশ করা খুবই গুনাহের কারণ। শরীয়ত মহিলাদেরকে পুরুষদের ভীড়ে প্রবেশ হারাম করে দিয়েছে। 'হজরে আ সওয়াদ' -কে চুম্বন দিলে তখন সওয়াব পাওয়া যাবে, যখন কোন গুনাহের কাজ না করে চুম্বন দেওয়া হবে। সুতরাং মহিলারা ভীড় থেকে বেঁচে থাকবে এবং যখন ভীড় কম হবে তখন তোয়াফ করবে, 'হজরে আসওয়াদ' দূর থেকে ইশারার দ্বারা চুম্বন করবে এবং মাকামে ইব্রাহীমের সোজা-সুজি পিছন দিকে গিয়ে নফল নামায পড়বে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৩৯৯, আনওয়ারে মানাসিক ৫৭২)।

এহ্রাম অবস্থায় হাত মোজা পরা

মহিলাদের জন্য এহ্রাম অবস্থায় হাত মোজা পরা হানাফী মতে ঠিক নয়। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০১, আনওয়ারে মানাসিক ১৯০, মুয়াললিমুল হুজ্জাজ ১১০)।

فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مَمْنُوْعَةً عَنْ لُبْسِهِمَا.... لَا تَلْبَسُهُمَا.

উচ্চারণ ঃ- ফাইন্নাল মারআতা লাইসাত মামনু আতুন আন লুবসিহিমা....লা তালবাসুহুমা।

(আল বাহরুর রায়িক ২/৫৬৮, ফাতাওয়া শামী ৩/৪৯৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৫)।

মহিলাদের গহনা পরা

মহিলারা এহ্রাম অবস্থায় সর্বপ্রকারের গহনা পরতে পারে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০১, আনওয়ারে মানাসিক ১৯০, মুয়াললিমুল হুজ্জাজ ১১০)।

وَتَلْبَسُ الْمُخِيْطَ وَالْخُفَّيْنِ وَالْحِلِيَّ.

উচ্চারণ ঃ- অতালবাসুল মুখীতা অল খফফাইন অল হিলিয়্যি।

(শামী ৩/৫৫২, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৭৩৮, হিন্দিয়া ১/২৩৫)।

এহ্রাম অবস্থায় মেহেন্দী লাগানো

মেহেন্দীর হুকুম সুগন্ধি বস্তুর মত। যদি কোন মহিলা এহ্রাম অবস্থায় গাড়ো মেহেন্দী লাগায়, যা দ্বারা মাথা অথবা তার চতুর্থাংশ ১২ঘন্টার বেশি ঢাকা থাকে

তাহলে খুশবু ব্যবহার করার জন্য একটা কুরবাণী দিতে হবে। এমনই হাতে লাগালেও কুরবাণী ওয়াজিব হবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০১, আনওয়ারে মানাসিক ২১১, মাসাইলে হজ্ব বারায়ে খাওয়াতীন ৪১)।

فَإِنْ خَضَبَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِالْحِنَاءِ فَعَلَيْهِ دَمٌ .... فَعَلَيْهَا صَدَقَةٌ.

উচ্চারণ ঃ- ফাইন খযিবা বা' সাহু অ লিহিয়্যাততাহু বিল হিনা-য়ি ফাআলাইহি দামুন .... ফা আলাইহা সাদা কাতুন।

(বাদায়ে উস সানায়ে ২/৪১৯, শামী ৩/৫৭৫, ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ৩/৫৯১)।

সেলাইকরা কাপড় পরা

মহিলারা এহ্রাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় ও হাত মোজা পরতে পারে। কেননা মহিলাদের জন্য সমস্ত শরীর ঢেঁকে রাখা জরুরী। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০২, আনওয়ারে মানাসিক ১৯০, মুয়াললিমুল হুজ্জাজ ১১০)।

وَلَا بَأْسَ أَنْ تُغْطِيَ الْمَرْأَةُ سَائِرَ جَسَدِهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ .... وَغَيْرِهَا.

উচ্চারণ ঃ- অলা বা'সা আন তুগতিয়াল মারআতু সা- য়িরা জাসাদিহা অ হিয়া মুহরিমাতুন .... অ গইরিহা।

(বাদায়ে উস সানায়ে ২/৪০৯, শামী ৩/৪৯৯, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা ফালাহ ৭৩৮)।

এহ্রাম অবস্থায় নিজের উকুন মারা

এহ্রাম অবস্থায় নিজের উকুন মারা অথবা শরীর থেকে আলাদা করা নিষেধ। যদি দু-তিনটে উকুন মারে তাহলে অল্প কিছু যেমন এক মুটো গম সদকা করে দেবে। আর যদি তিনটের বেশি উকুন মারে তাহলে ফিতরা পরিমাণ সদকা করে দেবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০২, আনওয়ারে মানাসিক ২০৫)।

مُحْرِمٌ أَخَذَ قُمْلَةً مِنْ رَأْسِهِ وَقَتَلَهَا أَوْ أَلْقَاهَا .... بِنِصْفِ صَاعٍ.

উচ্চারণ ঃ- মুহরিমুন আখাসা কুমলাতাম মিন রাসিহী অ কতালাহা আউ আ ল কাহা বিনিসফি সাইন। (ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ৩/৫৫৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫২)।

অপরের উকুন মারা

এহ্‌রাম অবস্থায় যদি কোন মহিলা অপর মহিলার উকুন মারে কিংবা যমীনের উপর থেকে নিয়ে কোন উকুন মারে তাহলে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০২)।

أَمَّا إِذَا أَخَذَ مَا مِنَ الأَرْضِ فَقَتَلَهَا فَلاَ شَيْءَ فِيْهِ .... عَلَى الأَرْضِ.

উচ্চারণ ঃ- আম্মা ইযা আখাযাহা মিনাল আরযি পাক্বতালাহা ফালা শাইয়া ফীহি .... আলাল আরদি। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫২, ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ৩/৫৫৯)।

অন্য মহিলাকে উকুন মারতে বললে

এহ্‌রাম অবস্থায় যদি কোন মহিলা অপর মহিলাকে উকুন মারতে বলে কিংবা কাউকে নিজের কাপড় দিয়ে বলে এতে যা উকুন আছে মেরে দাও, আর সে মহিলা যদি উকুন মেরে দেয় তাহলে যে মহিলা এহ্‌রাম বেঁধেছে তাকে সদকা দিতে হবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০২)।

إِذَا دَفَعَ الْمُحْرِمُ ثَوْبَهُ إِلَى حَلاَلٍ لِيَقْتُلَ مَافِيْهِ .... فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

উচ্চারণ ঃ- ইয়া দাফাআল মুহরিমু সাউবাহু ইলা হালা লিন লিইয়াক্বতুলা মা ফীহি .... ফাআলা ইহিল কাফ্ফা রাতু।

(ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ৩/৫৬০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫২)।

মহিলারা 'তালবিয়া' আস্তে আস্তে পড়বে

মহিলারা 'তালবিয়া' আস্তে আস্তে পড়বে, যাতে কোন গায়ের মাহ্‌রাম শুনতে না পায়। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০২, আনওয়ারে মানাসিক ৫৮১, মাসাইলে হজ্ব বারায়ে খাওয়াতীন ৩৮)।

وَالْمَرْأَةُ لاَ تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ.

উচ্চারণ ঃ- অল মার আতুলা তার ফাবু সাউতাহাবিত তালবিয়্যাতি।

(সিরাজিয়া ১৭৭, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৭৩৮, হিন্দিয়া ১/২৩৫)।

মহিলারা কখন তোয়াফ করবে?

মহিলাদের জন্য উত্তম হল রাত্রে কিংবা এমন সময় যখন ভীড় কম থাকবে। দিনের বেলাও তোয়াফ করা জাইয। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৩/৪০৩ ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২২/৪৪২, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১৪৯)।

মহিলাদের রাত্রে পাথর মারা

ভীড়ের কারণে মহিলারা দিনের বেলায় সুয়োগ না পেলে রাত্রে পাথর মারতে পারে। অন্যথায় রাত্রে পাথর মারা মক্রুহ। (খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৪৯৮)।

قُلْتُ : وَهُوَ شَامِلٌ لِخَوْفِ الزِّحْمَةِ عِنْدَ الرَّمْيِ .... بِالْمَرْأَةِ..

উচ্চারণ ঃ কুলতু অ হু অ শা- মিলুন লি খাউফি যাহমাতি ইনদার রমিয়ি .... বিল মার আতি । (ফাতাওয়া শামী ৩/৫২৯, আল বাহরুর রায়িক ২/৬১০)।

মহিলাদের জন্য 'রমল' ও 'ইজতিবার' হুকুম

তোয়াফ করার সময় মহিলারা রমল (হেলে দুলে চলা) করবে না। এমনি ইজতিবা (ডান বগলের নিচে থেকে চাদর বার করে ডান কাঁধে রাখা) করবে না। বরং নিয়মানুযায়ী নিজের পোশাক পরে থাকবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৩, আনওয়ারে মানাসিক ৩৭১, মাসাইলে হজ্ব বারায়ে খাওয়াতীন ৩৯)।

وَلَا تَرْمُلُ.

উচ্চারণ ঃ- অলা তারমিল।

(হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৭৩৮, হিন্দিয়া ১/২৩৫, কাযী খান ১/২৮৬)।

মাসিক অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ ও তোয়াফ

মহিলারা অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করবে না, তোয়াফ করবে না, কুরআন শরীফ পড়বে না। তবে হারাম শরীফের বাইরে সাদা পাথরের যে বারান্দা আছে তাতে আসা-যাওয়া করতে পারে। কেননা এটা মসজিদের বাইরের অংশ। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৩, আনওয়ারে মানাসিক ৫৭৪)।

মহিলারা সায়ী করার সময় ছুটবে না

'সাফা ও মারওয়া' দুই পাহাড়ের মাঝখানে সায়ী করার সময় 'মিলাইন আখযারাইন' (ঐ জায়গা যেখানে সবুজ আলো লাগানো আছে) মহিলারা ছুটবে না। বরং স্বাভাবিক অবস্থায় চলবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৩, মাসাইলে হজ্ব বারায়ে খাওয়াতীন ৩৯, ফাতাওয়া দারুল উলুম যাকারিয়া ৩/৩৬৮)।

وَلَا تَهْرُوْلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ ... بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

উচ্চারণ ঃ- অলা তাহরুলু ফিস সায়ি বাইনাল মীলাইনিল আকযা রাইনি .... বাইনাস সাফা অল মারঅতা।

(হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৭৩৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৫)।

সায়ী করার সময় মাসিক হলে

পবিত্র অবস্থায় তোয়াফ শুরু করেছে, কিন্তু সায়ী করার সময় মাসিক শুরু হয়ে গেছে। তাহলেও সায়ী করে নেবে এবং ঐ অবস্থায় ঘুরে নিলে সায়ী হয়ে যাবে। আর যদি উমরার সায়ী হয় তাহলে তারপর চুল কেটে এহ্‌রাম খুলে দেবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৪, আনওয়ারে মানাসিক ৪১৪)।

কোন কারণে উকুফে মুজদালাফা ছেড়ে দিলে

যদি কোন মহিলা ভিড়ের কারণে ওয়াজিব উকুফে আরাফা ছেড়ে দেয় এবং সুবাহ সাদিকের আগে মুজদালাফা থেকে মিনায় চলে যায়, তাহলে উকুফে মুজদালাফা ছাড়ার কারণে কুরবাণী দিতে হবে না। তবে বিনা কারণে ছাড়া ঠিক নয়। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৪, রহীমিয়া ৮/১০২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/২৬৮)।

إِذَا كَانَتْ لِعِلَّةٍ أَوْ ضَعْفٍ أَوْ يَكُوْنُ امْرَأَةً تَخَافُ الزِّحَامَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

উচ্চারণ ঃ- ইযা কা- নাত লিইল্লাতিন আউ যু'ফিন আউ ইয়াকুনুইমরা আতুন তাখা-ফুয যিহা-মা ফালা শাইয়া আলাইহি। (ফাতাওয়া শামী ৩/৫২৯)।

মহিলারা মাথা মুন্ডন করবে না

হজ্ব ও উমরার নিয়মাবলী পরিপূর্ণ করার পর মহিলাদের জন্য মাথা মুন্ডন করা না -জাইয। বরং নিজেদের সমস্ত চুল ধরে এক গাঁট (এক ইঞ্চি) পরিমাণ

কেটে দেবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৪, মুয়াললিমুল হুজ্জাজ ১১০, মাহমুদিয়া ১০/৩৪৭)

وَلَا حَلْقَ عَلَى الْمَرْأَةِ .... وَ أَشَارَ إِلَى أَنْمُلَتِهِ.

উচ্চারণ ঃ- অ লা হালাকা আলাল মারআতি .... অ আশা-রা ইলা আনমুলাতিহি (বাদায়ে উস সানায়ে ২/৩২৯, এলাউস সুনান ৬/১৭৭, তাতার খানিয়া ৩/৬৪৩)।

টাক পড়া মহিলারা কি করবে ?

যদি কোন কারণে কোন মহিলার মাথায় চুল না থাকে তাহলে সে শুধুমাত্র মাথার উপর কাঁচি চালিয়ে নেবে। তার জন্য এটাই চুল ছোট করার সমতুল্য হয়ে যাবে এবং সে এহ্‌রাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৪, ফতাওয়া দারুল উলুম যাকারিয়া ৩/৩৯০)।

يجب إجراء الموسى على الأقرع.... وقيل استنانا وهوالأظهر.

উচ্চারণ ঃ-অ ইয়াজিবু ইজরাউল মূসা আলাল আকরাযি .... অ হুঅল আযহার। (ফাতাওয়া শামী ৩/৫৩৫)।

তোয়াফে যিয়ারত করতে দেরী করা

যদি কোন মহিলা কোন কারণে (যেমন মাসিক কিংবা নেফাস) -এর জন্য তোয়াফে যিয়ারত কুরবাণীর পরে করে তাহলে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৫, আনওয়ারে মানাসিক ৩৫৭)।

لَوْ أَخَّرَ نَفْسَ الطَّوَافِ إِلَى مَا بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

উচ্চারণ ঃ- লাউ আখ্‌রা নাফসাত ত্বায়া-ফি ইলা মা বাদা আইয়ামিন নাহ্‌রি লা ইয়াজিবু আলাইহি শাতুন। (ফাতাওয়া আল অলিজিয়া ১/২৯১, ফাতাওয়া সিরাজিয়া ১৮৮)।

এহ্‌রাম অবস্থায় স্বামীর সাথে আলিঙ্গন করা

যদি কোন মহিলা এহ্‌রাম অবস্থায় স্বামীর সাথে আলিঙ্গন করে যেমন চুমো নেওয়া, উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করা ইত্যাদি। এর কারণে বীর্য বার হোক কিংবা নাই হোক সর্বাবস্থায় তার উপর একটা ছাগল ইত্যাদি কুরবাণী ওয়াজিব হয়ে যাবে। তবে হজ্ব ভাঙবে না। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৫, আনওয়ারে মানাসিক ২০৭)।

وَ إِذَا جَامَعَ فِيمَا دُوْنَ الْفَرْجِ وَأَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ .... وَعَلَيْهِ شَاةٌ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইযা জা-মাআ ফীমা দূনাল ফায়জি অ আনযালা আউলাম ইয়াননিল .... অ আলাইহি শাতুন। (ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ৩/৫৮২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৪৪)।

মাসিক অবস্থায় তোয়াফে যিয়ারতের হুকুম

তোয়াফে যিয়ারত করার সময় যদি বেশির ভাগ চক্কর (ঘোরা) অপবিত্র অবস্থায় করে তাহলে একটা উট কুরবাণী দিতে হবে এবং পরে পবিত্র অবস্থায় দ্বিতীয়বার তোয়াফে যিয়ারত করতে হবে। তবে যদি কাফ্ফারা দেওয়ার আগে তোয়াফে যিয়ারত করে নেয় তাহলে কুরবাণী দিতে হবে না। কিন্তু মাসিক অবস্থায় তোয়াফে যিয়ারত করার জন্য গুনাহগার হবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৭, আনওয়ারে মানাসিক ৩৪৩, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ১৯০)।

وَالثَّانِي إِذَا طَافَ لِلزِّيَارَةِ جُنُباً أَوْ حَائِضاً أَوْ نُفَسَاءَ .... اَلْبُدْنَةُ.

উচ্চারণ ঃ- অস্সা-নি ইয়া ত্ব-ফা লিয যিয়া-রাতি জুনুবান আউ হা- য়িযান আউ নুফাসা-আ.... আল বুদনাতু।

(হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৭৪১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৮)।

তোয়াফের সময় মাসিক হলে

যদি তোয়াফ করতে করতে মাসিক শুরু হয়ে যায়, তাহলে সর্বপ্রথম চেষ্টা করবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মসজিদের সীমানার বাইরে চলে যাওয়া যায়, সেজন্য আগে থেকেই যেখানে থাকবে সেখানকার বাড়ি নং ইত্যাদি মনে রাখবে, যাতে হারিয়ে না যায়। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে তায়াম্মুম করে কোন জায়গায় বসে থাকবে কোন সাথী-সঙ্গী পেলে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে আসবে। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ১৮৯, আনওয়ারে মানাসিক ৫৭৬,কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৩)।

সারা জীবন তোয়াফে যিয়ারত না করতে পারলে

যদি কোন মহিলা তোয়াফে যিয়ারত না করে দেশে ফিরে আসে এবং মৃত্যু পর্যন্ত তোয়াফে যিয়ারত করার সুযোগ না পায়, তাহলে মৃত্যুর সময় অবশ্যই করে একটা উট কুরবাণী করার অসিয়ত করে দেবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫৩৯)।

নাপাক অবস্থায় বিদায়ী তোয়াফ

যদি বিদায়ী তোয়াফের বেশী অংশ নাপাক অবস্থায় করে তাহলে একটা ছাগল কুরবাণী দিতে হবে এবং পবিত্র হওয়ার পর দ্বিতীয়বার করতে হবে। যদি দ্বিতীয়বার করে নেয় তাহলে কুরবাণী দিতে হবে না। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৮, আনওয়ারে মানাসিক ৬১৪)।

মাসিক শুরু হয়ে গেলে বিদায়ী তোয়াফ

মাসিক শুরু হয়ে গেলে বিদায়ী তোয়াফ করা জরুরী নয়। সুযোগ পেলে পবিত্র হওয়ার পর করে নেবে। ফিরে আসার সময় পর্যন্ত যদি মাসিকের কারণে না করতে পারে তাহলে কুরবাণী ওয়াজিব হবে না। (ফাতাওয়া রহীমিয়া ৮/১০৫)।

পুরুষের বদলে হজ্ব করা

যদি কোন মহিলা কোন পুরুষের তরফ থেকে 'হজ্জে বদল' করে তাহলে হজ্ব হয়ে যাবে, কিন্তু মকরুহ হবে। কেননা মহিলাদের হজ্বে বহু সুন্নত যেমন রমল, ইজতেবা ইত্যাদি নেই। এজন্য পুরুষদের তরফ থেকে পুরুষদের 'হজ্জে বদল' করা দরকার। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৮, আনওয়ারে মানাসিক ৫৫৩, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ১৯৪)।

وَالْمَرْأَةُ وَلَوْ أَمَةً وَالْعَبْدُ وَغَيْرُهُ كَالْمَرَاهِقِ .... أَنَّ حَجَّهَا انْقَصَ.

উচ্চারণ ঃ- অল মার আতু অ লাউ আমাতান অল আবদু অ গইরাহু কাল মুরা-হিকি.... আন্না হাজ্জাহা আনকুসু। (ফাতাওয়া শামী ৪/২১)।

হারাম শরীফে জানাযার নামাযে মহিলাদের যোগদান

হারাম শরীফে বেশির ভাগ নামাযের পর যানাযার নামায হয়। সুতরাং ওখানে উপস্থিত মহিলাদেরও জানাযার নামাযে যোগদান করা দরকার। জানাযা নামাযের পদ্ধতি না জানা থাকলে কোন বিশ্বস্থ পুরুষ কিংবা কোন মহিলার কাছ থেকে শিখে নেবে। যে দুয়াই মুখস্থ আছে তা পড়ে নেবে। যদি কোন দুয়া মুখস্থ না থাকে তাহলে ইমামের সাথে কেবলমাত্র চার তকবীর বললেও জানাযার নামায হয়ে যাবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৮)।

উকুফে আরাফার পর মাথা মুন্ডন এবং তোয়াফে যিয়ারতের আগে স্ত্রী সঙ্গম

উকুফে আরাফার পর মাথা মুন্ডন এবং তোয়াফে যিয়ারত করার আগে প্রথমবার স্ত্রী সঙ্গম করলে বুদনা (উট অথবা গরু) কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে। তারপর যতবার স্ত্রী সঙ্গম করবে প্রত্যেক বারে একটা করে ছাগল ওয়াজিব হয়ে যাবে, চাই যতই সময় অতিবাহিত হয়ে যাক না কেন। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৫)।

وَلَوْ جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ بَعْدَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ لَا يُفْسِدُ حَجَّهُ .... مِنْهُمَا بُدْنَةٌ.

উচ্চারণ ঃ- অ লাউ জা-মা আ ইমরা আতাহু বা'দাল উকূফি বি আরা ফাতা লা ইউফ সিদু হাজ্জহু মিন হুমা বুদনাতুন। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৪৫)।

চুল কাটার পর তোয়াফে যিয়ারতের আগে স্ত্রী সঙ্গম

কোন পুরুষ অথবা মহিলা উকুফে আরাফা করার পর মাথা মুন্ডন কিংবা চুল ছোট করে এহ্রাম খুলে দেয়, তারপর তোয়াফে যিয়ারত করার আগে স্ত্রী সঙ্গম করে নেয় তাহলে বুদনা ওয়াজিব হবে না বরং যতবার স্ত্রী সঙ্গম করবে ততবার একটা করে ছাগল কুরবাণী করতে হবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৬)।

وَبَعْدَ الْحَلْقِ قَبْلَ الطَّوَافِ شَاةٌ لِخِفَّةِ الْجِنَايَةِ.

উচ্চারণ ঃ- অ বা' দাল হালকি কবতাত তাওফ- ফি লিখিফফা তিল জানা বাতি (ফাতাওয়া শামী ৩/৫৯৪)।

উকুফে আরাফা এবং তোয়াফে যিয়ারতের পর স্ত্রী সঙ্গম

উকুফে আরাফা এবং তোয়াফে যিয়ারতের পর মাথা মুন্ডন কিংবা চুল ছোট করার আগে স্ত্রী সঙ্গম করলে একটা ছাগল কুরবাণী দিতে হবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৬)।

وَلَوْ لَمْ يَحْلِقْ حَتَّى طَافَ لِلزِّيَارَةِ ثُمَّ جَامَعَ قَبْلَ الْحَلْقِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ.

উচ্চারণ ঃ- অলাউ লাম ইয়াহ লুক হাত্তা ত্ব-ফা লিযাযিয়া-রাতি সুম্মাজা-মা আ ক

বলাল হালকি ফা আলাইহি শা তুন।

(ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৪৫, ফাতাওয়া শামী ৩/৫০৯)।

মাথা মুন্ডন ও তোয়াফে যিয়ারতের পর সায়ী করার আগে স্ত্রী সঙ্গম

উকুফে আরাফা, মাথা মুন্ডন ও তোয়াফে যিয়ারত সব কিছু করে নিয়েছে, কিন্তু সায়ী করার আগে স্ত্রী সঙ্গম করে নিয়েছে, তাহলে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা মাথা মুন্ডন ও তোয়াফে যিয়ারতের পর এহ্‌রামের হুকুম শেষ হয়ে যায়। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৬)।

এহ্‌রাম অবস্থায় বাচ্চাকে দুধ পান করানো এবং সাবান ব্যবহার

এহ্‌রাম অবস্থায় বাচ্চাকে দুধপান করাতে পারে। বহু সময় এমন হয় বাচ্চারা মায়ের কাপড়ে প্রসাব-পায়খানা করে দেয়। সুতরাং এমন নাপাককে দূর করার জন্য এহ্‌রাম অবস্থায় খুশবু জাতীয় সাবান ব্যবহার করা জাইয নয়। বরং খুশবু বিহীন সাবান ব্যবহার করবে। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ১৮৭)।

هَاشِمٌ عَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ غَسَلَ الْمُحْرِمُ يَدَهُ بِأُشْنَانٍ فِيْهِ طِيْبٌ.... فَعَلَيْهِ الدَّمُ.

উচ্চারণ ঃ- হিশা -মুন আন মুহাম্মাদিন লাউ গাসালাল মুহরিমু ইয়াদাহু বিউশনানিন ফীহি তীবুন .... ফা আলাইহিদ দা-মু। (ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ৩/৫৯২)।

মহিলারা নিজেদের ক্বিয়ামগাহে নামায পড়বে

মহিলাদের জন্য হজ্বের মরসুমে পাঁচ ওয়াক্তের নামায হারাম শরীফে পড়ার থেকে নিজেদের ক্বিয়ামগাহে (অবস্থান করার জায়গা) পড়া উত্তম। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া২২/৪১৯, হজ্জে মাবরুর ১২৮)।

وَقَالَ ﷺ : إِنَّ صَلَاتَهَا فِيْ بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ مَسْجِدِيْ.

উচ্চারণ ঃ- অ ক্বা-লা (সঃ) ইন্না স্বলা-তাহা ফী বাইতিহা খইরুন মিন স্বলা-তিহা ফী মাসজিদী।

(এলাউস সুনান ৫/১০৮, মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বাল ১০/৩১০, হাদীস নং ২৭/১৫৮)।

এক নজরে হজ্বের নিয়মাবলী

হজ্বের প্রথম দিন	হজ্বের দ্বিতীয় দিন	হজ্বের তৃতীয় দিন	হজ্বের চতুর্থ দিন	হজ্বের পঞ্চম দিন,
মক্কা থেকে মদিনায় রওনা	মিনাতে ফজরের নামায আদায় করে আরাফাতে রওনা।	মুজ দালাফা থেকে ফজরের নামাযের পর রওনা।	দ্বিপ্রহরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রমি করা (পাথর মারা)	দ্বি প্রহরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পাথর মারবে।
ঐ দিন মিনাতে জোহর আসর মাগরিব ইশার নামায পড়বে।	আরাফাতে যোহরের নামায পড়বে।	প্রথমে বড় শয়তানকে পাথর মারা	প্রথমে ছোট শয়তানকে।	প্রথমে - ছোট শয়তানকে।
	উকুফে আরাফা।	তারপর কুরবাণী করা।	তারপর মাঝারী শয়তানকে।	তারপর - মাঝারী শয়তানকে।
	আরাফাতে আসরের নামায পড়বে।	তারপর চুল ছোট করা।	তারপর বড়শয়তানকে পাথর মারা। গতকাল তোয়াফে যিয়ারত না করলে আজ করে নেবে।	তারপর-বড় শয়তানকে পাথর মারবে।
	মাগরিবের সময় মাগারিবের নামায না পড়ে মুজদালাফায় রওনা হবে।	তারপর এহরাম খোলা।		তোয়াফে যিয়ারত যদি না করে থাকে তাহলে আজকে মাগরিবের আগে অবশ্যই করবে।
রাত্রে মিনাতে অবস্থান।	মাগরিব এবং ঈশার নামায ঈশার ওয়াক্তে মুজদালাফায় আদায় করবে।	তারপর তোয়াফে যিয়ারতের জন্য মক্কা যাওয়া।	রাত্রে মিনাতে অবস্থান।	১৩ জ্বিলহজ্ব যদি থাকার ইচ্ছা থাকে তাহলে দ্বিপ্রহরের (যোহালের) আগে পাথর মারতে পারে।
	রাত্রে মুজদালাফায় অবস্থান।	রাত্রে মিনাতে অবস্থান।		

হজ্বের মাসায়েল

বিবাহ অধ্যায়

মহিলা নিজেই বিবাহের অধিকার রাখে

সাবালিকা মহিলা নিজেই বিবাহ করার অধিকার রাখে, কিন্তু উত্তম হল গার্জেনের পরামর্শে বিবাহ করা। কেননা মহিলারা সাধারণত ঘরে থাকে, পুরুষদের অবস্থা সম্পর্কে বেশি অভিজ্ঞতা রাখে না। যার ফলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এজন্য শরীয়তে গার্জেনের বহু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অতএব প্রত্যেক বোনেদের উচিত গার্জেনের পরামর্শে বিবাহ করা। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৪/৩৭২, খাওরাতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ২/১২, খাইরুল ফাতাওয়া ৪/৩৭১)।

يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِضَائِهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ.

উচ্চারণ ঃ- ইয়ান আকিদু নিকা-হুল হুর্রাতিল আ-কিলাতিল বা-লিগাতি বিরিয়া-য়িহা অ ইন লাম ইয়া'কাদ আলাইহা অলিয়্যুন। (হেদায়া ২/৩১৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৯)।

স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করা

যদি কোন মহিলা নিজ স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে অপর পুরুষের সাথে বিবাহ করে তাহলে তার বিবাহ বৈধ হবে না। যতক্ষন পর্যন্ত প্রথম স্বামী তালাক না দেবে এবং মহিলা ইদ্দত অতিবাহিত না করবে, ততক্ষন পর্যন্ত কারোর সাথে তার বিবাহ বৈধ হবে না। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১১/১০০)।

لَا يَجُوْزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَةَ غَيْرِهِ وَكَذَالِكَ الْمُعْتَدَّةُ.

উচ্চারণ ঃ- লা ইয়াজুযু লির রজুলি আই ইয়াতা যাও অজা যাওজাতা গইরিহী অ কাযা-লুহুল মু'তাদ্দাতি। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৮০, বাদায়ে উস সানায়ে ২/৫৪৮)।

ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ

ইদ্দত পালন করার সময় মহিলা কারোর সাথে বিবাহ করতে পারবে না। এমতাবস্থায় বিবাহ করা হারাম। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১১/১৫০), খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১৬১)।

أَمَّا نِكَاحُ مَنْكُوحَةِ الْغَيْرِ وَ مُعْتَدَّتِهِ .... فَلَمْ يَنْعَقِدْ أَصْلاً .

উচ্চারণ ঃ- আম্মা নিকাহু মানকুহাতিল গইরি অ মু'তাদ্দাতিহী .... ফালাম ইয়ান আকিদ আসলাম।

(ফাতাওয়া শামী ৪/২৭৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৮০, আল বাহরুর রায়িক ৪/২৪২)।

বিবাহের আগে হবু স্বামীর দেওয়া গহনা

হবু স্বামী যদি মহিলাকে গহনার মালিক বানিয়ে দেয় তাহলে ইজাব-কবুলের কিছু আগে ও পরে ব্যবহার করতে পারে। তার আগে স্বামীর বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করা জাইয নয়। তবে যদি শ্বশুর নিজের হবু'বৌমাকে মালিক বানিয়ে দেয় তাহলে মহিলা যখন খুশি ব্যবহার করতে পারে, হ্যাঁ ধার স্বরূপ দিলে তাহলে শ্বশুরের অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করতে পারবে না। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১১/২০৭)।

হলুদ ও মেহেন্দী ব্যবহার

বিবাহের সময় মহিলারা সাজ-সজ্জার জন্য হলুদ, মেহেন্দী ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে, বরং তাদের জন্য উত্তম। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ২৩৩, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১১/২১৪)।

اَلْحِنَاءُ سُنَّةٌ لِلنِّسَاءِ، وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِنَّ مِنَ الرِّجَالِ.... لَعَنَهُمْ.

উচ্চারণ ঃ- আল হিনা-য়ু সুন্নাতুন লিন্ নিসা-য়ি, অ ইউরাহু লি গইরিহিন্না সিনার রিজা-লি .... লা আনা হুম।

(মিরকাতুল মাফাতিহ ৮/২৭৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৯)।

স্বামীর উপর রাগ করে আলাদা থাকা

বহু মহিলার স্বামী বিভিন্ন রকমের অবৈধ কাজ করে। যেমন নামায না পড়া, মদ ইত্যাদি পান করা। মহিলাদের জন্য এমন স্বামীর থেকে আলাদা থাকা বৈধ নয়। বরং মহিলাদের জন্য উত্তম হল নিজেদের মাঝে মন মালিন্যতাকে ভাল আখলাক ও মধুমাখা চরিত্র দ্বারা স্বামীকে আকৃষ্ট করে বিভিন্ন খারাপ কাজ থেকে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করা। কোন এমন কাজ না করা যার কারণে বিচ্ছেদ ঘটে, তাহলে মহিলা গুনাহগার হবে। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ২৪৪)।

وَلَا عَلَيْهَا تَسْرِيعُ الْفَاجِرِ.

উচ্চারণ ঃ-অ লা আলাইহা তাসরীউল ফা-জিরি। (ফাতাওয়া শামী ৯/৬১১)।

মাসিক ও নেফাস অবস্থায় বিবাহ

মাসিক কিংবা নেফাস অবস্থায় বিবাহ করা জাইয, কিন্তু স্ত্রী সঙ্গম করা জাইয নয়। যদি স্ত্রী সঙ্গম করে তাহলে তওবা করবে এবং কিছু সদকা করে দেবে। (মাহমুদিয়া ১০/৫৪৮, নিযামুল ফাতাওয়া ৩/১৩০, খাওয়াতীন কেফিকহী মাসাইল ১৬৩)।

لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَةَ غَيْرِهِ وَكَذَالِكَ الْمُعْتَدَّةِ.

উচ্চারণ ঃ- লা ইয়াজুযু লির রজুলি আই ইয়াতা যাও অজা যাওজাতা গইরিহী অ কাযা-লিকাল মু'-তাদ্দাতি।

(হিন্দিয়া ১/২৮০, হাশিয়া ত্বহতাবী আলা ফালাহ ১৪৫, আল বাহরুর রায়িক ১/৩৪২)।

মহিলাদের সাক্ষীতে বিবাহ

শুধুমাত্র মহিলাদের সাক্ষীতে বিবাহ বৈধ হবে না। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১০/৬২০, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১৫৮)।

وَلَا يَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَتَيْنِ بِغَيْرِ رَجُلٍ.

উচ্চারণ ঃ- অ লা ইয়ান-আকিদু বিশাহা-দাতিল যার আতাইনি বিগইরি রজুলিন।

(ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৭, হেদায়া ২/৩০৬, আল বাহরুর রায়িক ৩/১৫৫)।

স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোথাও যাওয়া

স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোন জায়গায় যাওয়া এবং পরপুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলা না -জাইয। যদি ভূলবশত ঃ এমন কাজ করে ফেলে তাহলে তওবা করে নেবে এবং স্বামীর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবে। (নিয়ামুল ফাতাওয়া ৩/১৫১)।

বিবাহের আগে হবু স্বামীকে দেখা

বিবাহের আগে হবু স্বামীকে এক নজর দেখার অনুমতি আছে। (আপকে মালাইল আওর উনকা হল ৬/৮৫, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ২/১২)।

لَوْ اِكْتَفَى بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا بِمَرَّةٍ حَرُمَ الزَّائِدُ لِأَنَّهُ أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ.

উচ্চারণ ঃ- লাউ ইক তাফা বিন্ নাযরি ইলাইহা বিমাররাতিন হারুমায যা-য়িদু লি আন্নাহু উবীহুল লিয্ যরুরতি। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫৩২)।

স্বামীকে কুরআন শরীফ শেখানো

মহিলা নিজের স্বামীকে কুরআন শরীফ পড়া শেখাতে পারে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৬/৯০)।

وَلَا يُكَلِّمُ الْاَجْنَبِيَّةَ إِلَّا عَجُوْزاً .... بَلْ شَابَّةٌ لَا يَشْتَهِيْهَا.

উচ্চারণ ঃ- অলা ইউকাল্লিমুল আজনা বিয়্যাতা ইল্লা আজুযান .... বাল শাব্বা তান লা ইয়াশযুতুহা। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫৩০)

বিবাহের আগে হবু স্বামীর সাথে সম্পর্ক হারাম

বিবাহের আগে হবু স্বামী একজন পরপুরুষের মত। আর পরপুরুষের সঙ্গে অপ্রয়োজনে কথাবার্তা বলা, মেলামেশা ইত্যাদি করা হারাম। শুধুমাত্র বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হয়ে যায় না। সুতরাং বাড়ির গার্জেনেরা তাদের মেয়েদেরকে এরকম কাজ থেকে কঠোর ভাবে নিষেধ করবে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৬/৮৪, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ১৯৮, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ২/৫৪)।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِيَّاكُمْ .... عَلٰى وَجْهِ التَّكَشُّفِ.

উচ্চারণ ঃ- ক্ব-লা রসুলুল্লাহি (সাং) ইয়্যাকুম .... আলা অজহিত তাকাশশুফি। (মিরকাতুল মাফাতিহ ৬/২৫৩)।

স্বামী নিখোঁজ হলে স্ত্রী কি করবে?

যদি কোন মহিলার স্বামী নিখোঁজ হয়ে যায়, তাহলে মহিলা ইসলামিক কার্যালয় প্রভৃতিতে নিজের আবেদন রাখবে। ইসলামিক কার্যালয় বিবাহ বন্ধন শেষ করে দিলে মহিলা ইদ্দত পালন করার পর অন্য কারোর সাথে বিবাহ করতে পারে। নিজের থেকে কোন সময় নির্ধারিত করে নিয়ে তারপর বিবাহ করা বৈধ

হবে না। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ২৪৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৪২১)।

কোন মহিলা তালাক দিতে চাইলে

কোন মহিলা তার স্বামীকে তালাক দিতে পারবে না। তালাক দেওয়ার অধিকার কেবলমাত্র পুরুষের। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১২/২৬২, নিযামুল ফাতাওয়া ২/১৫৩, দ্বীন কি বাতেঁ ২৫০)।

وَمَحَلُّهُ اَلْمَنْكُوْحَةُ وَأَهْلُهُ زَوْجُ عَاقِلٍ بَالِغٍ مُسْتَيْقِظٍ.

উচ্চারণ ঃ- অ মাহাল্লুহু আল মানকূহাতু অ আহলুহু যাওজু আ-কিলিন বা-লিগিন মুসতাই কিযিন। (ফাতাওয়া শামী ৪/৪৩১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৫৩)।

তালাকের পর মাহ্‌র মাফ করে দেওয়া

মাহ্‌রের আসল হকদার মহিলা। সুতরাং তালাকের পরেও মহিলা তার প্রাপ্য মাহ্‌র মাফ করে দিতে পারে। যেমন কোন ধনী ব্যক্তিকে ঋনদাতা মাফ করে দিতে পারে। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১২/৭২, নিযামুল ফাতাওয়া ৩/৯৬)।

وَصَحَّ حَطُّهَا لِكُلِّهِ وَبَعْضِهِ عَنْهُ.

উচ্চারণ ঃ- অ সহ্যা হাত্তুহা লি কুল্লিহি আউ বা' যিহী আনহু।

(ফাতাওয়া শামী ৪/২৪৮, আল বাহরুর রায়িক ৩/৩৬৩, মাজমাউল আনহুর ১/৫১৪)।

মাহ্‌র মাফ করে দেওয়ার পর অস্বীকার করা

স্ত্রী যদি স্ব ইচ্ছায় মাহ্‌র মাফ করে দেয় তাহলে আল্লাহর কাছেও মাফ হয়ে যায়। মাহ্‌র মাফ করে দেওয়ার পর অস্বীকার করা না- জাইয। স্ত্রী যদি অস্বীকার করে আবার মাহ্‌র আদায় করে নেয় তাহলে গুনাহ্‌গার হবে। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১২/৬৯, নিযামুল ফাতাওয়া ৩/৯৮, ফাতাওয়া দারুল উলুম ৮/২৬৩)।

ইদ্দত কাকে বলে ?

কারোর স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিলে, কিংবা 'খুলা' ও 'ইলা' ইত্যাদি কোন রকম ভাবে বিবাহ বন্ধন শেষ হয়ে গেলে, অথবা স্বামীর ইন্তেকাল হয়ে গেলে, এই সমস্ত অবস্থায় কিছু দিনের জন্য মহিলাকে একটা নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে থাকতে হয়। যতক্ষন পর্যন্ত সময় শেষ না হয়ে যায়, ততক্ষন পর্যন্ত মহিলা

কোথাও যেতে পারে না। কারোর সাথে বিবাহ করতে পারে না। যখন এই সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তখন যা খুশি করতে পারে, এই রকম সময় অতিবাহিত করাকে ইদ্দত বলা হয়। (বেহেশতী জেওর ৪/৬১, দ্বীন কি বাতেঁ ২৬৫)।

هِيَ (اَلْعِدَّةُ) اِنْتِظَارُ مُدَّةٍ مَعْلُوْمَةٍ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ .... بِالدُّخُوْلِ أَوِالْمَوْتِ.

উচ্চারণঃ- হিয়া (আল-ইদ্দাতু) ইনতি যারু মুদ্দাতিন মা' লুমাতিন ইয়াল যামুল মারআতু .... বিদ্ দুখূলি আবিল যাউতি। (ফাতাওয়া আলমগিরী ১/৫২৬)।

তালাক দিলে কিভাবে ইদ্দত পালন করবে?

স্বামী যদি তালাক দেয়, তাহলে তিনবার মাসিক শেষ হওয়া পর্যন্ত স্বামীর বাড়িতে থাকবে। দিন হোক কিংবা রাত বাড়ির বাইরে যাবে না, করোর সাথে বিবাহ করবে না। যখন তিন মাসিক পরিপূর্ণ হয়ে যাবে তখন সেখানে খুশি যেতে পারে। স্বামী এক তালাক দিক কিংবা দুই অথবা তিন তালাক দিক। তালাকে বায়িন দিক কিংবা তালাকে রজি দিক সবার একই হুকুম। (বেহেশতী জেওর ৪/৬২)।

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْرَجْعِيًّا .... مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً.

উচ্চারণ ঃ- ইযা ত্বল্লাকার রজুলু ইমরা আতাহু তালা-কান বা-য়িনান আউ রজয়্যিআন .... মুসলিমাতান আউ কিতা-বিয়্যাতান। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫২৬, হেদায়া ২/৪২২)।

ইদ্দত পালনের সময় ঘরের বারান্দায় যাওয়া

ইদ্দত পালনের সময় মহিলারা ঘরের বারান্দায় আসতে পারে, কিন্তু যতদূর সম্ভব পর্দার খেয়াল রাখবে। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ২৫৩, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৩/৪০২)।

لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَىٰ صِحْنِ الدَّارِ.

উচ্চারণ ঃ- লিল মু'তাদ্দাতি আন তাখরুজা মিন বাইতিহা ইলা সিহ্ নিদ্ দা-রি। (ফাতাওয়া আলমগিরী ১/৫৩৫, ফাতহুল কদীর ৪/৩১১)।

ইদ্দতের সময় নতুন কাপড় পরা

ইদ্দত পালনের সময় সাজ সজ্জা করা এবং নতুন কাপড় পরা না-জাইয।

চাই বিবাহের সময় হোক কিংবা ঈদের সময়। সাধারণ অবস্থায় থাকা জরুরী (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ২৫৩, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১৯৯)।

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَاتَحُدُّ الْمَرْأَةُ ....مِنْ قِسْطٍ وَأَظْفَارٍ.

উচ্চারণ ঃ- আন উম্মি আতিয়্যাতা আন্নান নারিয়্যা (সাঃ) ক্ব-লা লা তাহুদ্দুল মারআতু .... মিন ক্বিসতিন আউ আযফা - রিন।

(আবু দাউদ শরীফ ১/৩১৫, ফাতাওয়া কাযী খান ১/৫৫৪, হেদায়া ২/৪২৮)।

ইদ্দতের সময় শরিষার তেল ব্যবহার

ইদ্দত পালনের সময় শরিষার তেল, এমনিভাবে খুশবু বিহীন তেল ব্যবহার করতে পারে। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ২৫৩, বেহেশতী জেওর ৪/৩১)।

وَلَابَأْسَ بِأَسْوَدَ وَأَرْزَقَ وَمُعَصْفَرٍ خَلُقٍ لَا رَائِحَةَ لَهُ.

উচ্চারণ ঃ- অ লা বা' সা বি আস ওয়াদা অ আযরকা অ মুআসফারি খলকিন লা রা-য়িহাতা লাহু।

(ফাতাওয়া শামী ৫/২১৯, বাদায়ে উস সানায়ে ৩/৩৩০, হেদায়া ২/৪২৭)।

মাসিক অবস্থায় তালাক দিলে ইদ্দত

কোন মহিলাকে যদি মাসিক অবস্থায় তালাক দেওয়া হয় তাহলে তালাক সাব্যস্থ হয়ে যাবে। তবে ঐ মাসিকটা ইদ্দতের জন্য ধর্তব্য হবে না। এটা ছাড়া আরো তিনটে মাসিক পরিপূর্ণ করতে হবে। (বেহেশতী জেওর ৪/৬২, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১২/১৮৬)।

وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ، كَانَ عَلَيْهَا .... مِنَ الْعِدَّةِ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইযা ত্বল্লাকা ইমরা আতাহু ফী হা- লাতিল হাইযি, কা-না আলাই হা .... মিনাল ইদ্দাতি । (ফাতাওয়া আলমগিরী ১/৫২৭, হেদায়া ২/৩৫৭)।

ইদ্দতের মাঝে মাসিক আসা শুরু হলে

কোন মহিলা যার মাসিক হয় না, তালাকের পর মাস হিসাবে ইদ্দত পালন করা শুরু করেছে। এক-দু মাস পরে ইদ্দতের মাঝখানে মাসিক আসা শুরু হয়ে

গেছে। তাহলে এমন মহিলা পরিপূর্ণ তিন মাসিক অতিবাহিত করবে। যতক্ষন পর্যন্ত তিন বার মাসিক আসা পরিপূর্ণ হবে না, ততক্ষন পর্যন্ত ঐ মহিলার ইদ্দতও পরিপূর্ণ হবে না। (বেহেশতী জেওর ৪/৬২)।

إِذَا كَانَتْ صَغِيْرَةً تَعْتَدُّ بِالشُّهُوْرِ فَحَاضَتْ.... بِالْحَيْضِ.

উচ্চারণ ঃ- ইযা কা-নাত সগীরাতান তা'তাদ্দু বিশ্ শুহুরি ফাহা-যাত .... বিল হাইযি। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫২৭, বাদায়ে উস সানায়ে ৩/৩১৬, ফাতাওয়া কাযী খান ১/৫৫১)।

গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত

গর্ভবতী মহিলা যদি তালাক প্রাপ্তা হয়, তাহলে সন্তান ভূমিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে গেলে ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। যদিও তালাক দেওয়ার কিছু সময় পরেই সন্তান ভূমিষ্ট হোক না কেন, তবুও ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। (বেহেশতী জেওর ৪/৬২, আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৪২৯, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৬/৬৯৯)।

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

উচ্চারণ ঃ- অ উলা-তিল আহ্ মা-লি আজালা হুন্না আই ইযা' হুন্না হামুলুহুন্না। (সুরা তালাক, আয়াত নং- ৪, ফাতাওয়া শামী ৫/১৯০, কাজী খান ১/৫৫১)।

কোন ধরণের মহিলারা ইদ্দত পালন করবে?

তালাকের ইদ্দত ঐ সমস্ত মহিলারা পালন করবে, যাদেরকে সহবাসের পর তালাক দেওয়া হয়েছে। অথবা সহবাস তো হয়নি কিন্তু স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে থেকেছে। কিংবা এমন সংস্পর্শ যার কারণে পূর্ণ মাহর ও ওয়াজিব হয় না, সর্বাবস্থায় ইদ্দত পালন করতে হবে। আর যদি কোন রকম সংস্পর্শ হওয়ার আগেই তালাক দিয়ে দেয় তাহলে ইদ্দত পালন করতে হবে না। (বেহেশতী জেওর ৪/৬২, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৩/৩৮২)।

رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً نِكَاحاً وَطَلَّقَهَا .... قَبْلَ الْخَلْوَةِ.

উচ্চারণ ঃ- রজুলুন তাযাউ অজা ইমরা আতন নিকা-হান অ ত্বল্লাকাহা .... কবলাল

খলওয়াতি। (ফাতাওয়া কাযী খান ১/৫৪৯, বাদায়ে উস সানায়ে ৩/৩০৪)।

ভুলবশতঃ সহবাস করলে তার ইদ্দত

কোন মহিলাকে নিজের স্ত্রী ভেবে ভুলবশতঃ সহবাস করে নিয়েছে। পরে জানতে পেরেছে যে তার স্ত্রী ছিল না। তাহলে এমন মহিলাকেও ইদ্দত পালন করতে হবে। যতক্ষন পর্যন্ত ইদ্দত শেষ হবে না, ততক্ষন পর্যন্ত নিজের স্বামীকে সহবাস করতে নিষেধ করবে। না হলে দুজনেই গুনাহগার হবে। (বেহেশতী জেওর ৪/৬২)।

إِذَادَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عَلَى وَجْهِ شُبْهَةٍ...عَلَيْهَا الْعِدَّةُ ثَلَاثُ حِيَضٍ.

উচ্চারণ ঃ- ইযা দাখালার রজুলু বিল মার আতি আলা অজহিন শুবাতিন .... আলাইহাল ইদ্দাতু সালাসু হিয়াযিন।

(ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫২৭, বাদায়ে উস সানায়ে ৩/৩০৫, ফাতাওয়া কাযী খান ১/৫৪৯)।

স্বামী মারা গেলে ইদ্দত

কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে সে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। স্বামীর মৃত্যুর সময় যে ঘরে থাকত সেই ঘরেই থাকবে প্রয়োজন ব্যতীত বাইরে বার হবে না। তবে যদি মহিলা এমন গরীব হয় যার কাছে খাওয়ার কিছু নাই, তাহলে কাজের জন্য বাইরে বার হতে পারে কিন্তু রাত্রে ঘরে চলে আসবে। সহবাস হোক কিংবা নাই হোক, তেমনি মাসিক আসুক কিংবা নাই আসুক, সর্বাবস্থায় চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। তবে যদি অন্তস্বত্বা অবস্থায় স্বামী মারা যায় তাহলে সন্তান ভূমিষ্ট হলে ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। যদিও স্বামীর মৃত্যুর কিছু সময় পরেই সন্তান ভূমিষ্ট হোক তবুও ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। (বেহেশতী জেওর ৪/৬৩, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২২/৫০১)।

وَعِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ.... عَنْهَا زَوْجُهَا.

উচ্চারণ ঃ- অ উলা- তিল আহ্ মা-লি আজালা হুন্না আই ইযা হুন্না হামলুহুন্না।

(ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ৫/২২৮, তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৫৬৯, শামী ৫/১৮৮)।

ব্যাভীচারীনি মহিলার ইদ্দত

ব্যাভীচার করার কারণে কোন মহিলা যদি গর্ভবতীও হয়ে যায়, তবুও তার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে না। (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/৫৪৪)।

لَاتَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى الزَّانِيَةِ وَهٰذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ.

উচ্চারণ ঃ- রজুলুন তাযাউ অজা ইমরা আতন নিকা-হান অ ত্বল্লাকাহা .... ক্বলাল খলওয়াতি। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫২৬, বাদায়ে উস সানায়ে ৩/৩০৪)।

ইদ্দতের সময় ভোট দিতে যাওয়া

ভোট দেওয়া এতই প্রয়োজনী জিনিস নয় যে ইদ্দত পালনের সময়ে মহিলাকে ভোট দিতে যাবার অনুমতি দেওয়া হবে। (মাহমুদিয়া ১৩/৩৯৮)।

وَمُعْتَدَّةُ الْمَوْتِ تَخْرُجُ يَوْمًا وَبَعْضَ اللَّيْلِ.... خَارِجَ بَيْتِهَا.

উচ্চারণ ঃ- ইযা দাখালার রজুলু বিল মারআতি আলা অজহিন শুবহাতিন .... আলাইহাল ইদ্দাতু সালামু হিয়াযিন।

(আল বাহরুর রায়িক ৪/২৫৯, ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ৫/২৪৪)।

ইদ্দতের সময় বিবাহ ইত্যাদিতে যাওয়া

ইদ্দত-পালন করার সময় বিবাহ ইত্যাদি প্রোগ্রামে যোগদান করা না-জাইয। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৩/৩৯৯)।

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইদ্দাতুল মুতা অফ্ফা আনহা যাওজাহা ইযা কা-নাত গইরা হা-মিলিন .... আনহা যাওজাহা।

(সূরা তালাক, আয়াত-নং- ১, তাবীনুল হাকায়িক ৩/২৭০, ফাতাওয়া শামী ৫/২২৩)।

মৃত স্বামীর ইদ্দত পালনের সময় সরকারি কাজ করা

আসল কথা হল ইদ্দত পালনের সময় ঘরের বাইরে যাওয়া মহিলার জন্য কোন রকমের অনুমতি নেই, কিন্তু যদি এতই প্রয়োজন হয়, যা মহিলা না গেলে কোন রকমের সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা নেই কিংবা সংসার চালানোর জন্য নিজের

কাছে কোন রকমের খরচা নেই। তাহলে এমন প্রয়োজনে যেতে পারে, তবে সন্ধ্যার আগে অবশ্যই ঘরে চলে আসবে। (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/৫৪১, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৬/৭০৯, ফাতাওয়া উসমানী ২/৪৭৮)।

فَقَالُوْا لَاتَخْرُجُ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ .... مَوْتٍ كَذَالِكَ.

উচ্চারণ ঃ- লা তাজিবুল ইদ্দাতু আলায্ যা-নিয়াতি অ হাযা রুউসু আবী হানীফাতা অ মুহাম্মাদিন।

(আল বাহরুর রায়িক ৪/২৫৯, শামী ৫/২২৫, মুসান্নাফ ইবনে আব্দুর রাজ্জাক ৭/৩১)।

বাচ্চাকে চুপ করানোর জন্য তার গালে স্তন দেওয়া

অনেক সময় এমন হয় বাচ্চা কান্নাকাটি করলে নানি, দাদি, অর্থাৎ বয়স্ক মহিলারা তার গালে নিজের স্তন দেয়। যাতে করে বাচ্চা চুপ হয়ে যায়। এখন কথা হল যে সমস্ত মহিলাদের বয়স বেশী হওয়ার কারণে স্তন থেকে দুধ বার হয় না, কেবলমাত্র বাচ্চাকে চুপ করানোর জন্য তার গালে নিজের স্তন দেয়, এর দ্বারা মহিলা বাচ্চার দুধমাতা হবে না। কেননা দুধমাতা হওয়ার জন্য দুধ পান করানো জরুরী। আর এমন মহিলাদের দুধ আসার কোন সম্ভাবনা থাকে না। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৬/২২০, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১৭৮)।

اِمْرَأَةٌ كَانَتْ تُعْطِيْ ثَدْيَهَا صَبِيَّةً وَاشْتَهَرَ ذٰلِكَ بَيْنَهُمْ ... مِنَ الْمُنْفِذِيْنَ.

উচ্চারণ ঃ- অ মু' তাদ্দাতুল মাউতি তাখরুজু ইযাউমান অ বা'যুল লাইলি .... খা-রিজি বাইতিহা। (ফাতাওয়া শামী ৪/৪০১)

খুলা করার পদ্ধতি

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি আপসে একেবারে মনের মিল না হয় এবং স্বামী তালাকও দিতে রাজী না হয়, তাহলে স্ত্রী কিছু টাকা পয়সা দিয়ে স্বামীকে বলবে আমাকে এত টাকার পরিবর্তে ছেড়ে দাও। কিংবা আমার যা মাহর তোমার কাছে পাওনা আছে তার পরিবর্তে ছেড়ে দাও। উত্তরে স্বামী যদি বলে ছেড়ে দিলাম, তাহলে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়িন পড়ে যাবে। (বেহেশতী জেওর ৪/২৮, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৩/৩৪১, দ্বীন কি বাতেঁ ২৬৩)।

اَلْخُلْعُ إِزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ بِبَدَلٍ بِلَفْظِ الْخُلْعِ .... لَزِمَهَا الْمَالُ.

উচ্চারণ ঃ- লা তাখরুজুহুন্না মিন বুয়ুতিহিন্না অ লা ইয়াখ রুজনা।

(ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৪৮৮, ফাতাওয়া শামী ৫/৮৪, নাসবুর রায়া ৩/৩৪৭)।

সন্তানকে দুধ পান করানো

সন্তান ভূমিষ্ট হলে তাকে দুধ পান করানো ওয়াজিব । তবে যদি সন্তানের পিতা ধনী ব্যক্তি হয় এবং কোন মহিলাকে দুধ পান করানোর জন্য রাখতে পারে তাহলে মা যদি সন্তানকে দুধ পান না করায় তাহলে গুনাহগার হবে না। (বেহেশতী জেওর ৪/১৭, দ্বীন কি বাতেঁ ২৪৭, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ২/৫৯)।

وَلَيْسَ عَلَى أُمِّهِ إِرْضَاعُهُ قَضَاءً بَلْ دِيَانَةً ....وَعَلَيْهِ وَالْفَتْوَى.

উচ্চারণ ঃ- ফাক্কা-লু লা তাখরুজুল মু'-তাদ্দাতু আন ত্বালা-কিন .... মাউতিন কাযা-লিকা।

(ফাতাওয়া শামী ৫/৩৪৭, বাদায়ে উস সানায়ে ৩/৪৫৬)।

সন্তানকে কতদিন দুধপান করাবে?

মহিলারা সন্তানদিগকে দু বছর পর্যন্ত দুধ পান করাতে পারে। কোন কারণে তার আগেও দুধ ছাড়িয়ে দিতে পারে। দু বছরের পর সন্তানকে দুধ পান করানো না-জাইয, কিন্তু সন্তান যদি এতই কমজোর হয় যে সে দুধ ছাড়া কোন কিছু খেতে পারে না, তাহলে আড়াই বছর পর্যন্ত দুধ পান করানোর অনুমতি আছে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৬/২১৭, ফাতাওয়া দারুল উলুম ৮/৪২৫, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৩/৬২১)।

اَلْجَارِيَةُ إِذَا فُطِمَتْ وَهِيَ اِبْنَةُ سِنَتَيْنِ .... عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

উচ্চারণ ঃ-আল খলয়ু ইযা- লাতু মিলকিন নিকা- হি বিবাদলি বিলাফ যিল খুলয়ি .... লাযিমাহাল মা-লু। (ফাতাওয়া আল অলিজিয়া ১/৩৬৩, ফাতাওয়া শামী ৪/৩৯৭)।

মৃত মহিলার দুধ পান করলে

যদি কোন বাচ্চা মৃত মহিলার দুধ পান করে, তাহলে উক্ত মহিলা ঐ বাচ্চার দুধমাতা হয়ে যাবে। (খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১৭৯, খাইরুল ফাতাওয়া ৪/৪৮৭)।

ولبن الحية والميتة سواء فى التحريم كذافى الظهيرية.

উচ্চারণ ঃ- অলাবানুল হায়্যিতি অল মাইতাতি সাওয়া উন ফিত্তাহ্রীমি কাজা ফিয্যহিরিয়্যাতি।

(ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৪৪, হেদায়া ২/৩৫২, ফাতাওয়া কাযী খান ১/৪১৭)।

স্বামীর বিনা অনুমতিতে দুধ পান করানো

অপরের সন্তানকে স্বামীর বিনা অনুমতিতে দুধ পান করানো বৈধ নয়। তবে হ্যাঁ কোন বাচ্চা যদি ক্ষুধার কারণে কষ্ট পায় এবং মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে তাহলে এমতাবস্থায় স্বামীর বিনা অনুমতিতে দুধ পান করাতে পারে। (বেহেশতী জেওর ৪/১৭, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৩/৬২১, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ১৮১)।

يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُرْضِعَ صَبِيًّا بِلَا إِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا إِذَا خَافَتْ هَلَاكَهُ.

উচ্চারণ ঃ- ইউকরাহু লিল মারআতি আন তারযায়া সবিয়্যান বিলা ইযনি যাউজিহা ইল্লা ইযা খা-কাত হাল- কুহু।

(ফাতাওয়া শামী ৪/৪০২, আল বাহরুর রায়িক ৩/৩৮৭)।

স্বামী ছাড়া অপরের মৃত্যুতে শোক পালন করা

স্বামী ছাড়া অন্য কারোর মৃতুতে শোক পালন করা বৈধ নয়। তবে হ্যাঁ স্বামী যদি নিষেধ না করে তাহলে নিজ আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে তিন দিন পর্যন্ত শোক পালন করতে পারে, এর বেশি করা হারাম। স্বামী নিষেধ করলে তিন দিনও শোক পালন করতে পারবে না। (বেহেশতী জেওর ৪/৩১, দ্বীন কি বাতেঁ ২৬৮)।

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ ....أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا.

উচ্চারণ ঃ- ইউকরাহু লিল মারআতি আন তারযায়া সবিয়্যান বিলা ইযনি যাউজিহা ইল্লা ইযা খা-কাত হাল- কুহু।

(বুখারী শরীফ ২/৮০৩, উমদাতুল ক্বারী ১৪/৩৫২, ফাতাওয়া শামী ৫/২২০)।

ফ্যাশান অধ্যায়

চোখ খোলা বোরকা

এমন বোরকা ব্যবহার করা উত্তম যার চোখের অংশে ও জালি লাগানা থাকে। যদিও শরীয়তে চোখের অংশ খুলে রাখার অনুমতি আছে। যাতে করে চলাফেরা অসুবিধা না হয়। বোরকার আসল উদ্দেশ্য পর্দা, কিন্তু ইদানিং এমন এমন ডিজাইনের বোরকা উঠছে যা পর্দার আসল উদ্দেশ্যটাকেই শেষ করে দিচ্ছে। সুতরাং মহিলাদের দরকার সাদামাটা বোরকা ব্যবহার করা। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/৮৩, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩২৩)।

فَلَا يَحِلُّ النَّظْرُ لِلْاَجْنَبِيِّ مِنَ الْاَجْنَبِيَّةِ ....إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ.

উচ্চারণ ঃ- ফালা ইয়াহিল্লুন নাযরু লিল আজনা বিয়্যি মিনাল আজনা বিয়্যাতি .... ইল্লাল অজহা অল কাফ ফাইনি। (বাদায়ে উস সানায়ে ৪/২৯৩)।

শাড়ী ও ব্লাউজ পরা

শাড়ী পরায় কোন অসুবিধা নেই। তবে বর্তমানে মহিলারা যে পিট কাটা ব্লাউজ ব্যবহার করছে এটা পরিত্যাগ করা দরকার। কেননা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন - আমার উম্মতের দুটি দল জাহান্নামে যাবে। তন্মধ্যে একটি হল ঐ সমস্ত মহিলারা যারা বস্ত্র পরিধান করেও উলঙ্গ থাকে। كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ মুল্লা আলি ক্বারী (রহঃ) এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন শরীরের কিছু অংশ ঢেকে রাখে এবং কিছু অংশ খুলে রাখে। এমন মহিলাদের সম্পর্কে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন এরা জান্নাতে যাবে না বরং জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। এমন গুনাহ থেকে বাঁচা এবং শরীয়ত সম্মত পোশাক পরা দরকার। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/৯১, কিফায়াতুল মুফতী ৯/১৬১, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৩৬৬, মুসলিম শরীফ ২/২০৫)।

মহিলারা কোন রঙের কাপড় পরবে?

মহিলারা সর্ব রঙের কাপড় ব্যবহার করতে পারে। (জামেউল ফাতাওয়া ১/৪৪২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৪০৮, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৩৫৬)।

وَكُرِهَ لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَ الْمُزَعْفَرِ وَالْأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ.... بِسَائِرِ الْأَلْوَانِ.

উচ্চারণ ঃ- অ কুরিহা লুবসুল মু আসফারি অল মুযা' ফারি অল আহ্মারি অল আসফারি লির রিজা-লি বি সা-য়িরিল আলওয়া-নি। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫১৫)।

পাতলা কাপড় পরিধান করা

বর্তমানে ফ্যাশান যুগে কিছু মহিলা এত পাতলা পোশাক পরিধান করছে যা থেকে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যায়। এমন পোশাক পরা একেবারেই হারাম ও না-জাইয। কিয়ামতে এমন মহিলাদের উলঙ্গ থাকার শাস্তি দেওয়া হবে। (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৪০৯, বেহেশতী জেওর ৭/৩৩, নাসরুল বারী ১/৫০১)।

أَقُوْلُ :مَفَادُهُ أَنَّ رُؤْيَةَ الثَّوْبِ بِحَيْثُ يَصِفُ ....لَا تَرَى الْبِشْرَةَ مِنْهُ.

উচ্চারণ ঃ- আকূলু: মাফা দু-হু আন্না রু'ইয়াতাস সাউবি বিহাইসু ইয়াসিফু....লা তারাল বিশরাতা মিনহু।

(ফাতাওয়া শামী ৯/৫২৬, বুখারী শরীফ ১/২২ হাদীস নং- ১১৫, বাদায়ে উস সানায়ে ৪/২৯৭)।

জরীর শাড়ী পরা

মহিলারা জরীর শাড়ী পরতে পারে। (আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৬৫, যেব ও যিনাত কে শরয়ী আহকাম ৩৮)।

يَحْرُمُ لُبْسُ الْحَرِيْرِ وَلَوْ بِحَائِلٍ .... إِذَا كَانَ هٰذَا الْمِقْدَارُ وَإِلَّا لَا.

উচ্চারণ ঃ- ইয়াহ্রুমু লুবসুল হারীরি অ লাই বি হা-য়িলিন .... ইযা কানা হা-যাল মিক্দা-রু অ ইল্লা লা। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫০৬)।

মহিলারা কাপড় গোর গাঁটের নিচে পরবে

মহিলারা শালওয়ার, পাজামা ইত্যাদি কাপড় গোর গাঁটের নিচের পরবে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৩৫৬)।

يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ الْإِزَارُ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ إِلٰى نِصْفِ السَّاقِ ....قَدْمَهُنَّ.

উচ্চারণ ঃ- ইয়ামবাগী আই ইয়া কুনাল ইযা-রু ফাউকাল কা' বাইনি ইলা নিস্ফিস্ সা-কি .... ক্বদামাহুন্না। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৩৩)।

ওড়না কেমন ভাবে ব্যবহার করবে?

ওড়না কেবলমাত্র গলায় ঝুলিয়ে রাখলে চলবে না। বরং ওড়না মোটা হবে এবং মাথা, কাঁধ, বুক ও পিঠ ঢেকে রাখবে। ইদানীং মহিলারা যে জাল ওড়না ব্যবহার করছে, এটা পরা - না পরা সমান। কেননা এতে পর্দার আসল উদ্দেশ্যটাই শেষ হয়ে যায়। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮ /৩৬৬, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩৩৪)।

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولٰى .... وَيَبْدُوْ ذٰلِكَ كُلُّهٗ مِنْهَا.

উচ্চারণ ঃ- অ লা তাবার রজনা তাবারু জাল জা-হিলিয়্যাতিল উলা.... অ ইয়াবদু যা-লিকা কুল্লুহু মিনহা। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ৫/১৬৯, আবু দাউদ শরীফ ২/৫৬৭)।

টাইট ফিটিং পোশাক পরা

এমন টাইট ফিটিং (চুস) পোশাক পরা যা থেকে দেহের ঢেকে রাখা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি বোঝা যায় পুরুষ-নারী উভয়ের জন্য হারাম। তাছাড়া এ সমস্ত পোশাক-আশাক অমুসলিমদের সাদৃশ্য। এজন্য এমন পোশাক পরা শরীয়ত সম্মত না-জাইয। (আহসানুল ফাতাওয়া ৮/২৮, নাসরুল বারী ১/৫০১, যেব ও যিনাত কে শরয়ী আহকাম ৩০)।

وَعَلٰى هٰذَا لَا يَحِلُّ النَّظْرُ إِلٰى عَوْرَةٍ ....إِذَا لَمْ يَصِفْ حَجْمُهَا.

উচ্চারণ ঃ- অ আলা হা- যা লা ইয়াহিল্লুন নাযরু ইলা আউরাতিন .... ইযা লাম ইয়াসিফ হাজ মূহা। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫২৬, বাদায়ে উস সানায়ে ৪/২৯৭)।

মহিলাদের আতর ব্যবহার করা

যদি কোন মহিলা স্বামী কিংবা মাহ্রামদের সঙ্গে থাকে তাহলে আতর ব্যবহার করতে পারে। স্বামীর জন্য সাজগোজ করা শুধুমাত্র জাইয নয় বরং উত্তম। সুতরাং মহিলারা নিজ স্বামীকে খুশি করার জন্য আতর ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু বাইরে যাওয়ার সময় অথবা পরপুরুষদের সাথে থাকলে আতর ব্যবহার করবে না। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন পুরুষরা এমন আতর ব্যবহার করবে যার খুশবু বেশি হবে এবং রং কম হবে। আর মহিলারা এমন আতর ব্যবহার করবে যার রং বেশি হবে সুগন্ধ কম হবে। কেননা অতিরিক্ত সুগন্ধ লোকেদের মধ্যে উত্তেজনা

সৃষ্টি করে। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/৭৩, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩২৪, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ২০০)।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: طِيْبُ الرِّجَالِ مَاظَهَرَ رِيْحُهُ ....وَخُفِيَ رِيْحُهُ.

উচ্চারণ ঃ- ক্ব-লা রসূলুল্লা-হি (সাঃ) তীবুর রিজা-লি মা-যাহারা রীহুহু .... অ খুফিয়াত রীহুহু। (তিরমিযী শরীফ ২/১০৭, তোহফাতুল আহওয়াযী ৮/৫৯)।

ফ্যাশান জাতীয় গহনা ব্যবহার করা

মহিলারা সর্ব প্রকারের গহনা পরতে পারে। তবে আংটি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা হল সোনা ও রূপো ছাড়া অন্য কোন ধাতুর আংটি পরা নিষেধ, কিন্তু ধাতুর উপর যদি সোনা অথবা রূপোর পালিশ লাগানো থাকে তাহলে যতদিন পালিশের রং ঠিক থাকবে ব্যবহার করতে পারবে। পালিশ উঠে গেলে পরা মক্‌রুহ। বাকি অন্যান্য গহনার ব্যাপারে এরকম ব্যাখ্যা নেই, ও গুলো সর্বাবস্থায় ব্যবহার করতে পারবে। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩২২, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৭০, জামেউল ফাতাওয়া ১/৪৪১)।

وَيَجُوْزُ لِلنِّسَاءِ لُبْسُ أَنْوَاعِ الْحِلِيِّ كُلِّهَا.

উচ্চারণ ঃ- অ ইজূযু লিন নিসা-য়ি লুবসি আন ওয়া-য়িল হিলিয়্যি কুল্লি হা। (এলাউস সুনান ১২/২৯৮)।

لَابَأْسَ بِأَنْ يَتَّخِذَ خَاتَمَ حَدِيْدٍ قَدْ لَوِيَ عَلَيْهِ فضه وألبس بفضة حتى لايرى.

উচ্চারণ ঃ- লা বা'সা বিআই ইত্তাখিযা খা-তামু হাদীদুন .... বিফিয্যাতিন হাত্তা লা ইরা। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫১৯)।

মেহেন্দী ও নখ পালিশের হুকুম

মহিলারা সর্ব প্রকারের মেহেন্দী ব্যবহার করতে পারে। তবে নখ পালিশ লাগালে সাধারণত নখের উপর পর্দা জমে যায়। যার ফলে ওযু এবং গোসলের সময় নখে পানি পৌঁছায় না, ফলে ওযু এবং গোসল শুদ্ধ হয় না। এজন্য নখ পালিশ ব্যবহার করা অবৈধ। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩২৫, কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/৮১)।

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْضِبَ يَدَيِ الصَّبِيِّ الذَّكَرِ .... يَجُوْزُ ذٰلِكَ لِلنِّسَاءِ.

উচ্চারণ ঃ- অলা ইয়ামবাগী আঁই ইয়াখযিবা ইয়াদাইয়াস সবিয়্যিয যাকারি .... ইয়াজুয়ু যা-লিকা লিন নিসা-য়ি। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৯)।

চুলের গুছি পরা হারাম

বর্তমান মেয়েদের মাথায় মানুষের চুলের তৈরি গুছি পরার প্রচলন ছেয়ে গেছে, এভাবে কেশ বিন্যাশ করা না-জাইয ও হারাম। হযরত আসমা (রযিঃ) বলেন : কৃত্তিম কেশ নিজের মাথায় ধারণ কারিনীর উপর আল্লাহর রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) অভিশাপ দিয়েছেন। তবে যদি চুলের গুছি মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর চুল অথবা নাইলন ইত্যাদির তৈরি হয়, তাহলে তা ব্যবহার করা জাইয হবে। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/৮৫, জদীদ ফিকহী মাসাইল ১/৩০৯)।

وَصَلَ الشَّعْرَ بِشَعْرِ الْاٰدَمِيِّ حَرَامٌ سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَهَا ....شَيْئًا مِنَ الْوَبَرِ.

উচ্চারণ ঃ- অসালাশ শা'রা বিশা'রিল আদামিয়্যি হারা-মুন সাওয়াউন কা-না শা' রাহা .... শাইয়ান মিনাল অবারি। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৮, বুখারী শরীফ ২/৮৭৯)।

মেয়েদের ভ্রূ চাঁছা

আজকাল বহু মহিলা রূপ চর্চার জন্য ভ্রূ ফ্লাক করছে, ভ্রূর চুল কেটে কিংবা তুলে দিচ্ছে, এটা হারাম এবং কবীরা গুনাহ। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এমন মহিলাদেরকে আল্লাহর আক্রোশ ভাজন হওয়ার বদদুআ দিয়েছেন। হযরত আব্দুলা ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেছেন যে সব মহিলারা নিজের কিংবা অন্যের ভ্রূর চুল তুলে দিয়ে আল্লাহর বানানো আকৃতি বদলে দেয় তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক। আল্লাহর রসুল যাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন, আমি তাদের অনিষ্ট প্রার্থনা করবো না কেন? (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৪২২, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩২৫, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৩২১)।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ .... خَلْقَ اللّٰهِ.

উচ্চারণ ঃ- আন আব্দিল্লাহি ক্বলা লা আনাল্লা-হুল অ-শিমা-তি অল মূসতাও শিমা-তি .... খল কিল্লা-হি। (মুসলিম শরীফ ২/২০৫, ফাতহুল মুলহিম ১০/১৬৮)।

নাক, কান ছিদ্র করা

মহিলাদের জন্য নাক, কান ছিদ্র করা জাইয। (জামেউল ফাতাওয়া ১/৪৪০ ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৯/৩৭০, কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/৮৬)।

لَابَأْسَ بِثَقْبِ أُذُنِ الْبِنْتِ وَالطِّفْلِ اِسْتِحْسَاناً ....كَثَقْبِ الْقُرْطِ.

উচ্চারণ ঃ- লা বা'সা বিসাক্‌বি উযুনিল বিন্‌তি অত তিফলি ইসতিহ্‌সা-নান .... কা সাকবিল কুরতি। (হিন্দিয়া ৫/৩৫৭, বুখারী শরীফ ২/৮৭৪, ফাতহুল বারী ১০/৪০৭)।

মহিলাদের চুল কাটা

ইদানীং শোভা বর্ধনের জন্য মহিলাদের মাথার চুল কাটার বেশ প্রচলন দেখা দিয়েছে। মহিলাদের মাথার চুল কাটা হারাম। যদিও মহিলা দ্বারাই কাটা হয়, আর অপর পুরুষ কাটলে তো দ্বিগুন দোষণীয় ব্যাপার। "বাযযাযিয়া" কিতাবে লেখা আছে যদি কোন মহিলা স্বামীর নির্দেশে চুল কাটে তাহলেও গুনাহগার হবে। কারণ সৃষ্টিকে খুশি করার জন্য স্রষ্টাকে নারায করা যায় না। এজন্যই স্ত্রীকে খুশি করার তরে স্বামীর জন্য দাড়ি কাটা হারাম। মহিলাদের চুল কাটা হারাম হওয়ার মূলত কারণ হল, এতে পুরুষদের সাদৃশ্য ধারণ করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন: যে সমস্ত পুরুষরা মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে আর যে সব মহিলারা পুরুষদের সাদৃশ্য ধারণ করে, তাদের উপর আল্লাহর আক্রোশ বর্ষন হোক। তবে যদি কোন চুল ফেটে দুটো হয়ে যায় তাহলে এই উদ্দেশ্যে যদি চুলের আগা থেকে কিছুটা কেটে দেয় যে দ্বিতীয়বার ভাল চুল গজাবে তাহলে কাটার অনুমতি আছে। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩২২, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৩২৬, রহীমিয়া ১০/১১৯)।

وَلَوْ حَلَقَتِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا فَأَنْ فَعَلَتْ لِوَجْعٍ .... فَهُوَ مَكْرُوْهٌ.

উচ্চারণ ঃ- অ লাউ হালাকাতিল মার আতু রা' সাহা ফাইন ফাআলাত লি-অজয়িন .... ফা হুয়া মাকরুহুন। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৮)।

মেয়েদের চুল বাঁধার নিয়ম

মেয়েদের মাথার চুল একত্রিত করে, মস্তকের উপর খোঁপা বাঁধা না- জাইয।

হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে শাস্তি প্রদানের কঠোর সতর্কবাণী বর্ণিত আছে। এমন মহিলারা জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। এছাড়া অন্যান্য পদ্ধতিতে চুল বাঁধা জাইয আছে। তবে শর্ত হল, যেন কোন পরপুরুষের নজর না পড়ে এবং অমুসলিমদের কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী না হয়। চুলের পর্দা খুব কঠোর। বৃদ্ধা মহিলার চুল দেখাও হারাম। মাথার চুল বাঁধার জন্য দড়ি, ফিতা, ক্লিপ ও খোঁপা প্রভৃতি ব্যবহার করতে পারে। মহিলারা শোভা বর্ধনের উদ্দেশ্যে চুলে পিতল, তামা ও লোহা ইত্যাদির ক্লিপ ব্যবহার করায় দোষ নেই। (আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৭৪, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৪/৩৯১)।

وَلَابَأْسَ لِلنِّسَاءِ بِتَعْلِيْقِ الضَّرَرِفِي شُعُوْرِهِنَّ .... لِلزِّيْنَةِ وَالسَّوَارِمِنْهَا.

উচ্চারণ ঃ- অ লা বা'সা লিন নিসা-য়ি বি তা' লীকিয যরারি ফী শূয়ূরিহিন্না .... লিযযী নাতি অস্ সিওয়ারি মিনহা। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৯, আবু দাউদ শরীফ ২/৫৭৪)।

মাথা থেকে উঠে যাওয়া চুল খোপায় লাগানো

মাথা থেকে উঠে যাওয়া চুল পুণরায় মাথায় লাগানো নিষেধ। এমন উঠে যাওয়া চুল কিংবা কাটা নখ কোন জায়গায় পুঁতে দেবে, তা না হয় নদীতে ফেলে দেবে। (ফাতাওয়া রহীমিয়া ১০/১১৬, জামেউল ফাতাওয়া ১/৪৪১, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৩২৭)।

فَإِذَا قَلَمَ أَظْفَارَهُ أَوْجَزَّ شَعْرَهُ يَنْبَغِيْ أَنْ يُدْفِنَهُ ....لِأَنَّهُ يُوْرَثُ دَاءً.

উচ্চারণ ঃ- ফা ইযাক্বালামা আযফারাহু আউ জায্যা শা'রাহু ইয়ামবাগী আঁই ইউদফিনাহু .... লিআন্নাহু ইউবসুদা-উন।

(ফাতাওয়া শামী ৯/৫৮০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৮, ফাতাওয়া কাযী খান ৩/৪১১)।

কালো কেশ তেল ইত্যাদি ব্যবহার করা

কিছু কিছু উলামগণের মতে মহিলারা চুল কালো করার জন্য গোদরেজ, কালো কেশ তেল ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩২৭, কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/৭৬)।

أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيْ وَابْنُ أَبِيْ عَاصِمٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ .... دُوْنَ الرَّجُلِ.

উচ্চারণ ঃ- আখরাযাত আবরা নিয়্যা অবনু আবী আ-সিমিন আবিদ দারদা-য়ি .... দুনার রজুলি। (ফাতহুল বারী ১০/৪৩৪)।

মহিলাদের শরীরের লোম

মহিলাদের হাত পায়ে যে লোম ওঠে স্বামীর খুশির জন্য এগুলো পরিষ্কার করতে পারে। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩১৯)।

وَلَابَأْسَ أَنْ تَعْرَى الْمَرْأَةُ عَنِ الشَّعْرِ.

উচ্চারণ ঃ- অলা বা'সা আন তা'রাল মার আতু আনিশ শা'রি।

(ফাতাওয়া শামী ৯/৫৩৫)।

মহিলাদের সিতে কাটার পদ্ধতি

হাদীস শরীফের মধ্যে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) -এর মাথায় সিতে কাটার কথা বর্ণিত আছে। এ ব্যাপারে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনপার্থক্য করেন নি। মহিলাদের মাথায় সিতে কাটা ওয়াজিব নয়। সিতে না কেটে যদি খোপা বাঁধে তারও অনুমতি আছে। আর যদি সিতে কাটতে চায় তাহলে মাঝখান থেকে সিতে কাটবে। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/৭৭, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৩২৯)।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍؓ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحِبُّ مُوَافَقَةَ .... ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

উচ্চারণ ঃ- আন ইবনে আব্বাসিন (রাঃ) ক-লা কানান্ নাবিয়্যু (সাঃ) ইয়াজিবু মুয়াফাকাতা সুম্মা ফাররাকা বু' দিন। (বুখারী শরীফ ২/৮৭৭, ফাতহুল বারী ১০/ ৪৪২)।

বড় বড় নখ রাখা

ইদানীং বেশ কিছু মহিলা ফ্যাশানের নামে বড় বড় নখ রাখছে। অথচ নখ কাটা শরীয়তে মানসিক অভ্যাস বলে গণ্য করা হয়েছে। সে জন্য কাটার দিন ও নির্ধারিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সপ্তাহে একবার কাটা মুস্তাহাব, ১৫দিন পরে কাটা জাইয, ৪০ দিনের থেকে বেশি দেরী করা মক্রুহ এবং গুনাহের কারণ। এজন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ের পক্ষে ফ্যাশানের জন্য বড় বড় নখ রাখা মক্রুহ। (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/ ৪২০, যেব ও যিনাত কে শরয়ী আহকাম ১১৪)।

وَيُسْتَحَبُّ قَلْمُ أَظَافِيْرِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَوْنُهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ .... ضَيِّقًا.

উচ্চারণ ঃ- অ ইয়াসতাহিব্বু ক্বালামা আযা-ফীরাহু ইয়ওমাল জুমআতি অ কাউনুহু বা'দাস স্বলা-তি....যয়্যিকান। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫৮১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৭)।

মুখমণ্ডলে চিকচিকি (আফসুন) লাগানো

আজকাল কিছু মহিলা ফ্যাশানের জন্য মুখমণ্ডলে চিকচিকি (আফসুন) লাগাচ্ছে। আসলে এটা অমুসলিমদের প্রথা। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের সামঞ্জস্য থেকে নিষেধ করেছেন। এজন্য মুসলিম মহিলাদের এমন ফ্যাশান থেকে বিরত থাকা দরকার। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/৮২)।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

উচ্চারণ ঃ- আন ইবনে উমারা (রাঃ) ক্ব-লা ক্ব-লা রসুলুল্লাহি (সাঃ) মান তাশাব্বাহা বিক্বাউমিন ফাহুআ মিন হুম। (আবু দাউদ শরীফ ২/৫৫৯)।

লিপষ্টিক লাগানোর হুকুম

মহিলারা লিপষ্টিক ব্যবহার করতে পারে। তবে হ্যাঁ লিপষ্টিকের যদি পর্দা জমে যায়, এবং ঠোঁট পর্যন্ত পানি না পৌছায় তাহলে ওযু ও গোসল হবে না। ওযু ও গোসলের আগে অবশ্যই করে লিপষ্টিক পরিষ্কার করতে হবে। লিপষ্টিক সম্পর্কে এমন ধারণা করা যে এটা নাপাক চর্বি থেকে তৈরি হয় এটা কোন শরয়ী দলীল নয়। কেবলমাত্র মুখে বললে এটা নাপাক হবে না। (দ্বীনি মাসাইল ৩১৭)।

وَلَا يَمْنَعُ الطَّهَارَةَ وَنِيْمٌ وَحِنَّاءٌ .... مَعَ عَدَمِ الضَّرُوْرَةِ وَالْحَرَجِ.

উচ্চারণ ঃ- অলা ইয়ামনায়ুত ত্বহা-রাতু নীমুন অ হিনা-উন .... মা' আদামিয যরুরাতি অল হারাজি। (ফাতাওয়া শামী ১/২৮৮)।

মহিলাদের গোঁফ দাড়ি বার হওয়া

মহিলাদের অপ্রয়োজনীয় জায়গায় যে চুল ওঠে যেমন গোঁফ, দাড়ি মহিলারা এগুলো পরিষ্কার করতে পারে। বরং পুরুষদের আকৃতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এগুলো পরিষ্কার করা মুস্তাহাব। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/১৪৯, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৪২২, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩২৬)।

إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ أَوْ شَوَارِبُ فَلَا تَحْرُمُ إِزَالَتُهُ بَلْ تُسْتَحَبُّ.

উচ্চারণ ঃ- ইযা নাবাতা লিল মারআতি লিহ্ইয়াতুন আউ শাওয়া রিবু ফালা তাহরুমু ইযালাতুহু বাল তুসতাহাব্বু। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫৩৬, বাহরুল মাজহুদ ১২/১৯৬)।

অপ্রয়োজনীয় চুল তোলার জন্য ক্রীম ইত্যাদি ব্যবহার করা

মহিলারা অপ্রয়োজনীয় চুল তোলার জন্য চুলতোলা পাউডার, সাবান, ক্রীম (বীট) ইত্যাদি ব্যবহার করবে। লোহা জাতীয় জিনিস যেমন ব্লেড ইত্যাদি ব্যবহার করবে না। (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৪২১, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৯/৪৪৫, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৩০৫)।

اَلْأَفْضَلُ أَنْ يَقْلِمَ أَظْفَارَهُ وَيَخْفِيَ شَارِبَهُ .... فِي الْعَانَةِ يَجُوْزُ.

উচ্চারণ ঃ- আল আফযালু আন ইয়াকলিমা আযফা- রাহু অ ইয়াখফী শা-রিবাহু .... ফিল আ-নাতি ইয়াজুযু। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৭)।

মহিলাদের অত্যাধিক লম্বা চুল কাটা

ঘন এবং লম্বা চুল মহিলাদের জন্য রূপ বৃদ্ধির কারণ। আসমানে ফারিস্তাদেরতসবীহ।

سُبْحَانَ مَنْ زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللِّحَى وَزَيَّنَ النِّسَاءَ بِالذَّوَائِبِ.

উচ্চারণ ঃ- সুবহা- না মান যাইয়ানার রিজা-লা বিল লুহা অ যাইয়ানান্ নিসা- য়া বিয যাওয়া ইবি।

(অর্থ ঃ - পবিত্র ঐ সত্ত্বা যিনি পুরুষদের দাড়ি দ্বারা সজ্জিত করেছেন এবং মহিলাদেরকে চুল দ্বারা রূপ বৃদ্ধি করেছেন। অতএব চুল ছোট না করা দরকার। তবে যদি চুল এত বড়ো হয় যে পাছার নিচে চলে আসে কিংবা দেখতে খারাপ লাগে তাহলে পাছার নিচের অংশ কেটে বাদ দিতে পারে।

(ফাতাওয়া রহীমিয়া ১০/১১৯, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ২২৮)।

পাঁজর পরা

মহিলারা সোনা -রূপোর সর্ব প্রকারের গহনা পরতে পারে। তবে যে সমস্ত গহনা কিংবা শাড়ী পরে চলার সময় আওয়াজ হয়, ফিতনার আশংকা হওয়ার কারণে এগুলো ব্যবহার করা না- জাইয। (জামেউল ফাতাওয়া ১/৪৪০, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩২৩, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৭৩২)।

عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ مَوْلَاةٌ لَهُمْ .... مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانٌ.

উচ্চারণ ঃ- আন ইবনিয যুবইর আখবারাহু মা উলাতা লাহুম .... মা' কুল্লি জারাসিন শাইতানুন। (আবু দাউদ শরীফ ২/৫৮১ বাযলুল মাজহুদ ১২/২৫৮)।

বিধবা মহিলাদের গহনা পরা

বিধবা মহিলারা ইদ্দতের পর সর্ব প্রকারের গহনা পরতে পারে। কিছু মহিলা কাঁচ কিংবা রবারের চুড়ি পরা না-জাইয মনে করে এটা ভুল ধারণা। (জামেউল ফাতাওয়া ১/৪৩৯, মাহমুদিয়া ১৯/৩৬৮, খাওয়াতীন কে কিরহী মাসাইল ৪৭)।

إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ أَوْمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا .... فَذٰلِكَ الْمَعْرُوْفُ.

উচ্চারণ ঃ- ইযা তুল্লি কাতিল মার আতু আউ মা- তা আনহা যউজুহা.... ফা যলি কাল মা' রুফু। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৫৭২, এলাউস সুনান ১২/২৮৮)।

পুরুষ মনোহারির কাছ থেকে চুড়ি পরা

মহিলাদের জন্য চুড়ি পরা জাইয, কিন্তু পুরুষ মনোহারির কাছ থেকে চুড়ি পরা হারাম। যে সমস্ত মহিলারা নিজে নিজে চুড়ি পরতে পারে না, তারা কোন মহিলার কাছ থেকে পরে নেবে। অনেক সময় দেখা যায় পুরুষ মনোহারি অপর মহিলাদের হাতে চুড়ি পরিয়ে দেয়, আর মহিলারাও সরল মনে পরে নেয় ইহা হারাম। (আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৩১, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৫৪০, মাহমুদিয়া ১৯/৩১৮)।

وَمَا حَلَّ نَظْرُهُ حَلَّ لَمْسُهُ إِلَّا مِنْ اَجْنَبِيَّةٍ .... لِاَنَّهُ اَغْلَظُ.

উচ্চারণ ঃ- অ মা হাম্না নাযরুহু হাম্না লামসুহু ইল্লা মিন আজনা বিয়্যাতিন .... লি আল্লাহু আগলাতু। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫২৮, হেদায়া ৪/৪৫৮, নাসবুর রায়া ৪/৫৪০)।

মহিলাদের নিজেদের মধ্যে মুসাফাহ করা

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন – দুজন মুসলমান যখন আপসের মধ্যে সাক্ষাৎ করে এবং মুসাফাহ (হাতে হাত মিলানো) করে, তাদের আলাদা হওয়ার পূর্বে তাদের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। সে জন্য সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করা সুন্নত হওয়ায় কেউ দ্বিমত নয়, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মুসাফাহ করাতে পুরুষ মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। তেমনি ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণও কোন পার্থক্য করেন নি। এজন্য একজন মহিলা অপর মহিলার সাথে মুসাফাহ করতে পারে। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/১২৬)

اَلْمُصَافَحَةُ سُنَّةٌ مَجْمَعٌ عَلَيْهَا عِنْدَ التَّلَاقِيْ.

উচ্চারণ ঃ- আল মুসা- ফাহাতু সুন্নাতুন মাজমাউন আলাইহা ইনদাত তালা-কি। (ফাতহুল বারী ১১/৬৫, আবু দাউদ শরীফ ২/৭০৮)।

কাঁচের চুড়ি পরা

মহিলারা কাঁচ, রবার, পাথর ইত্যাদি সর্ব রকম ডিজাইনের চুড়ি পরতে পারে। তবে এমন চুড়ি যা অমুসলিমদের সাদৃশ্য, যেমন শাঁখা, এসব পরা না-জাইয।

(ইমাদুল ফাতাওয়া ৪/১২৬; আযীযুল ফাতাওয়া ১/৭৩২; যেব ও যিনাতকে শরয়ী আহকাম ১২০)।

মহিলাদের শুধুমাত্র লম্বা জামা পরা

শুধুমাত্র লম্বা জামা পরা যা দ্বারা মহিলাদের পর্দা হয়ে যায়; কোন অসুবিধা নেই যদিও এরকম একটা কাপড়ে থাকা মহিলাদের জন্য ঠিক নয়। কেননা সামান্য বে-খেয়ালে পর্দা হানী হওয়ার ভয় থাকে। সে জন্য যে সমস্ত মহিলারা

এমন লম্বা জামা, নাইটি ইত্যাদি পরে তাদের জন্য উত্তম হল ভিতরে পাজামা পরা। (জামেউল ফাতাওয়া ১/৪০৭, কিফায়াতুল মুফতী ৯/১৫৭)।

চুড়িদার পাজামা পরা

মহিলাদের জন্য চুড়িদার পাজামা পরা জাইয এবং এতে নামাযও হয়ে যাবে, কিন্তু এমন কাপড় পড়লে যেহেতু শরীরের গঠন প্রণালী বোঝা যায় সেজন্য সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। বিশেষত যদি পরপুরুষদের সঙ্গে থাকে কিংবা ঘরের বাইরে যাওয়ার সময়। (জামেউল ফাতাওয়া ১/৪০৮)।

ঘরের মধ্যে মাথা খুলে থাকা

ঘরের মধ্যে যদি গায়ের মাহ্‌রাম যেমন চাচাতো, খালাতো, মামাতো ভাই ইত্যাদি কেউ থাকে তাহলে মাথা ঢেঁকে রাখবে। তবে যদি ঘরে কেবলমাত্র স্বামী কিংবা মাহ্‌রাম থাকে তাহলে মাথা খুলে রাখার অনুমতি আছে, কিন্তু উত্তম হল ঘরে ও মাথা ঢেঁকে রাখা। কেননা মাথা খুলে রাখার অভ্যস্ত হয়ে গেলে তখন মাহ্‌রাম ও গায়ের মাহ্‌রামের মাঝখানে পার্থক্য করা অসম্ভব হয়ে যায়। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/৯৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৫২, দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩২৯)।

يُرَخَّصُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ الرَّأْسِ فِيْ مَنْزِلِهَا وَحْدَهَا .... عِنْدَ مَحَارِمِهَا.

উচ্চারণ ঃ- ইউরাখ্যাসু লিল মারআতি কাশফুর রা' সি ফী মানযিলি হা অহ্‌দাহা .... ইনদা মাহা-রিমিহা।

(ফাতাওয়া শামী ২/৭৬, বাদায়ে উস সানায়ে ৪/২৯১)।

বিবিধ অধ্যায়

অমুসলিম মহিলাদের থেকে পর্দা

অমুসলিম মহিলারা পর পুরুষদের মত। তাদের সামনে মুখ-মন্ডল, হাত ও পা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেঁকে রাখতে হবে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৬৫, কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/১০২)।

لَايَحِلُّ لِلْمُسْلِمَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِّ يَهُوْدِيَّةٍ .... فِي السِّرَاجِ.

উচ্চারণ ঃ- লা ইয়া হিল্লু লিল মুসলিমাতি আন তান্‌কাশিফা বাইনা ইয়াদাইয়ি ইয়াহু দিয়্যাতিন .... ফিস সিরা-জি। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫৩৪)।

আত্মীয়দের কাছে নিজেদের মেয়ে রাখা

বর্তমানে বেশ কিছু পরিবার নিজেদের মেয়েদেরকে পঠন পাঠন কিংবা অনান্য কারণে আত্মীয়দের বাড়িতে রেখে দেয়, এটা ঠিক নয়। কেননা গায়ের মাহ্‌রামদের কাছে থাকার কারণে ফিতনা হতে পারে। এজন্য শরীরত মা -বাপের পৃথক হওয়ার সময় মাকে সন্তানের লালন পালনের অধিকার দিয়েছে। কেননা মায়েরা মেয়েদের আত্ম সম্মানের দিকে বেশি খেয়াল রাখে। সেজন্য মেয়েদেকে দূরবর্তী কোন জায়গায় আত্মীয়দের কাছে রাখা ঠিক নয়। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/১০৮)।

ধোপার দ্বারা কাপড় ধোয়ানো

মহিলাদের জন্য উত্তম হল নিজেদের কাপড় ঘরে ধোয়া। ধোপা দ্বারা কাপড় ধোয়ানো ইস্ত্রী করানো ঠিক নয়। প্রয়োজন হলে মহিলা ধোপার দ্বারা ধোয়াতে পারে। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩৩৫)।

اَلنَّظْرُ إِلَى مَلَاءَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ.

উচ্চারণঃ- আন্ নাযরু ইলা মালা- আতিল আজনা বিয়্যাতি বিশাহ্ ওয়াতিন হারা-মুন। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫৩৫)।

বৃদ্ধা মহিলাদের জন্য পর্দা

বৃদ্ধা মহিলাদের জন্যও পর্দা জরুরী। হ্যাঁ যদি কোন মহিলা এত বৃদ্ধা হয় যে তার চেহরা দেখলে ফিতনার আশংকা হয় না, তাহলে এমন বৃদ্ধা মহিলারা চেহরা খুলে রাখতে পারে, কিন্তু অন্যান্য অঙ্গ অবশ্যই ঢেকে রাখবে। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩৩৮, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৮৭)।

فَحَلَّ النَّظْرُ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَإِلَّافَحَرَامٌ .... مِنَ الشَّابَّةِ.

উচ্চারণ ঃ-ফাহাল্লুন নাযরু মুকাইয়াদুন বি আদামিশ শাহওয়াতি অ ইল্লা ফাহারা-মুন....মিনাশ শাব্বাতি। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫৩২, তিরমিযী শরীফ ১/২২২)।

মহিলাদের একে অপরকে চুমো দেওয়া

পুরুষ, পুরুষকে এবং মহিলা, মহিলাকে চুমো দিতে পারে। তবে শর্ত হল উত্তেজনা এবং ফিতনা না যেন হয়। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৫২৭)।

وَكُرِهَ تَحْرِيْماً (تَقْبِيْلُ الرَّجُلِ) فَمَ الرَّجُلِ أَوْيَدِهِ .... عَنْ شَهْوَةٍ.

উচ্চারণ ঃ- অ কুরিহা তাহ্‌রীমান (তাকবীলুর রজুলি) ফামার রজুলি আউ ইয়াদিহী .... আন শাহ্‌ওয়াতিন। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫৪৬)।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের গুপ্তাঙ্গ দেখা

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের শরীর দেখতে পারে, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে দেখা ঠিক নয়। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৫২৬)।

وَيَنْظُرُالرَّجُلُ .... فَلْيَسْتَتِرْ مَااسْتَطَاعَ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইয়ানযুরুর রজুলু .... ফাল্‌ ইয়াস্‌তাতির মাস্‌তাত্ব আ। (শামী ৯/৫২৪)।

মহিলাদের গুপ্তরোগ পুরুষ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করানো

সর্ব প্রথম কথা হল মহিলাদের, মহিলা ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করানো

দরকার। যদিও দূরবর্তী জায়গায় হয়। যদি এমন অবস্থা হয়ে যায় যে পুরুষ ডাক্তার ছাড়া চিকিৎসা করানো অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা করাতে পারে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৭৯)।

اِمْتَنَعَ نَظْرُهُ إِلَى وَجْهِهَا إِلَّا لِحَاجَةٍ ..... يَنْبَغِي هُنَا لِلْوُجُوْبِ.

উচ্চারণ ঃ- ইমতানায়া নাযরুহু ইলা অজহিহা ইল্লা লি হা-জাতি .... ইয়ামবাগী হুনা লিল অজূবি। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫৩২-৫৩৩)।

পরপুরুষের সাথে ফোনে কথা বলা

অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া গায়ের মাহ্‌রাম ছেলে-মেয়েদের আপসের মধ্যে কথা বলা, দেখা করা অবৈধ। এসব পরিত্যাগ করা অত্যন্ত জরুরী। নতুবা এসমস্ত জিনিসগুলো ধীরে ধারে মানুষকে বড় ও মারাত্মক গোনাহের দিকে নিয়ে যায়। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/১০০, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৪০)।

হিল তোলা জুতো পরা

মহিলাদের জন্য হিল তোলা জুতো পরা মক্‌রুহ। হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে। (আযীযুল ফাতাওয়া ১/৭০৮, জামেউল ফাতাওয়া ১/১৪৪)।

পুরুষদের সমতুল্য মহিলাদের কাজ করা

আল্লাহ তায়াল পুরুষ এবং মহিলাদের কাজ করার জায়গা আলাদা আলাদা করেছে। মহিলারা ঘরের দায়িত্ব পালন করবে আর পুরুষরা ঘরের বাইরের দায়িত্ব পালন করবে। পুরুষরা যে কাজ করতে পারে মহিলারা তা করতে পারে না এবং মহিলারা যে কাজ করতে পারে পুরুষরা তা করতে পারে না। উভয়কেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা দরকার। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৫৫)।

حَكَمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ .... اَلظَّاهِرَةِ.

উচ্চারণ ঃ- হাকামান নাবিয়্যু (সাঃ) বাইনা আলি ইবনে আবি ত্বা-লিবিন অ বাইনা যাউজাতিহী .... আয় যা-হিরাতি। (বাদুল মা'আদ ২/২৩৫)।

পরপুরুষের কাছ থেকে কুরআন শরীফ শেখা

যুবতী মহিলাদের পরপুরুষের কাছ থেকে কুরআন শরীফ শেখা বিভিন্ন ফিতনার কারণ। সেজন্য ইহা না-জাইয। মহিলারা মহিলাদের কাছ থেকে কুরআন শরীফ শিখে নেবে, তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে পর্দার সাথে কোন দ্বীনদার, পরহেযগার বয়স্ক পুরুষের কাছ থেকে শিখতে পারে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ১৬৩, খাওয়াতীনকে মাসাইল আওর উনকা হল ১/১৬৩)।

পুরুষ -মহিলা একে অপরের এঁটো খাওয়া

স্বামী -স্ত্রী একে অপরের এঁটো খেতে, পান করতে পারে। এর দ্বারা আপসের মধ্যে মহব্বত বৃদ্ধি পায়। মাহ্‌রাম পুরুষ-মহিলা ও একে-অপরের এঁটো খেতে পারে। গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষ-মহিলা একে অপরের এঁটো খাওয়া ফিতনা হওয়ার কারণে মক্‌রুহ। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮ /৩৯৪)।

يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ سُؤْرُ الرَّجُلِ وَسُؤْرُهَا لَهُ.

উচ্চারণ ঃ- ইউকরাহু লিল মারআতি সূরুর রজুলি অ সুরিহা লাহু।
(ফাতাওয়া শামী ৯/৬১১, মুসলিম শরীফ ১ /১৪৩)।

কেবলমাত্র ড্রাইভারের সাথে গাড়ীতে বসা

গাড়ীতে যদি দু-চারজন মহিলা থাকে তাহলে কোন অসুবিধা নেই, কেবলমাত্র একজন মহিলার ড্রাইভারের সাথে গাড়ীতে বসার অনুমতি নেই, কেননা এমতাবস্থায় পর-পুরুষের সাথে থাকার কারণে 'নির্জনতা' হয়ে যায়, যা পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্যই হারাম। তাছাড়া বহু সময় এমন দূর্ঘটনা ঘটে যায় যা আমাদের অজানা নেই। (আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৫১)।

وَلِخَلْوَةٍ بِلَا مَانِعٍ حِسِّيٍّ وَطَبْعِيٍّ كَوُجُودِ ثَالِثٍ....فَلَيْسَتْ بِخَلْوَةٍ.

উচ্চারণ ঃ- অ লি খলওয়াতিন বিলা মা-নিয়িন হিস্সিয়্যিন অ ত্বাবয়্যিন কা অজুদি সা-লিসিন .... ফা লাইসাত বি খলওয়াতিন। (ফাতাওয়া শামী ৪/২৪৯)।

স্বামীর নাম ধরে ডাকা

প্রয়োজন হলে স্ত্রী স্বামীর নাম নিতে পারে, কিন্তু জনসমাজ ও কথাবার্তার মাঝে স্বামীর নাম না ধরা ভাল। অপ্রয়োজনে স্বামীর নাম ধরা আদবের খেলাফ ও মক্‌রুহ। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩১১, ফাতাওয়া রহীমিয়া ১০/২৩৩, জামেউল ফাতাওয়া ১/৪৭৫)।

وَيُكْرَهُ أَنْ تَدْعُوالْمَرْأَةُ زَوْجَهَابِاسْمِهِ ....عَلَى الْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ۔

উচ্চারণ ঃ- অ ইউকরাহু আন তাদউল মার আতু জাউজাহা বিইসমিহী .... আলাল অলাদি অয্‌ যাউ জাতি। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫৯৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৬২)।

মহিলাদের স্কুটার চালানো

মহিলাদের স্কুটার, গাড়ী, সাইকেল ইত্যাদি চালানো শরীয়ত সম্মত পছন্দনীয় নয়। এতে পুরুষদের সাদৃশ্য হয়, যদি নিজেকে পরিপুর্ণ সংযত রেখে বোরকা পরে চালায় তাতেও ফিতনার আশঙ্কা আছে। মোটকথা এসমস্ত কাজ থেকে বেঁচে থাকা দরকার। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩৪৩)।

لَاتَرْكَبُ مُسْلِمَةٌعَلَىٰ سَرَجٍ۔

উচ্চারণ ঃ- লা তারকাবু মুসলিমাতুন আলা সারাজিন। (ফাতাওয়া শামী ৯/৬০৬)।

চিকিৎসার জন্য মহিলাদের মাথা মুন্ডন হওয়া

মাথা মুন্ডন ছাড়া যদি চিকিৎসা সম্ভব না হয়, তা হলে এমন মজবুরীর জন্য মাথা মুন্ডন করতে পারে, কিন্তু যদি পুরুষদের সাদৃশ্য কিংবা ফ্যাশানের জন্য করে তাহলে মক্‌রুহ তাহরীমি হবে। (ফাতাওয়া রহীমিয়া ১০/১০৪, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ২১২)।

اَلْمَرْأَةُ إِذَاحَلَقَتْ رَأْسَهَا إِنْ كَانَ لِوَجَعٍ أَصَابَهَا .... يُكْرَهُ۔

উচ্চারণ ঃ- আল মার আতু ইযা হালাকাত রা'সাহা ইন কা- না লিতাজয়িন আসা-বাহা .... ইউকরাহু। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৭৭)।

মহিলাদের খাতনা করা

মহিলাদের খাতনা করা সুন্নত নয়, তবে জাইয। সহবাসের সময় পুরুষদের জন্য সুবিধা হয়, আরবে মহিলাদের খাতনা করার প্রথা ছিল। (ফাতাওয়া রহীমিয়া ১০/১৩৫, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২৪/৩৯৬, জামেউল ফাতাওয়া ১/৪২৭)।

وَخِتَانُ الْمَرْأَةِ لَيْسَ سُنَّةً بَلْ مُكْرِمَةٌ لِلرِّجَالِ .... ذٰلِكَ سُنِّيَّةٌ لِلْمَرْأَةِ.

উচ্চারণ ঃ- অ খিতা-নুল মার আতি লাইসা সুন্নাতুন বাল মুকরিমাতুন লির রিজা-লি .... যা-লিকা সুন্নিয়্যাতুন লিল মারআতি। (ফাতাওয়া শামী ১০/৪৮১)।

পুরুষের লজ্জাস্থান মুখে নেওয়া

লজ্জাস্থানের বাইরের অংশ পাক। তাই বলে সমস্ত পাক জিনিসকে মুখে নিতে হবে, চুম্বন করতে হবে, এর কোন মানে হয় না। এমনিভাবে পুরুষের জন্য মহিলার লজ্জাস্থানে মুখ দেওয়া ও চুম্বন করা কঠোর ভাবে নিষেধ এবং গুনাহ। এসব কুকুর ছাগল প্রভৃতি প্রাণির স্বভাব। ইদানীং ইন্টার নেটের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ এসব দেখছে এবং বিভিন্ন গুনাহের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাছাড়া যে মুখ দ্বারা পবিত্র কুরআন শরীফ পড়া হয় ও আল্লাহর যিকির করা হয় সে মুখ দ্বারা এরকমের নোংরা কাজ করা একেবারেই অনুচিত। (ফাতাওয়া রহীমিয়া ১০/১৭৮, জামেউল ফাতাওয়া ১/৪৬২)।

স্বামীর লজ্জাস্থান স্পর্শ করা

স্ত্রী স্বামীর লজ্জাস্থান স্পর্শ করতে পারে। এতে কোন গুনাহ নেই, কিন্তু এমন করাও ঠিক নয়। (মাহমুদিয়া ১৮/৬৩৬, জামেউল ফাতাওয়া ১/৪৬৪)।

قَوْلُهُ (وَمُبَاشَرَتُهَالَهُ) سَبَبُ تَرَدُّدِهِ فِي الْمُبَاشَرَةِ ....حَتّٰى ذَكَرَهُ.

উচ্চারণ ঃ- ক্বওলুহু (অ মুবাশারাতুহা লাহু) সাবাবু তারাদ্দুদিহি ফিল্ মুবাশারাতি .... হাত্তা যাকারাহু। (ফাতাওয়া শামী ১/৪৮৭)।

একাধিক বিবাহিতা মহিলা

যে মহিলা পৃথিবীতে কয়েকজন স্বামীর অধীনে থাকবে, সেই মহিলা জান্নাতে কোন্ স্বামীর কাছে থাকবে সে সম্পর্কে উলামাদের দুটি মত।

১) শেষ স্বামীর কাছে থাকবে ২) মহিলার ইচ্ছা যাকে খুশি গ্রহণ করতে পারবে। আর যে মহিলার বিবাহ হয়নি তারও অনুমতি থাকবে যাকে খুশি গ্রহণ করতে পারবে, আর যদি মহিলা কাউকে পছন্দ না করে তাহলে তার জন্য একজন পুরুষ হুর সৃষ্টি করা হবে এবং আল্লাহ তায়ালা তার সাথে বিবাহ পড়িয়ে দেবেন। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১/৬৯১)।

فِي الْغَرَائِبِ : وَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ .... أَيُّهُمَا شَاءَتْ اِنْتَهَى.

উচ্চারণ ঃ- ফিল গরা-ইবি অ লাউ মা-তাত ক্বলা আন তাতাযাউ অজা .... আয়্যুহমা শা-য়াত ইনতাহা। (ফাতাওয়া মাজমুয়া, বুসতানু ফিকহি আবী লায়েস সামার কান্দি ২৪৮)।

স্বামীর পা ছোঁয়া

পা ছোঁয়া ইসলামি সভ্যতা নয়। বরং অমুসলিমদের নিয়ম, এটা পরিত্যাগ করা দরকার। পা ছোঁয়ার সময় রুকুর মত অবস্থা হয়ে যায় যেটা না-জাইয। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৯/১৩৩, জাওয়াহিরুল ফিকহ্ ১/২০০, জামেউল ফাতাওয়া ১/৪৯৪)।

اَلتَّحِيَّةُ بِالرُّكُوْعِ وَاسْتِرْخَاءُ الرَّأْسِ مَكْرُوْهَةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ مُطْلَقاً.

উচ্চারণ ঃ- আত্যাহিয়্যাতু বির রুকূয়ি অস তিরখা-য়ুর রা'স মাকরুহাতুন লিকুল্লি আহাদিন মুতলাকান।

(হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৩২০, ফাতাওয়া আলমগিরী ৫/৩৬৯)।

স্বামীকে ভাই বলা

স্বামীকে ভাই বলা মক্রুহ, এমন বলে না ডাকা দরকার। তবে এই রকম বলার কারণে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছেদ হবে না। (ফাতাওয়া-মাহমুদিয়া ২৪/২৭৬)।

وَيُكْرَهُ أَنْ تَدْعُوالْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِاسْمِهِ.... عَلَى الْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইউকরাহু আন অদউল মারআতু যাওজাহা বিইসামিহী....আলাল অলাদি অয যাউজাতি। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫৯৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৬২)।

ভাই-বোন একে অপরের হাত পা টেপা

যদি অসুস্থ হয় এবং সেবার জন্য কেউ না থাকে আর সেবার খুবই প্রয়োজন হয় তাহলে হাঁটুর নিচে নিচে কোন মোটা কাপড়ের উপর থেকে হাত পা টিপে দিতে পারে। তবে উত্তেজনার ভয় থাকলে ইহা থেকেও বাঁচা দরকার (ফাতাওয়া রহীমিয়া ১০/১২৯)।

(وَمِنْ مَحْرِمِهِ) هِيَ مَنْ لَايَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا أَبَداً .... لَهُ النَّظْرُوَالْمَسُّ.

উচ্চারণ ঃ- (অ মিন মাহ্‌রিমিহী) হিয়া মান লা ইয়া হিল্লু লাহু নিকা-হুহা আবাদান....লাহুন নায়রু অল মাস্সু। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫২৭-৫২৮)।

স্বামীর বিনা অনুমতিতে বাপের বাড়ি যাওয়া

স্বামীর বিনা অনুমতিতে বাপের বাড়ি যাওয়া উচিত নয়। বহু সময় এমন হয় মেয়ের বাপ-মা এসে কাউকে কিছু না বলে মেয়েকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যায়, এসব একেবারেই ঠিক নয়। স্বামীর অনুমতি ছাড়া চলে গেলে স্বামীর কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া দরকার, অন্যথায় স্বামীর কাছ থেকে খরচাদি পাওয়ার হক রাখবে না। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২৪/২৭৫, ফাতাওয়া উসমানী ২/৪৮৯,, জামেউল ফাতাওয়া ১/৪৮২)।

وَلَهَا السَّفَرُوَالْخُرُوْجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا لِزِيَارَةِ أَبَوَيْهَا.... أَنَّهُ الْحَقُّ.

উচ্চারণ ঃ- অলাহাস সাফ্‌রু অল খুরূজু মিন বাইতি যাওজিহা লিযিয়া রাতি আবাওইহা....আন্নাহুল হাক্কু। (ফাতাওয়া শামী ৪/২৯৩)।

স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার মাল খরচা করা

স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার মাল খরচ করা জাইয নয়। তবে স্বামী যদি এতে খুশি থাকে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২৪/২৮৭)।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا اِنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ ....شَيْئًا.

উচ্চারণ ঃ- আন আ-য়িশাতা ক্বা-লাত ক্বা-লা রসুলুল্লাহি (সাঃ) ইযা ইনফাকাতিল মারআতু....শাইয়ান।

(বুখারী শরীফ ১/২৭৭, হাশিয়া মুসলিম শরীফ ১/৩২৯, মিরকাতুল মাফাতিহ ২৪/৩৭৯)।

স্বামীর কারবারে সহযোগীতা করে পয়সা চাওয়া

স্বামীর কাজ কামে সহযোগিতা করলে নিজেদের মধ্যে মিল মহব্বত বৃদ্ধি হয়। অতএব স্বামীর কাজে সহযোগিতা করে তার কাছ থেকে পয়সা চাওয়া জাইয নয়, আর স্বামীর জন্য দেওয়া ওয়াজিবও নয়। (মাহমুদিয়া ২৪/২৭৮)।

لَا رُجُوْعَ فِيْمَا تَبَرَّعَ عَنِ الْغَيْرِ.

উচ্চারণ ঃ- লা রুজূয়া ফীমা তাবাররায়া আনিল গইরি।

(কাওয়ায়িদুল ফিকহ ১০৬, কায়েদা নং ২৫১, আল বাহরুর রায়িক ৭/৪৭৮)।

যে মহিলা স্বামীর হুকুম মানে না

স্বামীর হুকুম মানা স্ত্রীর জন্য জরুরী, না মানলে গুনাহগার হবে। তবে হ্যাঁ স্বামী যদি শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করার হুকুম দেয় তাহলে মানা জরুরী নয়। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৮/৫৯৮, ফাতাওয়া শামী ৫/৩২৩-৩২৫)।

শাশুড়ীর সেবা করা

শাশুড়ীর সেবা করা ওয়াজিব নয়, কিন্তু উত্তম হল তারও খেয়াল রাখা। যে ভাবে নিজের মায়ের খেয়াল রাখে, তেমনই স্বামীর মায়েরও খেয়াল রাখবে। অনুরুপ বৌমারও প্রয়োজন হলে শাশুড়ী তার খেয়াল রাখবে। এরফলে বৌ-শাশুড়ীর সম্পর্ক ঠিক থাকবে এবং ঘরে কোন রকমের অশান্তিও হবে না। স্বামীরও উচিৎ স্ত্রীকে বোঝানো যে দেখ আমি তোমার মায়ের যথেষ্ঠ সমাদার

করি, তাকে নিজের মায়ের মত মনে করি। সুতরাং তুমিও আমার মাকে নিজের মায়ের মত মনে করবে। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া১৮/৬১৫, জামেউল ফাতাওয়া ১/৪৮১, খাওয়াতীনকে ফিকহী মাসাইল ২৩১)।

وَحَقُّهُ عَلَيْهَا أَنْ تُطِيْعَهُ فِيْ كُلِّ مُبَاحٍ .... كَأَمْرِ السُّلْطَانِ الرَّعِيَّةِ.

উচ্চারণ ঃ- অ হাক্কুহু আলাইহা আন্না তুতিয়াহু ফী কুল্লি মুবা-হিন .... কা আমরিস্ সুলতা-নির রা' য়িয়াতি। (ফাতাওয়া শামী ৪/৩৮৮, ফাতাওয়া কাযী খান ১/৪২৮)।

টেস্ট টিউবের বিধান

টেস্ট টিউব এর অর্থ হল ইঞ্জেকশন দ্বারা স্ত্রীর গর্ভাশয়ে পর পুরুষের শুক্রকীট দিয়ে সন্তান লাভ করা। শরীয়তের দৃষ্ঠিতে ইহা সর্বাবস্থায় হারাম ও পরোক্ষভাবে ব্যাভিচার। কারণ এতে বংশগত বিভ্রান্তি ঘটে। যা ব্যাভিচার হারাম হওয়ার মুল কারণ। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন --

لَا يَحِلُّ لِامْرِءٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَ زَرْعِ غَيْرِهِ.

উচ্চারণ ঃ- লা ইয়াহিল্লু লি ইমরিইন ইউমিনু বিল্লা- হি অল ইয়াউ মিল আ-খিরি আঁই ইয়াসকী মা-আ যারয়া গইরিহী।

আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্য নিজের বীর্যপানি অন্যের স্ত্রীর খ্যাতে সেচাই করা বৈধ নয়। (আবু দাউদ শরীফ)। হযরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী(রহঃ) বিরচিত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' কিতাবে ২/১৩ পৃষ্ঠায় আছে তালাকের পর ইদ্দত পালনের অন্যতম রহস্য এই যে, এ দ্বারা স্ত্রীর গর্ভাশয় প্রথম স্বামীর বীর্য মুক্ত কিনা, তা জানা যায়। ফলে বংশগত বিভ্রান্তি ঘটে না। কেননা শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের কাছে বংশ সূত্র বিশেষ কাঙ্খিত জিনিস। আর বংশ তো মানুষের বিশেষত্ব। যা দ্বারা মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের থেকে স্বাতন্ত্র লাভ করে।

অতএব 'টেস্ট টিউব' নামক প্রজনন পদ্ধতি বংশগত বিভ্রান্তি সাধনের কারণে যেনা-ব্যাভিচারের ন্যায় সর্বাবস্থায় না-জাইয। এতদ সত্ত্বেও যদি কেউ এভাবে হারাম সন্তান গ্রহন করে, তাহলে নবজাতকের বংশ সূত্র তার মায়ের স্বামীর সাথে

জুড়বে। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৮/৩২৩, জাদীদ ফিকহী মাসাইল ৫/১৬০, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৪৯৯)।

رَجُلٌ وَطِيَ جَارِيَةً فِيْمَادُوْنَ الْفَرْجِ .... وَتُصِيْرُالْجَارِيَةُاُمَّ وَلَدِلَهٗ.

উচ্চারণ ঃ- রজুলুন অতিয়া জা-রিয়াতান ফী মা দূনাল ফারজি .... অ তুসীরুল জা-রিয়াতু উম্মি অলাদিন লাহু। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া - ৩/৩৪৭)।

ঔষধ খেয়ে বাচ্চা বন্ধ করা

এমন কোন ঔষধ কিংবা পদ্ধতি গ্রহণ করা যা দ্বারা সব সময়ের জন্য বাচ্চা হওয়া বন্ধ হয়ে যায় কোন মুসলমানের জন্য জাইয নয়। জন সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ভয়ে ও রিযিকের চিন্তায় এমন কাজ করা আল্লাহ তায়ালার নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা। অন্ধকার যুগে রিযিকের ভয়ে মানুষেরা তাদের সন্তানদেরকে মেরে ফেলত, বর্তমানের ফ্যামিলি প্লানিং তারই একটা দৃশ্য। আল্লাহ পাক কুরআন শরীফের মধ্যে এর থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৮/৩০৭, জাদীদ ফিকহী মাসাইল ৫/১২৭, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ২০৩)।

وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ.

উচ্চারণ ঃ- অলা তাকতুলু আউলা- দাকুম খশইয়াতা ইমলা- ক, নাহনু নারাযুকুহুম অ ইয়্যাকুম।

(সুরা ইসরা আয়াত নং-৩১, বুখারী শরীফ ২/৭৫৯, ফাতাওয়া সিরাজিয়া ৩২৬)।

মাইকে মহিলাদের প্রোগ্রাম

মজলিস যদি কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য হয় এবং আওয়াজও মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে কোন পর পুরুষের কানে না যায়, তাহলে মাইকে মহিলাদের প্রোগ্রাম করার অনুমতি আছে। অন্যথায় মকরুহ হবে।

ইদানীং বেশ কিছু মহিলা মাদ্রাসায় জলসার সময় সাবালিকা মহিলারা মাইকে গজল ইত্যাদি বলে, ইহাও ভীত্তিহীন। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৯/১৯৬, কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/৯৮)।

وَلَايَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ ....وَالْمَرْأَةُ مُنْهِيَّةٌ عَنْ ذٰلِكَ.

উচ্চারণ ঃ- অ লা ইয়াযরিবনা বি আরজুলি হিন্না লি ইয়া'লামা মা ইউখ ফীনা .... অল মারআতু মুনহিয়্যাতুন আন যা-লিকা।

(আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস ৩/৪৬৫, আল বাহরুর রায়িক ১/৪৫৮. শামী ২/৭৮)।

মহিলারাও কি মুফতী হতে পারে?

যদি কোন মহিলা ইলম ও ফিকাহ শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করে এবং মসলা মাসাইল সম্পর্কে যথেষ্ঠ জ্ঞান রাখে তাহলে সেও মসলা-মাসাইল বলতে পারে। শরীয়তের দৃষ্ঠিতে কোন বাঁধা নেই, আসল কথা হল যোগ্যতা। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩৮৯, ফাতাওয়া দারুল উলুম ১/১১৫)।

وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ .... فَيَصِحُّ إِفْتَاءُ الْأَخْرَسِ لَاقَضَاؤُهُ.

উচ্চারণ ঃ- অ শারাতা বা' যুহুম .... ফা ইয়াসিহ্য ইফতা- উল আখরাসি লা ক্বাযা- উহু।

(ফাতাওয়া শামী ৮/৩০, এলাউস সুনান ১০/৩৮)।

ভোটে মহিলাদের প্রার্থী হওয়া

ইসলামি দৃষ্টিতে ভোটে দাঁড়ানোর জন্য অন্যান্য শর্ত ছাড়া প্রার্থী পুরুষ হওয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। ভোটে জেতার পর যে সমস্ত কাজ করতে হয় তা সঠিক ভাবে পুরুষরাই পালন করতে পারে, মহিলাদের দ্বারা অসম্ভব। বহু মুসলিম ভায়েরা তাদের স্ত্রী-বোন প্রভৃতিদেরকে ভোটে দাঁড় করায়। অথচ তারা একথাও জানে যে, ভোটের আগে মহিলা পার্থীরা নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন মানুষের কাছে গিয়ে ভোটের কথা বলে। তাদের মধ্যে অনেক মানুষ এমনও থাকে যারা বিভিন্ন খারাপ মন্তব্য নিয়ে কথা বলে, শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকে যেটা কোন সামান্য বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিও সহ্য করতে পারে না। তাছাড়া হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন -- কোন জাতির এর থেকে বড় দূরভাগ্য আর কি হতে পারে যারা কোন মহিলাকে নিজেদের নেত্রী বানিয়ে নিয়েছে। এজন্য মহিলাদের ভোটে দাঁড়ানো জাইয নয়। (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/২৯৬, ফাতাওয়া উসমানি ৩/৫১৩, কিফায়াতুল মুফতী ৯/৩৭৯)।

وَيُشْتَرِطُ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ الْمُطْلَقَةِ الْكَامِلَةِ .... عَقْلٍ وَدِيْنٍ.

উচ্চারণ ঃ- অ ইয়াশতারিতু আঁই ইয়াকূনা মিন আহলিল বিলা-য়াতিল মুতলাকাতিল কা-মিলাতি .... আকলীন অদ্বীনিন।

(শরহে আকায়িদ ১৫৭, বুখারী শরীফ ২/৬৩৭, ফাতাওয়া শামী ২/২৮০)।

মহিলাদের মন্ত্রী হওয়া

ইসলামি দৃষ্টিতে মহিলাদের মন্ত্রী হওয়া না-জাইয। যখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর কাছে এই খবর পৌছালো যে পারস্য দেশের মানুষেরা একজন মহিলাকে তাদের রাণী বানিয়ে নিয়েছে, তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন -- ঐ জাতি কখনো জয়লাভ করতে পারে না যারা নিজেদের ব্যাপার-আপার কোন মহিলার অধিনস্থ করে দিয়েছে। (বুখারী শরীফ ২/৬৩৭)।

অন্য এক হাদীসে আছে যদি কোন মহিলা পুরুষদের উপর নেতৃত্ব করে তাহলে এমন পুরুষদের জন্য মাটির উপরের অংশের থেকে নিচের অংশ উত্তম, অর্থাৎ বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। সুতরাং সমস্ত উম্মত ঐক্যমত যে, মহিলাদের মন্ত্রী হওয়া না-জাইয ও অবৈধ। (জাওয়াহিরুল ফিকহ্ ১০/১৯১, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৬১৮, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/২৯৬)।

وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ فِي الْخَلِيْفَةِ أَنْ يَكُوْنَ عَاقِلًا بَالِغًا .... عَنْ طَاعَتِهِ.

উচ্চারণ ঃ- অ'লাম আন্নাহু ইয়াশতারিতু ফিল খলীফাতি আঁই ইয়াকূনা আ-কিলান বা-লিগান .... আন ত্বা-আতিহী।

(হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২/১৩৭, বুখারী শরীফ ২/৬৩৭)।

মহিলাদের বিচারপতি (জর্জ) হওয়া

এমন দায়িত্ব যাতে সব রকম মানুষের সাথে ওঠা -বসা করতে হয় শরীয়ত এমন দায়িত্ব পুরুষদের উপর অর্পন করেছে, মহিলাদেরকে তা থেকে বিরত রেখেছে। এই সমস্ত দায়িত্বের মধ্যে জর্জ ও কাযীর দায়িত্বও আছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এবং সাহাবা (রাঃ) -দের সময় বহু বুদ্ধিজীবি মহিলা ছিলেন, কিন্তু কখনও কোন মহিলাকে জর্জ ও কাযী বানানো হয়নি। চার ইমামের ঐক্যমত,

কোন মহিলাকে জর্জ কিংবা কাযী বানানো জাইয নয়। তিন ইমামের নিকট কোন বিষয়ে মহিলার ফায়সালা গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আবু হানিফার নিকট হাদ ও কিসাস (বদলা দেওয়া শাস্তি দেওয়া) ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তার ফায়সাল গ্রহণযোগ্য হবে বটে কিন্তু মহিলাকে বিচারপতি বানানো গুনাহ হবে। (আপকে মাসাইল ৮/৬১৭, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/২১৯, খাওয়াতীনকে ফিকহী মাসাইল ২০৮)।

وَالْمَرْأَةُ تَقْضِي فِي غَيْرِ حَدٍّ وَقُوَدٍ وَإِنْ أَثِمَ الْمُوَلِّي ... لَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ.

উচ্চারণ ঃ- অল মার আতু ত্বাকযী ফী গইরী হাদ্দিন অ কূদিন অ ইন আসিমাল মু অল্লা.... লাউ আমারা হুম ইমরা আতুন

(ফাতাওয়া শামী ৮/১৪২, ফাতহুল কদীর ৭/২৩৫, এলাউস সুনান ১০/৩৪)।

মহিলাদের ডাক্তার কিংবা শিক্ষিকা হওয়া

প্রয়োজনের তাগিদে মহিলারা ডাক্তার, নার্স অথবা শিক্ষিকা হতে পারে, কিন্তু শিক্ষা অর্জনের সময় কিংবা শিক্ষা অর্জনের পরে শরীয়তের গন্ডীর মধ্যে থাকতে হবে। পরপুরুষদের সাথে সম্পর্ক, ওঠা-বসা না-জাইয। সে জন্য মহিলা ডাক্তাররা কেবলমাত্র মহিলাদের চিকিৎসা করবে, নার্সরা কেবলমাত্র মহিলা রোগীদের সেবা করবে এবং শিক্ষিকারা শুধুমাত্র মেয়েদের পড়াবে। অন্যথা গুনাহগার হবে। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩০৯, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৬৬)।

تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ الرِّجَالِ.... بِشَهْوَةٍ.

উচ্চারণ ঃ- তামনাউল মারআতুশ শা-ব্বাতু মিন কাশফিল অজহি বাইনার রিজা-লি....বি শাহ্ওয়াতিন। (ফাতাওয়া শামী ২/৭৯)।

মহিলাদের ভ্রমনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া

স্কুল, কলেজ প্রভৃতিতে ছাত্রীরা দলবদ্ধ ভাবে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে (Tour) যায়। সঙ্গে কিছু যুবক এবং মাষ্টার মশাইরাও থাকেন। জেনে রাখা দরকার পবিত্র কুরআন শরীফে মহিলাদেরকে প্রকাশ্য ভাবে ঘরে থাকার হুকুম দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের জন্য মাহ্রাম ছাড়া সফর করা শরীয়তে কঠোর ভাবে

নিষিদ্ধ। তাছাড়া ভ্রমনে গিয়ে একই জায়গায় থাকা, খাওয়া-দাওয়া হয় এবং বহু সময় বহু দুর্ঘটনাও ঘটে যায়। মোট কথা ভ্রমনের উদ্দেশ্যে কোন জায়গায় যাওয়া মহিলাদের জন্য অবৈধ। এমনিভাবে কিছু মহিলা তাদের স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যায়, ইহাও নিষেধ। (আপকে মাসাইল ৮/১০৭, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ২১৩)।

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

উচ্চারণ ঃ- আনিন্ নাবিয়্যি (সাঃ) ক্ব-লা- আল মার আতু আউরাতুন ফাইযা খরাজাত ইসতাশরাফাহাশ শাইতা-নু। (তিরমিযী শরীফ ১/২২২)।

দূরবর্তী জায়গায় মহিলাদের চাকরি করা

চাকরি করা কোন মহিলার যদি এতই প্রয়োজন হয় যে, চাকরি ছাড়া তার রুযী রোজগারের কোন ব্যবস্থা নেই, তাহলে পর্দার সাথে ঘরের কাছাকাছি কোন জায়গায় চাকরি করতে পারে। তবে যদি মজবুরী না হয়, যেমন তার ইনকাম করার কেউ আছে অথবা ঘরের কাছাকাছি চাকরির জন্য কোন জায়গা নেই, দূরবর্তী জায়গায় ড্রাইভারের সাথে যেতে হয় তাহলে এমন জায়গায় চাকরি করা না-জাইয। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/১০৮, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ২/৩৪০)।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَأَةٍ .... فَاخْرُجْ مَعَ اِمْرَأَتِكَ.

উচ্চারণ ঃ- ক্ব-লা রসুলুল্লাহি (সাঃ) লা ইয়াখলু অন্না রজুলুন বি ইমরা আতিন .... ফাহ্জুজ মা' ইমরা আতিক। (মিশকাত শরীফ ১/২২১, বাযলুল মাযহুদ ৭/১৬)।

খেলা-ধুলাতে মহিলাদের অংশ গ্রহণ করা

পবিত্র কুরআন শরীফের মধ্যে মহিলাদেরকে নিত্য প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাওয়া নিষধ করা হয়েছে। যদি প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে চায় তাহলে পর্দার সাথে বার হওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। খেলার সময় সাধারণত পর্দার কোন ঠিক ঠিকানা থাকে না। তাছাড়া খেলার মাঠে প্রচুর পরিমানে পর পুরুষ দর্শকও থাকে, যারা খেলা চলাকালীন মহিলাদের দেহের আকৃতি গুলি দেখে খুব

উপলব্ধি করে।

আসলে এখানকার যে খেলাধুলা এগুলি সব ইউরোপীয় সভ্যতা। যা পুরুষ -মহিলার মাঝখানে কোন ভেদাভেদ রাখে না, এই সমস্ত খেলাধুলা থেকে মহিলাদের দূরে থাকা দরকার। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/১০২, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ২/৪৭৬)।

يأيها النبي قل لازواجك وبناتك .... أن تخرجن متجلببات.

উচ্চারণ ঃ- ইয়া আয়্যুহান নাবিয়্যু কুল লি আযওয়া-জিকা অ বানা-তিকা.... আন্ তাখরুজনা মুতাজাল বিবা-তিন। (তাফসীরে মাযহারী ৭/৩৮৪)।

গর্ভপাতের হুকুম

রিযিকের ভয়ে বাচ্চা নষ্ট করা কোন অবস্থাতেই জাইয নয়। বরং এই উদ্দেশ্যে বাচ্চা নষ্ট করা হারাম। রিযিকের কারণে বাচ্চা নষ্ট করার ব্যাপারে কুরআন শরীফে কাঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। হ্যাঁ যদি স্ত্রী শারীরিক অসুস্থতা কিংবা দুগ্ধপোষ্য শিশুর ক্ষতি প্রভৃতি শরীয়ত গ্রাহ্য কারণ হয় তাহলে ১২০দিনের পর গর্ভপাত করা না জাইয।

এমনই যদি কোন কুমারী ডাক্তারকে বলে আমি অবিবাহিতা। আমার গর্ভে অবৈধ সন্তান জন্মেছে। আপনি গর্ভপাত করিয়ে দিন তাহলে তারও গর্ভপাত করানোর সময়সীমা ১২০দিন। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩৪৫, ফাতাওয়া রহীমিয়া ১০/১৮১, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৮/৩২১)।

إِمْرَأَةٌ مُرْضِعَةٌ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ وَانْقَطَعَ لَبَنُهَا....أَرْبَعُوْنَ مُضْغَةً.

উচ্চারণ ঃ- ইমরা আতুন মুরযি আতুন যহারা বিহা হাবলুন অনক্বতা আ লাবানুহা .... আরবা উনা মুযগাতান। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৬, আল বাহরুর রায়িক ৮/৩৭৬)।

অপারেশান দ্বারা বাচ্চা হওয়া

অপারেশানের পদ্ধতি হল কৃত্তিম পদ্ধতির বিপক্ষ। অপারেশান কেবলমাত্র ঐ অবস্থায় করা চলবে যখন কোন মুসলমান বিজ্ঞ ডাক্তার যদি বলে যে অপারেশান না করলে বাচ্চা কিংবা মায়ের জানের কোন নিরাপত্তা নেই, তাহলে অপারেশান

করানো জাইয। বিনা প্রয়োজনে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে অপারেশান করানো যে এরফলে বাচ্চা কম হবে কিংবা কষ্ট কম হবে, শরীয়ত বিপক্ষ। কেননা হাদীস শরীফে সন্তান বেশি জন্ম দেওয়ার বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩৪৫)।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَالْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌبِكُمُ الْأُمَمَ.

উচ্চারণ ঃ- ক্ব-লা রসুলুল্লাহি (সাঃ) তাযাও অজুল অদূদাল অলূদ ফা-ইন্নি মুকা-সিরু বি কুমুল উমাম। (আবু দাউদ শরীফ ১/২৮০, বাযলুল মাজহুদ ৭/৫৮৭)।

সন্তান বন্ধ করার বিধান

মহিলাদের অপারেশান হয়ে চিরস্থায়ী ভাবে সন্তান বন্ধ করে নেওয়া হারাম। প্রাচীন যুগে পুরুষেরা সন্তান বন্ধ করার জন্য খাসি হত। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সাহাবাদিগকে এর অনুমতি দেননি।

আজকাল পুরুষেরা 'ভ্যাসেকটমী' অপারেশান হচ্ছে, পুরুষদের এমন অপারেশন হওয়া যার ফলে স্ত্রী সহবাস করার ক্ষমতা থাকবে না কিংবা প্রজনন ক্ষমতা বিনিষ্ঠ হয়ে যাবে কখনই জাইয নয়, ইহা কবীর গুনাহ ।

মহিলারা যদি অপারেশন হয়ে গর্ভাশয় বাকি রেখে শুধুমাত্র গর্ভধারন ক্ষমতা নষ্টকরে দেয় তবুও আল্লাহ প্রদত্ত আমানতকে নষ্ট করার কারণে চরম পর্যাযের গুনাহ হবে।

উল্লেখ্য, যদি অস্ত্রো পাচার না করে শুধুমাত্র গর্ভাশয়ের মুখে কোন ধাতুর তৈরি টুপী বা 'copper T' পরিয়ে কিংবা বিশেষ গাডার ইত্যাদি দিয়ে এমন ভাবে বেঁধে গর্ভাশয়ের মুখ বন্ধ করে দেয় যে, প্রয়োজনে খুলে নেওয়া যাবে, তাহলে অত্যাবশ্যক প্রয়োজন ছাড়া এরুপ করা মক্রুহ। কারণ এটা আল্লাহ প্রদত্ত গর্ভ ধারণ ক্ষমতাকে কার্যত অক্ষম করা এবং ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন - তোমরা অত্যাধিক মহব্বতকারী ও অধিক সন্তান ধারণকারী নারীদের সাথে বিয়ে কর। কেননা, আমি হাশর প্রান্তরে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে অন্যান্য উম্মতদের সম্মুখে গর্ব বোধ করব।

কাউকে ধরম বাপ, ভাই ইত্যাদি বলা

শরীয়তে কাউকে ধরম বাপ, ভাই ইত্যাদি বলার কোন অস্তিত্বই নেই, পবিত্র কুরআন শরীফে এর প্রকাশ্য নিষেধ করা হয়েছে। জেনে রাখা দরকার এই সমস্ত ধরম বাপ, ভাই ইত্যাদি পরপুরুষদের মত। এদের থেকে অবশ্যই পর্দা করতে হবে। (আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৭৭)।

وَمَاجَعَلَ اَدْعِيَائَكُمْ أَبْنَائَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ ....هُوَاَقْسَطُ عِنْدَاللّٰهِ.

উচ্চারণ ঃ- অমা জাআলা আদ ইয়া- আকুম আব না- আকুম যা- লিকুম ক্বউলুকুম.... হুআ আক সাতু ইনদাল্লা- হি।

(সুরা আহযাব আয়াত নং ৪-৫, মিরকাতুল মাফাতিহ ৩/৪১০)।

ছেলে-মেয়ে এক সঙ্গে লেখাপড়া করা

বর্তমান স্কুল, কলেজ ও ইউনিভারসিটিইত্যাদিতে ছেলে মেয়েরা এক সঙ্গে লেখাপড়া করছে এবং উচ্চ শিক্ষা অর্জন করার জন্য বিভিন্ন অমুসলিম দেশে যাচ্ছে। মনে রাখা দরকার, শিক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলিম মহিলাদের অমুসলিম পরিবেশে থাকা, এমনিভাবে এমন বিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জন করা, যেখানে ছেলে -মেয়েরা একত্রিত ভাবে শিক্ষা অর্জন করে না-জাইয। এতে বহু রকমের ফিতনা সৃষ্টি হয় এবং মহিলারা গুনাহগারও হয়। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল ৩৪০, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/১৭২, মাহমুদিয়া ২/৩৮৯)।

وَاعْلَمْ أَنَّ النَّهْيَ مِنْ تَعْلِيْمِ النِّسَاءِ لِكِتَابَةٍ .... عَلٰى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

উচ্চারণ ঃ- অ' লাম আন্নান্ নাহ্ ইয়া মিন্ তা'লীমিন্ নিসা-য়ি লি কিতা-বাতিন....আলা জালবিল মাসা-লিহ্। (ফাতাওয়া হাদিসিয়া ১১৯)।

ইংলিশ মেডিয়াম (Missionary) স্কুলে পঠন পাঠন

বর্তমান চারদিকে ইংলিশ মেডিয়াম (Missionary) স্কুলের বড় জোরসোর

নাম শোনা যাচ্ছে। বহু মুসলিম ভাই বোনেরা তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই সমস্ত ইংলিশ মেডিয়াম মিশনারীতে ভর্তি করছে। আমি আমার গবেষণা অনুযায়ী বলছি -- বহু মিশনারী স্কুলে একাধিক বার গিয়েছি, কোন জায়গায় পর্দার ব্যবস্থা ভাল পাইনি। ওখানে সাবালিকা মহিলারাও হাফ স্কার্ট যা রান পর্যন্ত হয় এবং হাফশার্ট পরে। আর বহু মিশনারীতে মেয়েরাও ছেলেদের মত ফুল প্যান্ট ও শার্ট এবং গলায় টাই পরে। মোট কথা এই সমস্ত পোশাক-আশাক একেবারেই শরীয়ত বিরুদ্ধ। বেশ কিছু মিশনারী স্কুল এমন আছে যেখানে বড় বড় ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে লেখা পড়া করে, ইহাও জাইয নয়।

এছাড়া মিশনারিতে ইসলাম বিরুদ্ধ বহু জিনিস শেখানো হয়। যেমন যীশু খোদার বেটা। মরীয়ম খোদার স্ত্রী ইত্যাদি। কিতাবের মধ্যে আছে কোন ঈসাইকে ওলি (জিম্মাদার) বানানো জাইয নয়। অর্থাৎ তাদের উপর ভরসা করা এবং বন্ধুত্ব যেমন ব্যবহার করাও ঠিক নয়। হযরত উমার (রাঃ) কোন ঈসাই (খ্রীষ্টান) দ্বারা চিঠি পড়ানোও পছন্দ করতেন না। যতক্ষন পর্যন্ত কারোর উপর ধর্ম বিশ্বাস না হত।

এছাড়াও এই সমস্ত মিশনারিতে ফ্রি চিকিৎসা করা হয়। ২৫শে ডিসেম্বর অর্থাৎ বড় দিনে এই মিশনারিগুলির তরফ থেকে বস্ত্র ইত্যাদি দান করা হয়। যা বাহ্যিক ভাবে জন সাধারণ খুবই ভাল মনে করেন। আসল উদ্দেশ্য হল এসব দ্বারা ওরা সাধারণ মানুষদেরকে নিজেদের ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করে এবং অবশেষে বহু মানুষকে খ্রীষ্টানও বানিয়ে দেয়। এজন্য এই সমস্ত মিশনারি থেকে নিজেদের এবং নিজেদের ছেলে-মেয়েদেরকে একেবারেই দূরে রাখা দরকার। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৩/৩৮৯, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ২/১৫৫)।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَوَالنَّصٰرٰى أَوْلِيَاءَ ....كَافِرٍمُنَافِقٍ.

উচ্চারণ ঃ- ইয়া আইয়্যু হাল্লাযীনা আ- মানু লা তাত্তা খিযুল ইয়াহুদা অন্ নাসারা আউলিয়া-আ....কা-ফিরিন মুনা-ফিকিন।

(তাফসীরে মাযহারী ৩/১৫৬, তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/৫৬১)।

রেডিওতে মহিলাদের খবর পড়া

আল্লাহ তায়ালা নারীকে ঘরের সৌন্দয্য ও প্রদীপ স্বরূপ বানিয়েছেন, জন সমাজের প্রদীপ বানায় নি। এতে মহিলাদের সম্মান এবং হিফাজত উভয়টাই আছে। তাছাড়া মহিলাদের উচ্চস্বরে কথা বলা ও গানের সুরে কোন কিছু পড়া নিষেধ করা হয়েছে। ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের মতে মহিলাদের আওয়াজও পর্দা। সে জন্য আযান দেওয়া, হজ্বের সময় জোরে জোরে তালবিয়া পড়া থেকে মহিলাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব মহিলাদের জন্য বৈধ নয় যে তারা রেডিওতে অথবা রেলষ্টেশন ইত্যাদিতে স্পীকারের দ্বায়িত্ব পালন করবে। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/১০৯, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২৪/৩৩৯)।

أَنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ عَلَى الرَّاجِحِ.

উচ্চারণ ঃ- আন্না সউতাল মার আতি আউরাতুন আলার রা- জিয়ি।
(ফাতাওয়া শামী ৯/৫৩১)।

পত্র-পত্রিকাতে মহিলাদের নাম প্রকাশ করা

বহু সময় এমন দেখা যায়, মহিলারা বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে নিজেদের লেখনী ইত্যাদি দিয়ে নাম প্রকাশ (Advertice) করে। ইহা জাইয নয়। কেননা এসব দ্বারা বহু ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১৯৬)।

বাজারে মহিলাদের যাওয়া

অসুবিধার জন্য মহিলারা প্রয়োজন মত ঘর থেকে বার হতে পারে। বর্তমান মানুষেরা অপ্রয়োজনটাকে ও প্রয়োজন বলে গণ্য করছে। পুরুষরা নিজ অধিনস্থ মহিলাদেরকে অপ্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যেতে নিষেধ করবে। কিছু কিছু মহিলা স্বামীর সঙ্গে বাজারে গিয়ে পছন্দমত জিনিস-পত্র কেনে, স্বামীর কিনে আনা জিনিস-পত্র পছন্দ করে না। এটা খুবই খারাপ অভ্যাস, বর্জন করা দরকার। (আহসানুল ফাতাওয়া ৮/২৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১৯৬)।

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ.

উচ্চারণ ঃ- অ ক্বারনা ফী বুয়ুতি কুন্না অলা তাবার রাজনা তাবার রুজাল জা- হিলিয়্যা তিল উলা। (সুরা আহযাব আয়াত নং ৩৩)।

ব্যাভীচারীনি অমুসলিম মুসলমান হলে তার মালের হুকুম

কোন ব্যভীচারীনি অমুসলিম মহিলা (যে অর্থের বিনিময়ে ব্যভিচার করিয়েছে এমন মহিলা) মুসলমান হয়ে গেলেও তার মাল হালাল হবে না। কেননা ব্যাভীচার করা কোন ধর্মে বৈধ নয়। সে কারণে তার উপার্জিত অর্থও বৈধ নয়। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১৪৪)।

দুগ্ধপোষ্য শিশু ছেড়ে চলে যাওয়া

যে মা নিজ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ছেড়ে পালিয়ে যায় সে জালিম এবং গুনাহগার। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২২/৫১৭)।

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ.

উচ্চারণ ঃ- অল অ-লিদাতু ইউরজি' না আউলা-দাহুন্না।
(সুরা বাকারাহ আয়াত নং ২৩৩)।

পোষ্টারে মহিলা নেত্রীদের ছবি

মহিলাদের জন্য পর্দা করা ওয়াজিব, এতে কারও দ্বিমত নেই। আর পর্দা চেহরারও করতে হবে। সুতরাং মহিলা নেত্রীদের বিভিন্ন পোষ্টার ইত্যাদিতে নিজেদের ছবি প্রকাশ করা না-জাইয। এই মসয়ালাতে সমস্ত উলামা একমত। (ফাতাওয়া উসমানি ৩/৫১০)।

وَتَمْنَعُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ الرِّجَالِ .... لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ.

উচ্চারণ ঃ- অ তাম নাউল মারআতুশ শা-ব্বাতু মিন কাশফিল অজহি বাইনার রিজা-লি.... লিখাউফিল ফিতনাতি। (ফাতাওয়া শামী ২/৭৯)।

স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে খানা খাওয়া

স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে খানা খাওয়া উত্তম। ইহাতে আপসের মধ্যে মহব্বত বৃদ্ধি প্রায়। (জামেউল ফাতাওয়া ১/৪৮১, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৮/৬১৭, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ২০৪)।

عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ .... فَيَاخُذُفَيَعْتَرِفُ مِنْهُ.

উচ্চারণ ঃ- আন্ শুরাইহিন আন্নাহু সাআলা আ- য়িশাতা হাল তা' কুলুল মার আতু .... ফাইয়া খুযু ফাইয়া' তারিফু মিনহু। (নাসায়ী শরীফ ১/৪৩)।

শ্বশুরকে আব্বা বলে ডাকা

শ্বশুরকে আব্বা বলে ডাকা জাইয, বরং আব্বা বলে ডাকাই ভাল। (জামেউল ফাতাওয়া ১/৪৮৮, কিফায়াতুল মুফতী ৯/১০৪)।

মহিলার জন্য পিতা মাতার সেবা আগে না স্বামীর?

মহিলার জন্য স্বামীর সেবা করা পিতা মাতার সেবা করার থেকে অগ্রধিকার রাখে। (জামেউল ফাতাওয়া ১/৪৭৬, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৮/৫৯৯, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ২০৪)।

মহিলারা কি মসজিদ পরিষ্কার করতে পারে ?

পর্দার সাথে মহিলারাও মসজিদ পরিষ্কার করে সওয়াবের অধিকারী হতে পারে। (জামেউল ফাতাওয়া ৩/৬৯১)।

নব জাতক শিশুর কানে মহিলাদের আযান দেওয়া

নব জাতক শিশুর কানে কোন নেককার পুরুষের আযান দেওয়া উত্তম, কিন্তু যদি কোন মহিলা আযান ও ইকামত দিয়ে দেয় তবুও যথেষ্ঠ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় বার আর দিতে হবে না। (ফাতাওয়া রহীমিয়া ১০/২৩৯, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ১/৩৩৬, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ২০৬)।

নিজের ছেলেকে বাপ অথবা মেয়েকে মা বলে ডাকা

নিজের ছেলেকে বাপ অথবা মেয়েকে মা বলে ডাকায় কোন অসুবিধা নেই, আর এরকম সমাজে হয়েই থাকে। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১৫৯)।

মহিলার হাতে মহিলার বায়াত হওয়া

যদি কোন মহিলা অন্যান্য মহিলাদেরকে বায়াত করতে চায় তাহলে তা বৈধ হবে না। তবে হ্যাঁ কাউকে কোন আমল ওজিফা ইত্যাদি বলে দিতে পারে। (জামেউল ফাতাওয়া ২/৩৩৩, খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ৪৭)।

আমিলের কাছ থেকে মহিলাদের তাবিজ নেওয়া

পরপুরুষদের থেকে দূরে থাকা দরকার। অনেক সময় মহিলারা গণক ইত্যাদির কাছে গিয়ে জ্ঞান-গুন করে, এসব একেবারেই না-জাইয। তাবিজ ইত্যাদির প্রয়োজন হলে কোন ভাল আলিমের কাছ থেকে নিজের স্বামী কিংবা ভাই ইত্যাদির দ্বারা তাবিজ সংগ্রহ করবে। (জামেউল ফাতাওয়া ১/৬৩৪)।

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَتىٰ كَاهِناً .... عَلىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ.

উচ্চারণ ঃ- আন্না রসুলুল্লাহি (সঃ) ক- লা মান আতা কা-হিনান .... আলা মুহাম্মাদিন (সাঃ)। (আবু দাউদ শরীফ ২/৫৪৫)।

মহিলাদের দোকানে বসে ব্যবসা করা

বেপর্দা হয়ে দোকানে বসে পরপুরুষদের সাথে ব্যবসা করা মহিলাদের জন্য জাইয নয়! (খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল ২০৩, জামেউল ফাতাওয়া ৩/১৩৩)।

স্বামীকে আকৃষ্ট করার জন্য তাবিজ করা

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল-মহব্বত বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে, তবে স্বামীকে নিজের গোলাম বানানো উদ্দেশ্য হলে জাইয হবে না। এমনই শেরেক, কুফ্‌র কলিমা ইত্যাদি দ্বারা তাবিজ লেখা হলে তা ব্যবহার করা জাইয হবে না। (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৪০১, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ২/১৮৬)।

وَبَعْضُهُمْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُعَاذَاتِ هِيَ التَّمَائِمُ ....أَوْ أَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى.

উচ্চারণ ঃ- অ বা' যুহুম ইয়াতা অহ্হামু আন্নাল মুয়া-যা তি হিয়াত তামা-য়িমু .... আউ আসমা ইল্লা-হি তায়ালা। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫২৩)।

মজদুর মহিলাদের মাথা ও হাত কনুই পর্যন্ত খুলে রাখা

যে সমস্ত মহিলারা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে যেমন ঃ মজদুরী করা কিংবা কারোর বাড়িতে কাজ করা ইত্যাদি। এরকম মহিলারা মাথা ঢেঁকে রাখবে। তবে হাত কনুই পর্যন্ত খুলে রাখার ব্যাপারে ইমাম আবু-ইউসুফ (রহঃ) অনুমতি দিয়েছেন। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১৯৯, জামেউল ফাতাওয়া ১/৪৫৮)।

সন্তানের হারাম রোজগার ব্যবহার করা

হারাম তো হারামই হয়। যদি কোন মহিলার একটি মাত্র সন্তান থাকে এবং সে হারাম রোজগার করে। আর হারাম মাল ব্যবহার করা ছাড়া মহিলার অন্য কোন রাস্তা না থাকে, তাহলে মা সর্বদা চেষ্টা করবে যাতে করে কোন হালাল পদ্ধতিতে ইনকাম করে এবং হারাম ছাড়া হালাল রোজগারের জন্য সন্তানকে সর্বদা উৎসাহিত করবে। যতক্ষন পর্যন্ত হালাল মালের ব্যবস্থা না হবে, তওবা ইস্তেগফার করবে এবং হালালের চেষ্টা ও চিন্তা ভাবনা করবে। (উসমানি ৩/১২৬)।

হাফেজা মহিলার বিবাহ গায়ের হাফেজের সাথে

হাফেজা মহিলার বিবাহ হাফেজ ছেলের সাথে হওয়া জরুরী নয়। যে কোন সাধারণ মুসলমান ছেলের সাথে হতে পারে। (দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল২০৫, খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল ২/৪২)।

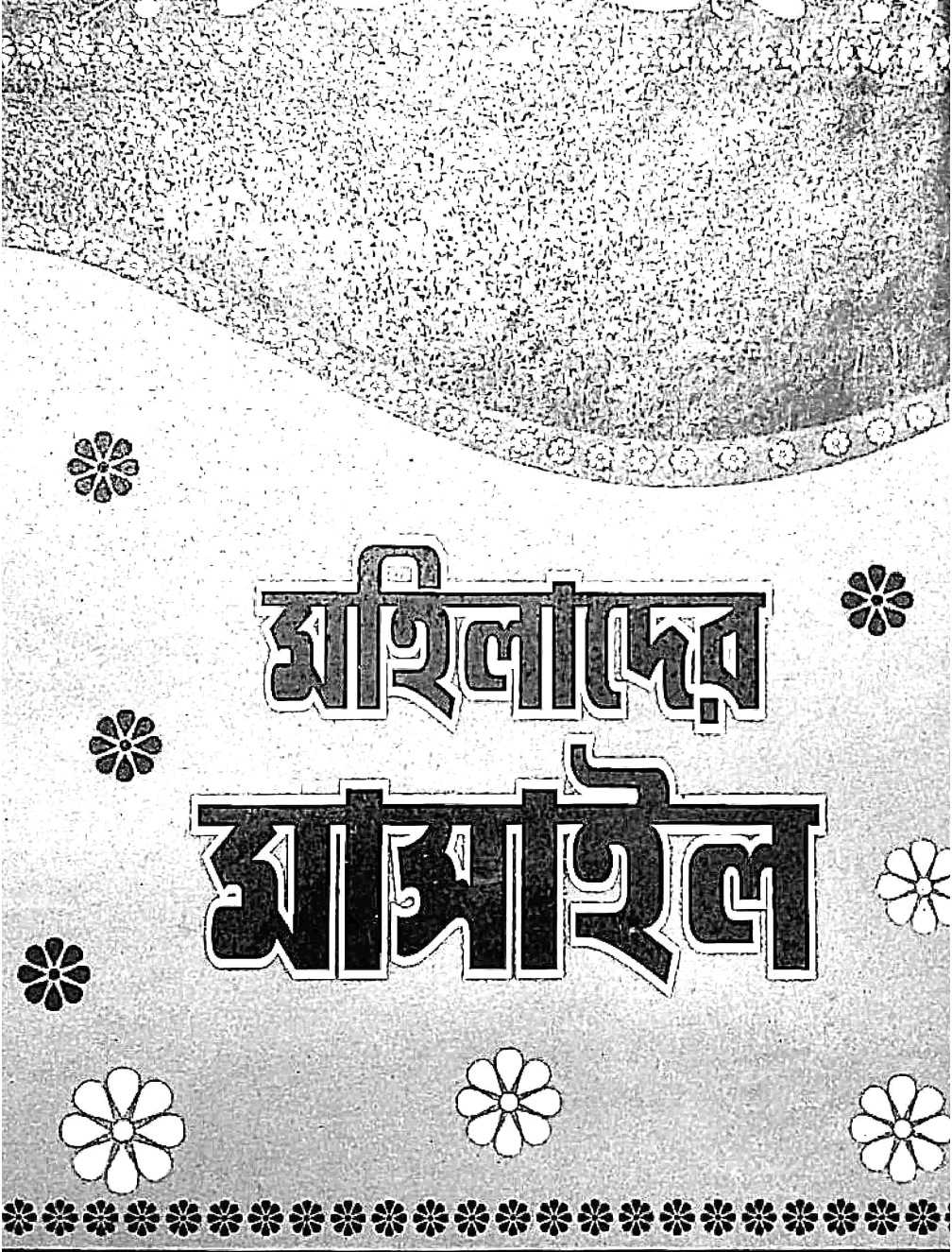
।। সমাপ্ত ।।

যে সমস্ত কিতাব থেকে মাসআলা সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের সংক্ষিপ্ত তালিকা

কিতাব	লেখক	প্রকাশালয়
তাফসীরে ইবনে কাসীর	আল্লামা ইবনে কসীর	যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ
তাফসীরে মাযহারী	কাযী মুহাম্মাদ বিন সানাউল্লা উসমানি	যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ
বুখারী শরীফ	আবু মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারী	ফায়সাল পাবলিকেশান দেওঃ
উমদাতুল ক্বারী	আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী	যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ
ফাতহুল বারী	ইবনে হাজার আসকালানী	মাকতাবা আশরাফিয়া দেওঃ
ফাইযুল বারী	আনোয়ার শাহ কাশমিরী	মজলিসে ইলমিয়া ডাভেল
নাসরুল বারী	আল্লামা উসমান গনী	যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ
মুসলিম শরীফ	মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী	ফায়সালপাবলিকেশান দেওঃ
ফাতহুল মুলহিম	শাব্বির আহমাদ উসমানি	মাকতাবা আশরাফিয়া দেওঃ
তিরমিযী শরীফ	আবু ঈসা মুহাম্মাদ বিন ঈসা	ফায়সাল পাবলিকেশন দেওঃ
তুহফাতুল আহওয়াজী	আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রহীম	মাকতাবা আশরাফিয়া দেওঃ
তুহফাতুল আলমায়ী	মুফতী সায়ীদ আহমদ পালনপুরি	মাকতাবা হিজাজ দেওবন্দ
আবু দাউদ শরীফ	সুলাইমান বিন আশআস	ফায়সাল পাবলিকেশান দেওঃ
বযলুল মাজহুদ	খলিল আহমাদ সাহারানপুরী	মারকাযে শাইখ নাদওয়া
আদ দুররুল মানযুদ	মাওলানা আকিল সাহারানপুরী	মাকতাবে শাইখ সাহারানপুর
ইনবে মাযাহ শরীফ	আবু আব্দুল্লা মুহাম্মাদ বিন ইয়াযিদ	ফায়সাল পাবলিকেশান দেওবন্দ
মুসান্নাফ ইবনে আঃ রাজ্জাক	আবু বাকার আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম	আলমাকতাবাতুল ইসলামিয়ু
আত তারগীর অত তারহীর আঃ	আযীয বিন আব্দুল কাইয়ুম	দারুল কিতাব ইলমিয়া বেয়রুত
মিশকাতুল মাসাবীহ	আলি উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ	আশরাফি বুক ডিপো দেওবন্দ
মিরকাতুল মাফাতীহ	আলি বিন সুলতান মুহাম্মাদ আল ক্বারী	মাকতাবা আশরাফিয়া দেওঃ
এলাউস সুনান	জাফর আহমাদ উসমানি	মাকাতাবা আশরাফিয়া দেওঃ
নাসবুর রায়া	জামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ	মাকতাবা আশরাফিয়া দেওঃ
মুহিতুল বুরহানী	বুরহানুদ্দীন মাহমুদ বিন সদরুস শরীয়াহ	ইদারাতুল কুরআন করাচী
মানহালুল ওয়ারেদিন	আল্লামা ইবনে আবেদীন	সুহাইল একাডেমি লাহোর
মুয়াত্তা ইমাম মালিক	ইমাম মালিক	ফায়সাল পাবলিকেশান দেওবন্দ
যাদুল মাআদ	ইবনে কাইয়ুম জাওযি	মু'সিসাতুর রিসালা বেয়রুত
ফাতাওয়া শামী	আমীনুশ শাহীর ইবনে আবেদীন	যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ
ফাতাওয়া আলমগিরী	নিযামুদ্দীন ও ভারতীয় উলামা সম্প্রদায়	যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ

ফাতাওয়া কাযী খান	ফখরুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মনসূর	যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ
ফাতাওয়া বায্যাযিয়া	হাফিজুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ	যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ
হেদায়া	বুরহানুদ্দীন মুরগিনানী	ইয়াসির নাদীম এন্ড কোম্পানি দেওঃ
ফাতহুল ক্বদীর	বুরহানুদ্দীন মুরগিনানী	মাকতাবা আশরাফিয়া দেওঃ
বিনায়া	মাহমুদ বিন আহমাদ বিন মুসা	মাকতাবা আশরাফিয়া দেওঃ
ফাতাওয়া তাতার খানিয়া	ফরিদুদ্দীন আলিম বিন আলা	মাকাতাবা যাকারিয়া দেওঃ
ফাতাওয়া অল আলিজিয়া	জহিরুদ্দীন আঃ রশিদ বিন আবু হানিফা	যাকারিযা বুক ডিপো দেওবন্দ
আল বাহরুর রায়িক	যয়নুদ্দীন ইব্রাহীম বিন নুজাইম	যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ
আন্নাহরুল ফায়িক	সিরাজুদ্দীন ওমর বিন ইব্রাহিম	দারুল কিতাব ইলমিয়া বেয়রুত
আল ফিকহুল ইসলামিয়ু		
বাদায়ে উস সানায়ে	আলা উদ্দীন আবু বাকর বিন সাউদ	যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ
মাজমাউল আনহুর	আঃ রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান	মাকাতাবা ফাকিহুল উম্মাত দেওঃ
তাবীনুল হাকায়িক	ফখরুদ্দিন উসমান বিন আলি	যাকারিয়া বুক ডিপু দেওবন্দ
হালাবী কবিরী (গুনিয়া)	ইব্রাহীম হালবী	মাকাতাবা আশরাফিয়া দেওঃ
ফাতাওয়া সিরাজিয়া	সিরাজুদ্দিন বিন উসমান বিন মুহাম্মাদ	মাকাতাবা ইত্তেহাদ দেওবন্দ
হাশিয়া ত্বহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ	আহমাদ বিন ইসমাইল	দারুল কিতাব দেওবন্দ
খুলাসাতুল ফাতাওয়া	তাহির বিন আব্দুর রশীদ	মাকতাবা আশরাফিয়া দেওঃ
অল ফিকহু আলা মাযাহিবিল আর্বায়া	আব্দুর রহমান জাযীরি	মাকতাবা আসরিয়া বেয়রুত
গুনিয়াতুন নাসিক	মুহাম্মাদ হাসান শাহ মুহাজিরে মাক্কী	মাকতাবা ইয়াদ গারে শাইখ সাহঃ
আল বাহরুল আমীক	মুহাম্মাদ বিন আহমাদ মাক্কী	মাকতাবা মাক্কীয়া বেয়রুত
শরহে আকায়িদ	সায়াদুদ্দিন তাফতাযানী	ইকরা বুক ডিপো দেওবন্দ
আল জাওহারাতুন নাইয়ারহ	আবু বাকর বিন আলি বিন মুহাম্মাদ	দারুল কিতাব দেওবন্দ
ফাতাওয়া মাহমুদিয়া	মুফতী মাহমুদুল হাসান	মাকতাবা আশরাফিয়া দেওঃ
ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওঃ	মুফতী আযীযুর রহমান	যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ
আহসানুল ফাতাওয়া	মুফতী রশীদ আহমদ	দারুল ইশা' আত দেওবন্দ
ইমদাদুল ফাতাওয়া	মাওলানা আশরাফ আলি থানবী	যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ
আপকে মাসাইল আঃ উঃ হল	মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী	মাকাতাব লুধিয়ানবী করাচী
ক্বমুসুল ফিকহ্	খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি	কুতুব খানা নয়ীমিয়া দেওবন্দ
কিতাবুল মাসাইল	সালমান মনসুরপুরী সাহেব	আ'যাম পাবলিসার্স দেওবন্দ
নিযামুল ফাতাওয়া	মুফতী নিযামুদ্দীন সাহেব	তাজ পাবলিসার্স দেওবন্দ

ফাতাওয়া হাক্কানিয়া	মাওলানা আব্দুল হক	মাকতাবাতুল হক দেওবন্দ
দ্বীন কি বাতেঁ	মাওলানা আশরাফ আলি থানবী	মুজতাবায়ি পাবলিশিংহাউস দেওঃ
কিফায়াতুল মুফতী	মুফতী কিফায়াতুল্লাহ সাহেব	জাইয়েদ বারকি প্রেস দিল্লি
ফাতাওয়া রশীদিয়া	মাওলানা রশীদ আহমাদ গানগুহি	মাকতাবা মাহমুদিয়া
ইমদাদুল আহকাম	জাফর আহমাদ উসমানি, আব্দুল করীম	যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ
ফাতাওয়া উসমানি	মুফতী তাকি উসমানি	কুতুব খানা নয়ীমিয়া দেওবন্দ
দ্বীনি মাসাইল আওর উনকা হল	মুফতী সালমান মনসুরপুরী	কুতুব খানা নয়ীমিয়া দেওবন্দ
আনওয়ারে মানাসিক	মুফতী শাব্বীর আহমাদ সাহেব	মাকাতাবা ইউসুফিয়া দেওবন্দ
ফাতাওয়া আব্দুল হাই উর্দূ	মাওলানা আব্দুল হাই লখনবী	যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ
মাসাইলে হজ্ব বারায়ে খোয়াতীন	মাওলানা রফ'আত সাহেব	মাকতাবা রযি দেওবন্দ
আগলাতুল আওয়াম	মাওলানা আশরাফ আলি থানবী	মাকতাবা থানবী সাহরানপুর
ইমদাদুল মুফতীয়ীন	মুফতী শফী সাহেব (রহঃ)	যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ
আযীযুল ফাতাওয়া	মুফতী আযীযুর রহমান	যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ
নামায মে খোয়াতীন কি গাফলাতেঁ	মুফতী রশীদ আহমাদ	কিতাব ঘর নাজিম আবাদ করাচী
খাইরুল ফাতাওয়া	মুফতী মুহাম্মাদ আনওয়ার	মাকতাবা ইমদাদিয়া মুলতান পাকিঃ
হাদিয়া খোয়াতীন	মাওলানা মুহাম্মাদ উসমান	বাইতুল ইলম ট্রাষ্ট করাচী পাকিঃ
খাওয়াতীন কে লিয়ে শরয়ী আহকাম	ডাঃ আব্দুল হাই	দারুল কিতাব দেওবন্দ
ফাতাওয়া বাইয়িনাত	মজলিসে দাওয়াত ও তাহকীকে ইসলামী	মাকতাবা বাইয়িনাত করাচী পাকিঃ
জদীদ মোয়ামেলাত কেশরী আহকাম	মুফতী এহসানুল্লাহ শায়িক	দারুল ইশা'আত করাচী পাকিস্থান
বেহেশতী জেওর	মাওলানা আশরাফ আলি থানবী	কুতুবখানা আখতারী সাহারানপুর
ফাতাওয়া রহীমিয়া	আব্দুর রহীম লাজপুরী	দারুল ইশাআত করাচী পাকিঃ
মুয়াললিমুল হুজ্জাজ	সায়ীদ আহমাদ আজরারবী	সাহারানপুর
ফাতাওয়া দারুল উলুম যাকারিয়া	মুফতী রিয়াজুল হক সাহেব	যমযম পাবলিসার্স করাচী পাকিঃ
হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ	ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ)	এতেকাদ পাবলিসার্স হাউস
খাওয়াতীন কে মাসাইল আওর উনকা হল	মুফতী সানাউল্লাহ মাহমূদ	দারুল ইশা' আত করাচী পাকিস্থান
জোয়াহিরুল ফিকহ্	মুফতী শফী আহমাদ উসমানী	মাকতাবা তফসিরুল কুরআন দেওঃ
জাদীদ ফিকহী মাসাইল	মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানী	মাকাতাবা নাইমিয়া দেওবন্দ
খাওয়াতীন কে ফিকহী মাসাইল	মুফতী নিযামুদ্দীন শামযি	বাইতুল ইলম ট্রাস্ট করাচী পাকিঃ
খাওয়াতীন কি যেব ও যিনাত	মুফতী জিয়াউর রহমান	মাকতাবা সায়িদ করাচী পাকিঃ
মরদ ও আউরাত কি নামায কে		
ফারক পার তাফসীলী জায়েযা	মুনির আহমাদ মুনাওয়ার	মাকতাবা শাইখ লুধিয়ানা পাকিস্থান



মহিলাদের আমাইল

রহমানিয়া

রহমানিয়া লাইব্রেরী
মগরাহাট (৭৪৩৩৫৫)
২৪ পরগণা (দঃ) প.ব.